CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-303 ■ 2 August, 2026 ■ আগরতলা ২ আগষ্ট, ২০২৬ ইং ■ ১৬ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

‘বিনিয়োগই কর্মসংস্থানের ভিত্তি’, এই মন্ত্রে সরকার কাজ করছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

ভোগাপুরম (অন্ধ্রপ্রদেশ), ১ আগস্ট (আইএএনএস)।। অন্ধ্রপ্রদেশের ‘বিকশিত ভারত’-এর প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান ইঞ্জিন হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার বিজয়নগরম জেলার ভোগাপুরমে অলুরি সীতারাম রাজু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্বোধন এবং প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু এবং উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণের নেতৃত্বে এনডিএ সরকার অন্ধ্রপ্রদেশের উন্নয়নে দ্বিগুণ গতিতে কাজ করছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, রাজ্যের দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি জনগণের কাছে ‘ডাবল ইঞ্জিন’ সরকারের জন্য সমর্থন চেয়েছিলেন। মোদী বলেন, বিমানবন্দর ছাড়াও এদিন উদ্বোধন হওয়া প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে সড়ক যোগাযোগ, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সেমিকন্ডাক্টর খাতের একাধিক উদ্যোগ। তাঁর মতে, এই প্রকল্পগুলি অন্ধ্রপ্রদেশের দ্রুত উন্নয়নের প্রতীক এবং ‘স্বর্ণ অন্ধ্র’ ও ‘বিকশিত ভারত’-এর লক্ষ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

তিনি জানান, গত ১২ বছরে ভারতের অসামরিক বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে। ২০১৪ সালে দেশে যেখানে মাত্র ৭৪টি কার্যকর বিমানবন্দর ছিল, বর্তমানে সেই সংখ্যা বেড়ে ১৬৬-এ পৌঁছেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, একসময় বিমানযাত্রা কেবল বড় শহর ও সচ্ছল মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এনডিএ সরকারের উড়ান (উড়ে দেশ কা আম নাগরিক)

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

নিজেদের অপকর্মের নজর ঘোরাতেই আগের বক্তব্য বিকৃত করছে বিজেপি ঃজিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগষ্ট ।। নিজেদের অপকর্ম থেকে জনগণের নজর ঘোরাতেই ৩৭ মাস আগের একটি বক্তব্যকে ইস্যু করেছে বিজেপি। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই অভিযোগ করলেন সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, তাঁর ৩ বছরের আগের বক্তব্যকে বিকৃতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি জানান, তাঁর বক্তব্যের কোনও অংশ বা উপস্থাপনার কারণে কেউ যদি আঘাত পেয়ে থাকেন, তাহলে তিনি তাঁদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

উল্লেখ্য, গত ২০২৩ সালে ব্রাহ্মণ সমাজ, গো-পূজা এবং প্রাচীন হিন্দু সমাজ সম্পর্কিত জিতেন্দ্র চৌধুরীর একটি বক্তব্য নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সেই বক্তব্যের প্রতিবাদে আজ আগরতলায় হিন্দু সমাজের একাংশ ও তাদের সমর্থকদের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল এবং প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। প্রতিবাদকারীদের অভিযোগ ছিল, ওই বক্তব্য হিন্দু ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করেছে। তাঁরা বক্তব্য প্রত্যাহার এবং প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান।

অন্যদিকে, জিতেন্দ্র চৌধুরী দাবি করেন, ৩৭ মাস আগের বক্তব্যকে বিকৃত করে আজকের কর্মসূচি সংগঠিত করেছে বিশ্বহিন্দু পরিষদ। এই খণ্ডিত অংশ বা বিকৃত বক্তব্যে কেউ যদি আহত হয় তাহলে তাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। জিতেন্দ্র চৌধুরী বিষয়টিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেন। আসলে বিজেপির হয়ে মাঠে নেমেছে বিশ্বহিন্দু পরিষদ।

নেশাকারবারীর ১২ বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ আগষ্ট ।। মাদক পাচারের একটি মামলায় এক ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে ১২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে ধর্মনগরের অতিরিক্ত সেশনস জজ আদালত নং-২। পাশাপাশি অভিযুক্তকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। পুলিশের প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম টিঙ্কু মজুমদার (৩৭)। তিনি পশ্চিম জেলার পূর্ব আগরতলা থানার অন্তর্গত চন্দ্রপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকার বাসিন্দা। আদালত তাঁকে এনডিপিএস আইনের ২২(সি) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে এই সাজা ঘোষণা করেছে। জরিমানার অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে অতিরিক্ত ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে বলেও আদালতের নির্দেশে জানানো হয়েছে।

ঘটনার বিবরণ অনুযায়ী, ২০১৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ ধর্মনগর রেল স্টেশনের কাছে বিশেষ অভিযান চালায়। অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন এসআই দয়াল চাকমা। সেই সময় অভিযুক্ত টিঙ্কু মজুমদারের কাছ থেকে ১০ হাজারটি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়, যার

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ক্ষমা চাওয়ার দাবি

শহরে বিক্ষোভ মিছিল হিন্দু সমাজের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগষ্ট ।। সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর ব্রাহ্মণ সমাজ, গো-পূজা এবং প্রাচীন হিন্দু সমাজ সম্পর্কে করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠা মন্তব্যের প্রতিবাদে শনিবার আগরতলায় বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন হিন্দু সমাজের একাংশ এবং তাঁদের সমর্থকরা। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। পরে শহরের কেন্দ্রস্থলে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভকারীরা জিতেন্দ্র চৌধুরীর মন্তব্য প্রত্যাহার এবং প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান।

সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন, ব্রাহ্মণ সমাজ এবং হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে করা হয়েছে বলে তাঁদের দাবি করা মন্তব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতেই তাঁরা রাস্তায় নেমেছেন বলে জানান।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) নেতা পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল বক্তব্য রাখতে গিয়ে দাবি করেন, এই মন্তব্যের জেরে হিন্দু সমাজে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, বামপন্থী দলগুলি দীর্ঘদিন ধরেই হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সমালোচনামূলক অবস্থান গ্রহণ করে আসছে। বক্তারা আরও অভিযোগ করেন, ধর্মীয় বিশ্বাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে সংবেদনশীলতা ও দায়িত্বশীলতা বজায় রাখা উচিত। তাঁরা জিতেন্দ্র চৌধুরীর কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা এবং বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা প্রত্যাহারের দাবি জানান।

আগরতলা ও সংলগ্ন এলাকার বহু মানুষ এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেন। মিছিল চলাকালীন বিভিন্ন স্লোগানও দেওয়া হয়।

বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম কমল

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (আইএএনএস)।। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলি (ওএমসি) শনিবার ১৯ কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম দেশের বিভিন্ন বড় শহরে ২০০ টাকারও বেশি কমানোর ঘোষণা করেছে। এর ফলে হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং বাণিজ্যিক এলপিজির উপর নির্ভরশীল অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি বড় স্বস্তি পেল। ১ আগস্ট থেকে কার্যকর হওয়া নতুন দামের তালিকা অনুযায়ী, দিল্লিতে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ২০২ টাকা এবং কলকাতায় ২০৯ টাকা কমানো হয়েছে। সংশোধিত দামে কলকাতায় একটি ১৯ কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের মূল্য দাঁড়িয়েছে ২,৮৭২.৫০ টাকা। তবে ১৪.২ কেজির গৃহস্থালি এলপিজি সিলিন্ডারের দামে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি। ফলে সাধারণ গৃহস্থ গ্রাহকদের জন্য এলপিজির দাম আগের মতোই বহাল থাকছে।

বিশ্ববাজারে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার জেরে জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হলেও সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে শক্তি বাজারে কিছুটা স্থিতিশীলতা আসায় এই মূল্যহ্রাসের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগে, গত ১ জুলাইও তেল বিপণন সংস্থাগুলি দেশের বিভিন্ন শহরে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম সর্বোচ্চ ১৮৩.৫০ টাকা পর্যন্ত কমিয়েছিল। তার আগে পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের কারণে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে স্বতন্ত্র স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ দ্রুত এগোচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগষ্ট ।। আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ (এজিএমসি) ও জিবিপি হাসপাতালকে উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম উৎকর্ষ চিকিৎসা শিক্ষা, গবেষণা এবং সুপার স্পেশালিটি স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রে পরিণত করতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে রাজ্য সরকার। চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা, গবেষণা এবং দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ত্রিপুরাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য।

আজ আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ (এজিএমসি) ও জিবিপি হাসপাতালের ২২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কেএলএস অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এক সময় ত্রিপুরায় সরকারি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়টিই ছিল অনেকের কাছে স্বপ্নের মতো। কিন্তু আজ এজিএমসি শুধু চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রেই নয়, চিকিৎসা শিক্ষা, গবেষণা এবং সুপার স্পেশালিটি পরিষেবার ক্ষেত্রেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান শুধু রোগ নিরাময়ের কেন্দ্র নয়, এটি মানবসেবা, জ্ঞানচর্চা, গবেষণা এবং মানবিক মূল্যবোধের এক অনন্য মিলনক্ষেত্র বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

১৫ আগষ্টের মধ্যে ঠিকাদারদের বকেয়া ৩০ কোটি টাকা মেটানোর আশ্বাস বিদ্যুৎমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগষ্ট ।। দীর্ঘদিনের বকেয়া বিল পরিশোধের দাবিকে সামনে রেখে শনিবার রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথের সঙ্গে বৈঠকে বসে টিইসিএল (ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড) কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। বৈঠকে বকেয়া প্রায় ৩০ কোটি টাকা পরিশোধের বিষয়ে ইতিবাচক আশ্বাস মেলায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে অ্যাসোসিয়েশন।

উল্লেখ্য, বকেয়া বিলের দাবিতে কয়েকদিন আগে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিদ্যুৎ পরিষেবার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বন্ধ রেখে আন্দোলনে নেমেছিলেন কন্ট্রাক্টররা। পরে বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথের আহ্বানে কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের পথে এগোনোর সিদ্ধান্ত নেয় অ্যাসোসিয়েশন। শনিবারের বৈঠকে কন্ট্রাক্টরদের দীর্ঘদিনের বকেয়া প্রায় ৩০ কোটি টাকা দ্রুত পরিশোধের বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে টিইসিএল কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সম্পাদক স্বপন দাস জানান, বিদ্যুৎমন্ত্রী আগামী ১৫ আগস্টের মধ্যেই বকেয়া অর্থ

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

কুয়ো থেকে উদ্ধার শিশুর মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ আগষ্ট ।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার উত্তর গোপালপুর গ্রামে কুয়ো থেকে ১২ দিনের এক নবজাতিকা কন্যার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আজ ভোরে ওই ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোক ও উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

মৃত নবজাতিকার নাম সুশ্মিতা দাস। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে বাজারিছড়া থানার

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক সংকটে স্কুল বয়কট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগষ্ট ।। দীর্ঘদিনের শিক্ষক সংকটের প্রতিবাদে শনিবার কার্যত স্কুল বয়কট করলেন অভিভাবকরা। উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর মহকুমার জম্পুই হিল ব্লকের মনপুই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এদিন ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে। ফলে বিদ্যালয় খোলা থাকলেও শ্রেণিকক্ষগুলো ছিল প্রায় সম্পূর্ণ ফাঁকা। ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক স্বল্পতার সমস্যায় ভুগছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষক রয়েছেন মাত্র চারজন। এত অল্পসংখ্যক শিক্ষক দিয়ে সমস্ত শ্রেণির পাঠদান পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না বলে অভিযোগ অভিভাবকদের। অভিভাবকদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের জন্য শিক্ষা দপ্তরের কাছে আবেদন জানিয়ে আসছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের পঠনপাঠন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদেই শনিবার এলাকার অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে প্রতীকীভাবে স্কুল বয়কট করেন। তাঁদের বক্তব্য, শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন। এলাকাবাসী ও অভিভাবকদের দাবি, ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার স্বার্থে অবিলম্বে মনপুই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করে স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে।

চিকিৎসক বদলি, প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগষ্ট ।। ফটিকরায় হাসপাতালে নেই পর্যাপ্ত চিকিৎসক। তার মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান তলানীতে গিয়ে ঠেকেছে। এরই মধ্যে একজন চিকিৎসক অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। এরই প্রতিবাদে আজ পথ অবরোধে সামিল হয়েছেন এলাকাবাসী। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে, যাত্রীরা চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

আইপিএল বেটিং চক্রে রাজ্যে

১.০৫ কোটি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগষ্ট ।। ত্রিপুরায় অবৈধ আইপিএল ও ক্রিকেট বেটিং চক্রের বিরুদ্ধে তদন্তে বড় পদক্ষেপ নিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ), ২০০২-এর আওতায় আগরতলা সাব-জোনাল অফিস প্রায় ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে বাজেয়াপ্ত করেছে।

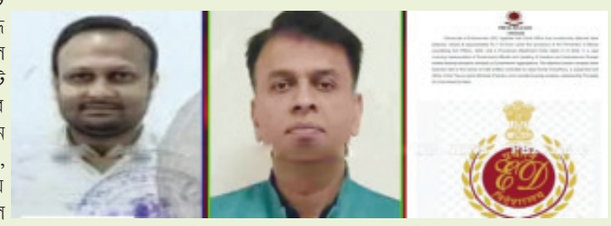

ইডি সূত্রে জানা গেছে, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং তাঁর স্ত্রীর নামে থাকা নয়টি স্থাবর সম্পত্তি এবং বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা অর্থ। ত্রিপুরা পুলিশের আমতলী থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং ত্রিপুরা গ্যাম্বলিং অ্যাক্ট, ১৯২৬-এর বিভিন্ন ধারায় প্রসেনজিৎ পাল ও লক্ষ্মণ পালের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআরের ভিত্তিতে ইডি পিএমএলএ-র অধীনে তদন্ত শুরু করে।

তদন্তে উঠে এসেছে, ২০২৩ সালের ১১ মে প্রসেনজিৎ পালের বাড়িতে ত্রিপুরা পুলিশের অভিযানে ৯৩ লক্ষ টাকা নগদ, একটি ল্যাপটপ, একাধিক মোবাইল ফোন, চারটি ডেবিট কার্ড এবং বেটিং লেনদেনের হিসাব-সংবলিত ১৭টি নোটবই উদ্ধার করা হয়েছিল।

ইডির তদন্তে অভিযোগ করা হয়েছে, প্রসেনজিৎ পাল তাঁর মামা লক্ষ্মণ

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ভুয়ো সরকারি সংস্থার নামে প্রতারণা

১.১২ কোটি টাকার ব্যাংক আমানত বাজেয়াপ্ত ইডির

আগরতলা, ১ আগস্ট (আইএএনএস)।। ত্রিপুরায় সরকারি আধিকারিকের পরিচয় ভুয়োভাবে ব্যবহার করে সরকারি সংস্থার আদলে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীদের প্রতারণার অভিযোগে অর্থপাচার মামলায় প্রায় ১.১২ কোটি টাকার ব্যাংক আমানত অস্থায়ীভাবে বাজেয়াপ্ত করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে।

ইডির আগরতলা সাব-জোনাল অফিস ২০২৬ সালের ৩১ জুলাই জারি করা প্রোভিশনাল অ্যাটাচমেন্ট অর্ডার-এর মাধ্যমে এই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। বাজেয়াপ্ত হওয়া সম্পদের মধ্যে রয়েছে অভিযুক্ত উৎপল কুমার চৌধুরী, ত্রিপুরা ক্যাডারের বরখাস্ত (সাসপেন্ডেড) আইএএস আধিকারিক অভিষেক চন্দ্র এবং একটি বেসরকারি আবাসন সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন শেল সংস্থাগুলির ব্যাংক হিসাবের অর্থ, যা অপরাধলব্ধ অর্থ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

অভিষেক চন্দ্র ত্রিপুরা সরকারের পরিকল্পনা (পরিসংখ্যান) দফতরের বিশেষ সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় উৎপল কুমার চৌধুরী এবং তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে প্রতারণা, জালিয়াতি, বিশ্বাসভঙ্গ ও সরকারি পরিচয় ভুয়োভাবে ব্যবহারসহ একাধিক এফআইআরের ভিত্তিতে অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ), ২০০২ অনুযায়ী তদন্ত শুরু করে ইডি।

তদন্তে জানা গিয়েছে, উৎপল কুমার চৌধুরী নিজেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিক হিসেবে পরিচয় দিতেন এবং সেই পরিচয়ে জাল পরিচয়পত্র তৈরি করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি ‘ডিরেক্টরেট অফ হায়ার এডুকেশন, ত্রিপুরা’ এবং ‘এম/এস ব্রিজ অ্যান্ড রুফ কোং’-এর মতো সরকারি দফতর ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সঙ্গে বিভ্রান্তিকর সাদৃশ্যপূর্ণ নামে একাধিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এছাড়া তিনি ‘চালতাখালি স্বামীজি সেবা সংঘ’ নামে একটি নিবন্ধিত ট্রাস্টেরও নিয়ন্ত্রণ অবৈধভাবে দখল করেন বলে অভিযোগ।

এই সংস্থাগুলির মাধ্যমে সরকারি টেন্ডার, মিড-ডে মিল

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 02-08-2026, 01:07

জাগরণ
আগরতলা ২ আগস্ট, ২০২৬ ইং
১৬ শ্রাবণ, রবিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সমুদ্রমন্থনে ভারত

ভারত তাহার নীল অর্থনীতি ও খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধির অংশ হিসাবে ‘সমুদ্রমন্থন’ বা ”ডিপ ওশান মিশন” বাস্তবায়ন করিতেছে। ভারতের তৈরি ”মৎস্য-৬০০০” নামের সাবমার্সিবল বা ডুবোজাহাজে করিয়া ৩ জন গবেষককে সমুদ্রের প্রায় ৬,০০০ মিটার অর্থাৎ ৬ কিলোমিটার গভীরে পাঠানো হইবে।সমুদ্রের তলদেশ থেকে নিকেল, কোবাল্ট, তামা ও ম্যাঙ্গানিজের মতো অত্যন্ত মূল্যবান পলিমেটালিক নোডিউল সংগ্রহ করা হইবে, যাহা ব্যাটারি ও আধুনিক ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তির জন্য অত্যন্ত জরুরি।আন্তর্জাতিক সমুদ্রতল কর্তৃপক্ষ ভারত মহাসাগরের সেন্ট্রাল ইন্ডিয়ান ওশান বেসিনে ভারতকে প্রায় ৭৫, ০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে।আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, জাপান ও ফ্রান্সের পর ভারত ষষ্ঠ দেশ হিসাবে গভীর সমুদ্রে মানবোচ্ছল বা মানুষসহ অভিযান পরিচালনাকারী দেশের তালিকায় যুক্ত হইতেছে।

পৌরাণিক গাথায় সমুদ্রমন্থনের কাহিনি, সেখান থেকে উঠিয়া আসা অমৃত কুম্ভ, সবই মানুষের জানা। শৈশবে এ দেশের শিশুরা বড়দের মুখে এই সমুদ্রমন্থনের কাহিনি শুনিয়া বড় হইয়াছে। এবার বাস্তবেই ভারতে সমুদ্রমন্থন হইতে চলিয়াছে। যে প্রকল্পের নামও সমুদ্রমন্থন দেওয়া হইয়াছে।

মধ্যপ্রাচ্যের অস্থির পরিস্থিতি বিশ্বজুড়িয়া জ্বালানির ক্ষেত্রে এক অচলাবস্থার কারণ হইয়াছে। ভারত হইল জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ।ফলে এখানে প্রচুর জ্বালানির দরকার। যাহার জন্য ভারতকে তাকিয়ে থাকিতে হয় আমদানির ওপর। সেই আমদানি নির্ভরতা কমাইতে চাইতেছে দেশ। তাই সমুদ্রমন্থন।সমুদ্রের তলায় খনন চালাইয়া সেখানে তেল পাওয়া গেলে তাহা তুলিয়া আনিতে চাইছে ভারত সরকার। এ নিয়ে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দিয়া দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা।২০৩০-৩১ অর্থবর্ষের মধ্যে সমুদ্রের তলদেশে এই তেল ও গ্যাস খোঁজার জন্য খননকার্যে ৮৪ হাজার ৮৪ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করিয়াছে সরকার। যে প্রকল্পের নাম দেওয়া হইয়াছে সমুদ্রমন্থন। অমৃতের জন্য নয়, তেল ও গ্যাসে দেশকে স্বনির্ভর করিয়া তুলিতে কার্যত সমুদ্রমন্থনই করিতে চলিয়াছে ভারত।ফলে এখানে প্রচুর জ্বালানির দরকার। যার জন্য ভারতকে তাকাইয়া থাকিতে হয় আমদানির ওপর। সেই আমদানি নির্ভরতা কমাইতে চাইছে দেশ। তাই সমুদ্রমন্থন।সমুদ্রের তলায় খনন চালাইয়া সেখানে তেল পাওয়া গেলে তাহা তুলিয়া আনিতে চাইছে ভারত সরকার। এ নিয়ে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দিয়া দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা।২০৩০-৩১ অর্থবর্ষের মধ্যে সমুদ্রের তলদেশে এই তেল ও গ্যাস খোঁজার জন্য খননকার্যে ৮৪ হাজার ৮৪ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করিয়াছে সরকার। যে প্রকল্পের নাম দেওয়া
হইয়াছে সমুদ্রমন্থন। অমৃতের জন্য নয়, তেল ও গ্যাসে দেশকে স্বনির্ভর করিয়া তুলিতে কার্যত সমুদ্রমন্থনই করিতে চলিয়াছে ভারত।এই প্রকল্প থেকে ভারতীয় সমুদ্রভাগে যদি তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ভান্ডারের সত্যিই খোঁজ পাওয়া যায়, তাহা হইলে দেশকে আগামী দিনে তেল ও গ্যাস আমদানির ওপর নির্ভর করিতে হইবেনা।যে কোনও দ্রুত উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে শক্তি উৎপাদন ও চাহিদা জরুরি। এই স্বনির্ভরতা তৈরি হইলে দেশের জন্য তাহা সদর্থক ভূমিকা নিবে। প্রসঙ্গত ভারতকে এখন বছরে ১৩ লক্ষ কোটি টাকার তেল আমদানি করিতে হয় বিদেশ থেকে।

রমেশ প্রাক্তনী ১৯৯০-৯২ ব্যাচের উদ্যোগে উদয়পুর রমেশ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবনির্মিত নার্সারি বিভাগের উদ্বোধন

উদয়পুর, ১ আগস্ট: রমেশ প্রাক্তনী ১৯৯০-৯২ ব্যাচের উদ্যোগে শনিবার উদয়পুর রমেশ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবনির্মিত নার্সারি বিভাগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া ফিতা কেটে এই বিভাগের উদ্বোধন করেন।

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন ও বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সম্পাদক শীতল চন্দ্র মজুমদার, মহকুমা শাসক ত্রিদীপ সরকার, বিদ্যালয়ের দুই বিভাগের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ চক্রবর্তী ও সঞ্জীব দত্ত, রমেশ প্রাক্তনী সংস্থার সভাপতি ত্রিদিব কান্তি দাসসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া বলেন, ২০১৮ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে শিক্ষার মানোন্নয়নে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়, পিএমশ্রী স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও নতুন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, নবনির্মিত নার্সারি বিভাগের মাধ্যমে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি আরও শক্তিশালী হবে। এখানে খেলাধুলাভিত্তিক শিক্ষাদান, সৃজনশীলতার বিকাশ এবং শিশুদের মানসিক উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক, প্রাক্তনী এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা বলেন, এই নার্সারি বিভাগ এলাকার শিশুদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

উল্লেখ্য, বিদ্যালয়ের এই নার্সারি বিভাগটি রমেশ প্রাক্তনী ১৯৯০-৯২ ব্যাচের অর্থায়ন ও উদ্যোগে নির্মিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রাক্তনীদের এই উদ্যোগকে সকলেই প্রশংসনীয় বলে অভিহিত করেছেন।

ছাঁটাই হওয়া কমিউনিটি হেলথ গার্ডের ভাতার দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ উত্তর চরিলামের অসহায় মহিলা

বিশালগড়, ১ আগস্ট: চাকরি হারিয়ে চরম আর্থিক সংকটে পড়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ভাতার আবেদন জানিয়েছেন ছাঁটাই হওয়া এক প্রাক্তন কমিউনিটি হেলথ গার্ড। শনিবার উত্তর চরিলামের বনকুমারী এলাকায় এই আবেদন জানান মায়া রানী দেবনাথ।

মায়া রানী দেবনাথের দাবি, কমিউনিটি হেলথ গার্ডের চাকরি থেকে ছাঁটাই হওয়ার পর তাঁর আয়ের কোনও স্থায়ী উৎস নেই। ফলে সংসার চালানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আর্থিক সহায়তা বা মাসিক ভাতা প্রদানের আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

তিনি বলেন, বর্তমান অবস্থায় জীবিকা নির্বাহ করা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুখ্যমন্ত্রী যেন বিষয়টি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা করেন, সেই আবেদন জানান তিনি।

ইতিহাসে যুদ্ধ ছাড়া কি কোনো যুগ ছিল

আসহাবিল ইয়ামিন

বর্তমানে পৃথিবীতে অন্তত ১৯টি বড় যুদ্ধ চলছে। তবে ছোট—বড় মিলিয়ে হিসাব করলে দেখা যায়, বিশ্বজুড়ে ৬০টির বেশি রাষ্ট্রভিত্তিক যুদ্ধ এবং ১২০টিরও বেশি সশস্ত্র সংঘাত চলছে। বর্তমানে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি বা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধগুলো ঘটছে মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা এবং পূর্ব ইউরোপে। এই তথ্য দেখে মনে হতে পারে, যুদ্ধ হয়তো মানুষের জীবনেরই অংশ। কিন্তু মানুষ কি কখনো যুদ্ধ ছাড়া শান্তিতে বাঁচতে পেরেছিল?

এর উত্তর নির্ভর করে যুদ্ধ বলতে আসলে কী বোঝাচ্ছে এর ওপর। যুদ্ধ বলতে যদি দুটি দেশের সরকার বা রাষ্ট্রের মধ্যে লড়াইকে বোঝায়, তবে উত্তর হলোহ্যাঁ। মানুষ যুদ্ধ ছাড়াও শান্তিতে ছিল। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ ইয়ান মরিস জানান, মানব ইতিহাসের প্রায় ৯৯ শতাংশ সময় কোনো সরকার বা রাষ্ট্রই ছিল না। ফলে তখন রাষ্ট্রীয় যুদ্ধও ছিল না। তবে মানুষে মানুষে মারামারি বা সহিংসতা কিন্তু সব যুগেই ছিল। প্রশ্নটি যদি হয়, মানুষ কি কখনো ঝগড়াবিবাদ বা সহিংসতা ছাড়া বাঁচতে পেরেছে? তবে উত্তর হবে, না।

শান্তিপূর্ণ প্রাগৈতিহাসিক যুগের ধারণা ২০২২ সালের একটি গবেষণায় দেখা যায়, মানব ইতিহাসের শুরুতে মানুষ যখন দল বেঁধে খাবার ও শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়াত, তখন যুদ্ধ ছিল খুব বিরল বা একেবারেই ছিল না। ইতিহাসের অধ্যাপক পিটার স্টার্নসও এই ধারণার সঙ্গে একমত। তিনি জানান, চাষবাস শুরু হওয়ার আগে আদিম মানুষের মধ্যে যুদ্ধ খুব কম বা একেবারেই ছিল না। এই ধারণা পাওয়া গেছে মাটির নিচে পাওয়া প্রাচীন মানুষের কঙ্কাল পরীক্ষা করে। বিশ্বজুড়ে প্রাচীন কঙ্কালের হাড় পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা যুদ্ধের আঘাতের চিহ্ন খুঁজেছেন। ধারালো কোনো অস্ত্রের আঘাত বা পিটিয়ে মারার পর গণকবরে পুঁতে রাখার প্রমাণ। তবে খ্রিষ্টপূর্ব ৮ হাজার সালের আগের হাড়গোড়ে এ ধরনের বড় কোনো আঘাতের চিহ্ন দেখা যায় না। মানুষ যখন এক জায়গায় স্থায়ীভাবে ঘরবাড়ি বানিয়ে থাকা শুরু করল, তখন থেকেই কঙ্কালে আঘাতের চিহ্ন বেশি মিলতে থাকে।

তবে তার মানে এই নয় যে আদিম মানুষের মধ্যে মারামারি একেবারেই ছিল না। কেনিয়ার নাটারুক নামের একটি জায়গায় ১০ হাজার বছর আগের ২৭টি কঙ্কাল পাওয়া গেছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সেগুলোকে আঘাত করে মারা হয়েছিল। গবেষকদের মতে, এটি আলাদা দুটি দলের মারামারির ফল। আবার সুদানের জেবেল সাহাবা নামের স্থানে ১৩ হাজার বছর পুরোনো একটি কবরস্থানেও দুটি দলের আক্রমণের শিকার হওয়া কঙ্কাল পাওয়া গেছে। তবে বিজ্ঞানীরা এসব মারামারিকে যুদ্ধ বলতে চান না। ইয়ান মরিস নামের এক গবেষক জানান, যুদ্ধ হতে হলে তা বড় কোনো দল বা সরকার চালিয়েছে এমন হতে হবে। কিংবা সেখানে বহু মানুষের প্রাণ যেতে হবে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে তো কোনো সরকার ছিল না, আর একেকটি দলে মানুষের সংখ্যাও ছিল খুব কম। তাই আধুনিক সংজ্ঞায় দেখলে, সেই যুগে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ বলে কিছু ছিল না। ইতিহাসবিদ ডেভিড ক্রিশ্চিয়ানও একই কথা বলেছেন। তাঁর মতে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে সমাজগুলো ছিল অনেক ছোট। তাই তখনকার ছোটখাটো লড়াইকে যুদ্ধ বলা যায় না। মানুষ সব যুগেই মারামারি করত, কিন্তু মানুষ যখন বড় বড় দল ও সমাজে ভাগ হতে শুরু করল, তখনই ছোটখাটো মারামারি রূপ নিল বড় যুদ্ধে।

প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মধ্যেও শান্তি

পৃথিবীতে বড় বড় রাজ্য তৈরি হওয়ার পর যুদ্ধ করা খুব সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তবে ইতিহাসজুড়ে শুধু যুদ্ধই নয়, কিছু ব্যতিক্রমী শান্তিপূর্ণ সময়ও ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ১৪০০ থেকে ১২০০ অব্দ পর্যন্ত প্রাচীন মিসর ও হিট্টাইট সাম্রাজ্য কোনো যুদ্ধ ছাড়াই শান্তিতে ছিল। দুই দেশের রাজারা মারামারি না করে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মেটাতেন। আবার রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যও ৩৮৭ থেকে ৫০১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ রেখেছিল। সে সময় তারা একে অপরকে শত্রু না ভেবে সমকক্ষ বন্ধু মনে করত। চীন আবার টাকা দিয়ে শান্তি বজায় রাখত। ১০০০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে চীনের সং রাজবংশ উত্তরের যুদ্ধপ্রিয় প্রতিবেশীদের টাকা বা উপহার দিয়ে শান্ত রাখত। এ ছাড়া ১৬০০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে চীন, কোরিয়া ও জাপানের মধ্যেও দীর্ঘ শান্তি বজায় ছিল। উত্তর আমেরিকায় আবার পাঁচটি আদিবাসী দল মিলে চুক্তি করে প্রায় ৩০০ বছর (১৪৫০ থেকে ১৭৭৭ সাল) শান্তিতে বসবাস করেছিল। দক্ষিণ আমেরিকাতেও ১৯৩৫ সালের পর থেকে দেশগুলোর মধ্যে বড় কোনো যুদ্ধ হয়নি। গবেষকদের মতে, ইতিহাসে যুদ্ধ বেশি হলেও এসব ঘটনা প্রমাণ করে, সব সময় যুদ্ধই একমাত্র পথ ছিল না, শান্তির সময়ও ছিল।

সূত্র: লাইভা সায়েন্স

অতৃপ্ত আত্মার প্রতিশোধ

অভিজিৎ রায়চৌধুরী

ঘটনাটি ২০১৮ সালের আগস্ট মাস, আমি তখন নিউ আলিপুরের Mendine Pharmaceuticals Pvt. Ltd. Medical Representative এর চাকুরী করতাম। বেলঘরিয়ার একটা ভাড়া বাড়িতে আমরা দুই বন্ধু আমি আর সুমন্ত একসাথেই থাকতাম এবং দু'জনই একই কোম্পানীতে চাকুরী করতাম। কোম্পানীর কাজের সারাদিনের খাটাখাটুনি পরিশ্রম তারপর সোজা বাড়ি এভাবেই দুই বন্ধুর একগুয়েমি ভাব চলে আসাতেই মনস্থির করলাম যে সাতদিনের ছুটি নিয়ে একটু দূরে কোথাও বেড়াতে যাবো তাতে মনটাও কিছুটা হালকা হবে দু'জনেরই। দু'জনের চটজলদী deceision আসামের কামরূপ কামাক্ষা মায়ের দর্শনে যাবো এবং সেই মতো কাঞ্চনজঙ্গা এক্সপ্রেস এর ২টি রিজার্ভেশন টিকিট ও করে নিয়েছিলাম আমি আর সুমন্ত। যতদূর মনে পড়ে সময়টা ছিল বর্ষাকাল। সারাদিনই ঝড়, তুফান, বৃষ্টি। কাঞ্চনজঙ্গা এক্সপ্রেস ছাড়ার নির্দিষ্ট সময়ের আধঘন্টা আগেই আমার দুই বন্ধুই শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছেগিয়েছিলাম। সিডিউল সময়ে বিকাল ৫টায় ট্রেনটি ৪নং প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়াছিল। বাইরে প্রচন্ড তুফানী হাওয়া বৃষ্টির মধ্যে আমি ও সুমন্ত যার যার সিটে বসে পড়েছিলাম। ট্রেনে ভ্রমণ এক আনন্দদায়ক, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায় যাত্রীদের ভীড়, কুলী হকারদের হাঁফভাব সবমিলিয়ে একটা ভিন্ন স্বাদানুভূতির আবহ তৈরী করে। হুইসেল বাঁজিয়ে প্ল্যাটফর্মে ট্রেইন আসার মুহুর্তটা দারুন রোমাঞ্চকর ছিল। ঘড়ির কাঁটায় ৫-৩০ মিনিট কাঞ্চনজঙ্গা এক্সপ্রেস ছেঁড়ে দিয়েছিল প্রথমে ৪/৫ মিনিট ধীরে ধীরে তারপর দ্রুতগতিতে ছুটল এক্সপ্রেস। প্রত্যেকজন যাত্রীই বেশ মজায় হাসি ঠাট্টায় গল্পগুজবে ব্যস্ত ছিল প্রথম থেকেই। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য, সহযাত্রীদের সাথে আলাপচারীতা আর ছুটন্ত ট্রেনে ছন্দময় শব্দ সব মিলিয়ে এক এক অপূর্ব অনুভূতির মুহুর্ত। এক্সপ্রেস খানি গৌহাটি জংশন পৌঁছেছিল হাওয়ার গতীতে। বাইরেও প্রচন্ড ঝড় তুফান চলছিলই সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হতেই খুব ঠান্ড অনুভব করছিলাম। শীতল হাওয়া বইয়ে যাবার কারনে। জানালাটি অর্ধেক বন্ধ করে সুমন্ত ও আমি তাস খেলায় মত্ত হয়ে ছিলাম। নৈহাটি জংশনে আমাদের এক্সপ্রেস খানি প্রায় ১০ মিনিট দাঁড়িয়েছিল। জানালা হতে হাত বাড়িয়ে হকার থেকে চা আর ঝালমুড়ি কিনে নিয়েছিলাম। ট্রেইন খানা চলছে প্রচন্ড ঝড়ের গতিতে আবারও। রাত বাড়ার সাথে সাথে Pantry Car হতে রাতের খাবার চলে এসেছিল। রাত তখন ১০টা হবে, সবই যাত্রীগণ খাবার দাবার সেরে যার যার বার্থে উঠে পরেছিল শোবার উদ্দেশ্যে। আমাদের কম্পাটমেন্ট এর সবগুলি লাইট প্রায় নেভানো ছিল। সকলেই নিদ্রাচ্ছন্ন, তখন রাত ১টার কাছাকাছি হবে। হঠাৎ গৌহাটি হয়ে শিয়ালদহগামী একখানা দ্রুতগামী এক্সপ্রেসে যেতে কারনে আমাদের কাঞ্চনজঙ্গা এক্সপ্রেসটি আবার ও ১০ মিনিট দাঁড়িয়েছিল। ঐখানায় কোন স্টেশন না থাকার কারনে খুব ভয়ও লাগছিল কারন বাইরে এতোটাই অন্ধকার, দূরে দূরে শিয়ালের আর্ত চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। দুইদিকেই ঘন জঙ্গল আর ঝিঁঝি পোকার শব্দ। জানালাটা একটু ফাঁক করেই প্রত্যক্ষ করছিলাম ঐ অনুভব। আচমকাই একটা শীতল ঠান্ডা বাতাসের ফাঁলি এঁটে বসা আমার ডান কাঁধের পাশ দিয়ে। নিমেষেই আমার বুকটা ছাঁত করে উঠলো ভয়ে। দেখতে গেলাম কালো চাদরে সারাটা শরীর মোরানো, মুখ ভর্তী সাদা দাঁড়ি কপালে লম্বা লাল তীলক। বড় বড় চোখ করা একজন সাধু বেশে লোক কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎই ঘুমন্তর সিটে এসে বসল। সাথে একজন বৃদ্ধা মহিলা সাদা কাপড়ে অস্পষ্ট স্বরে বিরবির করে ঠোঁট নেরে কী জানি বলেই যাচ্ছেন। কম্পার্টমেন্টের এবগুলি দরজাই বন্ধ ছিল। কোথা থেকে এলো এরা ভাবতেই আমার সারাটা শরীর ভয়ে ভাঁর হয়ে আসছিল। আমার সামনেই সুমন্ত বসা ছিল। কোথায় সে, হঠাৎ তারপর দেখি দরজার কাছেই একজন যাত্রীর সাথে কথা বলছে সুমন্ত। দরজা বন্ধ অবস্থায় without Reservation কোথায় থেকে এলো এই সাধুবাবা ও সাথে ঐ মহিলা। মুখে কোন শব্দ নেই তাদের, ভয়ানক এক একজনের চেহারা। আর হালকা একটা কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম পুরো কম্পার্টমেন্ট জুড়ে। আমি আর সুমন্ত ভয়ে একেবারে ধরাশায়ী। এদিকে ঐ গভীর রাতে প্রবল গতিতে আমাদের ট্রেন খানা। একটু বাদে আবারও একটা হালকা বাতাসের ফাঁলি আমার ঘারের পেছনটা দাবরিয়ে চলছিল। আমি আর সুমন্ত দু'জনই উপরের বার্থে ছিলাম। এরপর সাধু বাবাটি কম্পার্টমেন্ট এর মাঝপথ ধরে হাঁটছিল। সবাই গভীর নিদ্রায় মগ্ন একমাত্র আমি আর সুমন্ত জেগে ছিলাম।

সাধুবাবা আমাদের সামনে বিরক্তিভাবে তাকিয়ে কর্কশ স্বরে বলে উঠল, আমাদের সমন্ধে বেশী কিছু জানার ও বোঝার চেষ্টা করোনা, আমরা এখানেই থাকি। সাবধানে থেকো, নয়ত বেঘোরে মারা পড়বে তোমরা। ঐ মহিলা ভেতর থেকে অনবরত, ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ হালকা স্বরে শোনা যাচ্ছিল। আমি কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম একদম, যে অন্য যাত্রীদের কিছু বলবো। দু'জনেই এতোটাই ধরাশায়ী ভয়ে যে অনুভবে মৃতযম শরীর বন্ধনরত বান কাজ করছিল আমার ও সুমন্তের চারিদিকে। দু'জনেই বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম কয়েক ঘণ্টার জন্য। ততক্ষনে আমাদের বুঝতে বাকী নেই যে আমরা ভৌতিক বাতাবরণে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। সারাটা রাত্র কীভাবে যে আমাদের কাঞ্চনজঙ্গা ট্রেইনটি এক এক করে নিউ আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ঢুকছে তা অনুভব করতে পারিনি ঐ ভয়ার্থ অবস্থার জন্য। পরের দিন ভোরে যখন আমাদের ট্রেনটি কোচবিহার স্টেশনে থামল তখন আমি আর সুমন্ত কোনক্রমে ভয়ে ভয়ে বার্থ থেকে নেমে দমবন্ধকর অবস্থায় বাইরে আসি। পরক্ষনেই ঐ সাধুবাব আর ঐ মহিলাকে ধারে কাছ একদমই দেখতে পাচ্ছিলাম না। কোচবিহার স্টেশনে ১৫ (পনের) মিনিট দাঁড়াবে জেনে আমি আর সুমন্ত ঐ সাধুবাবকে খুঁজতে শুরু করলাম। সুমন্তের অবশ্য রহস্য উদঘাটনের প্রবণতা বেড়েই গেলো এবার এদিক ওদিক খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম আমি ও সুমন্ত। খোঁজতে খোঁজতে ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। কোথাও দেখা যাচ্ছে না ঐ সাধুবাব ও মহিলাকে। কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেলো কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। আমাদের ট্রেনটি ছেড়ে দেবে তা আমাদের মাথায় কাজ করছিলনা একদম। অনেকটাই দূর চলে এসেছিলাম প্ল্যাটফম হতে। তারপর আমরা দৌড়িয়ে আসতে শুরু করলাম ট্রেন খানা ধীরে ধীরে গতি বাড়িয়ে ছুটতে লাগল। বহু চেষ্টা করেও আর ধরতে পারিনি কাঞ্চনজঙ্গা এক্সপ্রেসটিকে প্রবল গতিতে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে ছুটে গেল। এদিকে তমুল বৃষ্টি আর সাথে মেঘের গর্জন হঠাৎ হঠাৎ জোর দমকহাওয়া বাইরে। দু'জনেরই সারা শরীর একদম ভিজে গেছিল বৃষ্টিতে। অনবরত শিয়ালের আর্ত চিৎকারে আমরা একেবারেই ভীত সন্ত্রস্থ ও অসহায় অবস্থা। পুরো এলাকাই জনমানবহীন আবার আমার সারা রাত সেদিন শুধুমাত্র যৎসামান্য মোবাইল এর আলোটাই সম্বল। দু'জনার হাত ধরে রেল ট্র্যাক দিয়ে হাঁটছিলাম ভয়ার্থ মনে। মানসিক ভাবে চূড়ান্ত অসহায়তার মাঝে একটু আশা নিয়ে দু'বন্ধুই এগোচ্ছিলাম যদি

কাছাকাছি কোন আশ্রয় স্থান পাই নিকটে। ঘন ঝোপ, জঙ্গল, বাদুর, চামচিকির উৎপাতের ভয়ে দেহ ও মন অবশ হয়ে যাচ্ছিল আমাদের। দু'জনারই মনে "রাখে হরি মারে কে"? ভাবনা নিয়ে ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলাম। শরীর ছমছম করছিল আমাদের। হঠাৎই বামদিকের জঙ্গলের ফাঁকে একটা পুরানো বিল্ডিং এর ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেল সুমন্ত, তার মোবাইল এর ফ্ল্যাস লাইটে ধরা পড়ল যেটা। এভাবে আরও কিছুটা এগুতেই বুঝতে পারলাম যে এটি একটি পুরানো স্টেশনের অফিস রুম এর ধ্বংসাবশেষ। চতুর্দিকটা যেন শ্মশানের নিস্তব্দতায় অশরীরী আত্মার আতঙ্ক বিরাজ করছে।

কী বিভৎস চেহেরা বিল্ডিংটার। দেওয়াল ফেন্টে বটের শাখা প্রশাখা বের করা। সর্বত্রই মাকড়শার জাল, বাদুরের উপদ্রব আর চামচিকির দৌড়ঝাপ, ভাঙ্গা চেয়ার টেবিল পড়ে আছে সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অন্ধকার, আলোহীন, জনমানবহীন, পরিত্যক্ত, কী সাংঘাতিক বিভৎস পরিবেশ। পরক্ষনেই অনুভব করলাম একটা উৎকট গোড়া শ্বশানসম ঘ্রান ভেসে বেড়াচ্ছিল ধ্বংসাবশেষ এর চতুর্দিকে। যতই কাছাকাছি আসছিলাম দু'জন বুঝতে পেরেছিলাম যে, এখানেইই কোন অশুভ আত্মা বা ভূতের বাস হবেই। পুরো নিস্তব্ধ, অদৃশ্য কারও একটা উপস্থিতি অনুভব করতে পারছিলাম আমরা। ভাঙ্গা দরজার কাছাকাছি আসতেই একটা তীক্ষ্ণ আলো হঠাৎই আমার চোখে এসে পড়েছিল। ভয়ে দু'জনার হাত ধরে দরজার কাছে এসেই যা দেখলাম, তা অসহ্যকর, হালকা আলোতে মোমবাতি হাতে, বাতাসে নিভে যাওয়ার মতন অস্পষ্ট এক সাধুবাবা কেউ একজন ডানদিকের চেয়ারে বসা। গম্ভীর কর্কশ ফাঁটা ফাঁটা স্বরে ভেসে আসছে ভীষণ বিপদ হবে তোমাদের, কেন এসেছো এখানটায়। এখনও সময় আছে, চলে যাও বলছি। এতো রাত্রে এখানে কেন এসেছো তোমরা। বেঁঘোরে মারা পড়বে সবাই। অল্প আলোয় যেই মাত্র মুখ খানা লক্ষ্য করলাম, অবিকল ঐ সাধুবাবর মুখখানা। যাকে ট্রেনে আমাদের ভয়ের কারন ছিল। তার ঠিক পেছনটাকে মুন্ডহীন সাদা কাড়ে ছিটিয়ে ছিটিয়ে রক্তের দাগ দেহে, মহিলার স্বরে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কান্নায় শব্দে বলছে, আর বেশী সময় এখানে থেকো না, সাবধান। চলে যাও এই অঞ্চল ছেড়ে।

সবাই চলে গেছে এখান থেকে। বাড়ীতে বাড়ীতে তালা ঝুলছে এখানে। এই পরিত্যক্ত ঘরে আমরাই থাকি। আর কেউ থাকতে পারে না এখানটায়। এখনও ভোর হতে কয়েকঘন্টা বাকি। চলে যাও তোমারা নচেৎ এই ভুলের মাসুল তোমাদের দিতেই হবে রক্তের বিনিময়ে। অসহ্য, চলে যাও তোমরা। তখনই পরিত্যক্ত ভয়ানক বাতাবরণের অশরীরি ভীতি আর আতঙ্কে পড়ে আমি আর সুমন্ত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। পরের দিন ভোরে যখন আমাদের জ্ঞান থেকে চোখ মেলে দেখি আমরা ঐ পরিত্যক্ত ঘরের বারান্দায় এক কোণে আর সত্তরোর্ধ বয়সের কাছাকাছি এক বৃদ্ধ মহিলা বসে আছেন আমাদের সামনে। ঐ বৃদ্ধমহিলাই আমাদের চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়েছিলেন, আমাদের স্বাভাবিক করার জন্য। ঐ মহিলার সুশ্রষায় আমরা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠি। ঐ পরিত্যক্ত ঘর হতে কিছুটা দুরে একটা ভাঙ্গা বেরার ঘরে ঐমহিলার আশ্রয়স্থল। আমি ঐ বৃদ্ধমহিলাকে এক এক রে সাধুবাবার ঐ কাহিনী যা ট্রেনে ঘটেছিল এবং গতরাত্রে ঐ পরিত্যক্ত ঘরে যা যা ঘটেছিল ঐ সমস্ত কাহিনী খুলে বলতেই তিনি কান্না করেছিলেন অবিরত এবং আমার ঐ কাহিনীর আড়াল যেই কারন তিনি নিমেষেই ঘর বুঝে গেছিলেন তখনই। ঐ বৃদ্ধমহিলাকে মা বলে সম্বোধন করেছিলাম। কারন তিনি যদি না থাকতেন তা হলে ঐ পরিত্যক্ত অফিস যে আমাদের যে কী অবস্থা হতো ঐ মহিলার সেবায়ই আমরা ঐ অপমৃত্যুর আত্মদের থেকে বেঁচে ফিরে এসেছিলাম হয়তবা আমরাও ঐ পরিত্যক্ত অফিস ঘরের চারপাশের অতৃপ্ত অস্থির আত্মাদের তান্ডবের স্বীকার হয়ে যেতাম সেদিন।

ঐ বৃদ্ধা মাই আমাদের আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগেকার এক সুখী দম্পতি ও তাদের এক সন্তান যারা কিনা ঐ অফিস ঘরের নিকটেই কোয়ার্টারে থাকতো। ঐ বৃদ্ধামাই আমাদের বলেছেন, আজ থেকে ৩০ বছর আগেকার সেই গাঁয়ে কাঁটা দেয় রোমহর্ষক ঐ দম্পতির মৃত্যু কাহিনী। খুব সুন্দর সুখের একটা সংসার ছিল ঐ দম্পতির। একটা পুত্র সন্তানও ছিল যাকে ঐ বৃদ্ধামহিলাই আদর যত্নে লালন পালন করেছেন। ঐ বৃদ্ধামহিলাই দম্পতির সংসারে পরিচারীকার কাজ করতেন। ঐ পুত্র সন্তানটি পরে কী হয়েছে তিনি বলতে পারেন নি। তবে রাত ১১টার পর ঐ অফিস ও পরিত্যক্ত চত্বর কেন এমন হয়ে যায় তারই কাহিনী বলেছেন ঐ বৃদ্ধা মা। তিনি ঘরই জানতেন ও যে ঐ সাধুবাবা আর ঐ ফুঁপিয়ে কান্না করা ঐ মুন্ডহীন মহিলার স্বর, আসলে এরা কারা, এর নেপথ্যে কাছের অতৃপ্ত আত্মার ঐ ভয়ানক করুন কাহিনী। ৩০ বছর আগে ঐ স্টেশনে, অফিস চত্বর সবই চালু ছিল। লোক্যাল ট্রেন হতে এক্সপ্রেস সবই চলতো ঐ স্টেশন ধরে। অফিস ঘরের নিকটেই একটা ভাঙ্গা বেরার ঘরে আজও ঐ বৃদ্ধা মা বসবাস করেন। তিনি ঐ স্থান ছেড়ে কোথাও যাননি। ঐ অঞ্চলের সবাই অন্যত্র চলে গেছে। দরজা তালা লাগিয়ে ঐ অতৃপ্ত আত্মাদের ভয়ে। সেই এক করুণ মর্মান্তিক রোমহর্ষক ভয়ানক রাত। একজন হেড স্টেশন মাষ্টার ছিলনে যার নিয়ন্ত্রণ এ পুরো স্টেশনের ডিউটি চলতো। উনার স্ত্রী ছিলনে ঐ স্টেশনের অ্যাসিস্টেন্ট মাষ্টার। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছিল অগাধ প্রেম। আর বড়ই সুখের সংসার তাদের এক পুত্র সন্তান সহ।

সেই ভয়ানক রাত। ঐ বৃদ্ধা মহিলার চোখের সামনে ঘটেছিল ঐ ঘটনা। রাত তখন ১১টা। মুষলধারে ঝড় তুফান চলছিল আচমকাই একটি সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস signal এর সমস্যায় ছিল। প্রচন্ড গতিতে আসছিল এক্সপ্রেস খানা ঠিক একই সময় দিদিমণি ডিউটি শেষ করে ট্র্যাক পার হয়ে কোয়ার্টার এর দিকে আসছিলেন। প্রচন্ড গতিতে চলমান এক্সপ্রেসটি দিদিমণিকে পিষে দিয়ে চলে গেছিল। দিদিমণির মৃত্যু দাদাবাবু সহ্য করতে পারেন নি। ডিউটি, খাওয়া, দাওয়া সব ছেড়ে একলা বসে থাকতেন কোন কথাই বলতেন না কারো সাথে। তার ৬দিন পর দাদাবাবুও ঐ অফিস ঘরে ফাঁসিতে ঝুলে পড়েন। রাত তখন ১১টা হবে। দাদাবু ও দিদিমণির এই করুণ মর্মান্তিক মৃত্যুর পর আরও ৪/৫ জন ঐ অফিস ঘরেই ঠিক রাত ১১টায় কেউ বিষ পান করে কেউ ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছিলেন। দাদাবাবু ও দিদিমণির অতৃপ্ত আত্মার অস্বাভাবিক তান্ডব। দিনদিন যায় কাউকেই ছাড়েনি ওই অতৃপ্ত আত্মারা। অস্বাভাবিক তান্ডব আরও বেরে যেতে থাকে। আত্মাদের আক্রমণের ভয়ে পুরো এলাকাবাসী দরজায় তালা ঝুলিয়ে অন্যত্র চলে গেছে বহু আগে। আর তাই ঐ স্টেশনে ভৌতিক ধ্বংসাবশেষ রূপে পরে আছে। রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট থেকে পুরো এলাকা বহু আগেই সিল করে দেওয়া হয়েছিল। হোম, যজ্ঞ, মন্ত্রাচ্চারণ পুজো করানো হলেও ঐ আত্মাদের তাড়াতে পারেনি কেউই। আজও সারাদিন নিস্তব্দ ভয় ভয় কাজ করে পুরো এলাকায় আর রাত ১১টা বাজলেই শুরু হয়ে যায় ঐ দম্পত্তির অতৃপ্ত আত্মার প্রতিশোধের আগুন। ঐ বেদনাদায়ক রোমহর্ষক মৃত্যুর একমাত্র সাক্ষী ঐ বৃদ্ধা মা, যিনি ঐ পরিত্যক্ত স্টেশন এলাকায় আজও বাস করছেন। পুরো এলাকায় লোকজনহীন পরিত্যক্ত, প্রাচীণ ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন ঐ বৃদ্ধা মায়ের আদেশ অনুযায়ী সন্ধ্যের আগেই আমি আর সুমন্ত ঐ এলাকা পরিত্যাগ করি। সামান্য পায়ে হেঁটে রাস্তায় এসে একটা লোকালে পৌঁছি আমরা। সামান্য দূরত্বের লোকাল স্টেশনে পৌঁছে টিকেট কেটে গৌহাটি এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। আমি আর সুমন্ত এতটাই দুর্বল ও মুমূর্ষ অবস্থা হাঁটতেই পারছিলাম না। তিন ঘণ্টার **journey** করে গৌহাটি পৌছি এবং হোটেলে যাই। হালকা খাবার খেয়ে হোটেলে ঘুমিয়ে পড়ি আমরা। ঘুমের মাঝে ঘটে যাওয়া কাহিনীগুলো মনে পরে যেত আর আতঙ্কে লাফিয়ে উঠতাম সারাটা রাত। পরের দিন সকালে স্নান সেরে রওয়ানা হয়ে যাই কামাখ্যা মায়ের মন্দির দর্শনে। পথে চলতে চলতে ভয়ার্থ হয়ে যেতাম আমাদের সাথে ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর কাহিনীগুলো মনে পরে।

কামাক্ষ্যা মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করার পরই কিছুটা হলেও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি আমি আর সুমন্ত। দুই বন্ধুই পুরা সুস্থ অনুভব করি কিছুটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মন্দির প্রাঙ্গণে। এক এক অদ্ভূত ও অলৌকিক, সাক্ষাৎ মা কামাক্ষার কৃপা ও আশীর্বাদ। মাকে পুজো দিয়ে প্রণাম নিবেদন করে বিল। ‘মাগো রক্ষা করো আমাদের, বড়ই বিপদ হতে বেঁচে ফিরে এসেছি মা, শুধু তোমারই আশীর্বাদে’। মন্দিরে অনেকটা সময় অতিবাহিত করে সব ঘুরে দেখি। ফেরার সময় প্রণাম করে কামাক্ষা মায়ের কাছে ঐ দম্পতির অতৃপ্ত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। হোটেলে ফিরে আসার সময় মনে ভীতি ও দৈহিক দুর্বলতা আমাদের বাঁচিয়েছেন নচেৎ ঐ পরিত্যক্ত অফিস ঘর ও তার চারপাশের অতৃপ্ত অশুভ আত্মাদের তান্ডবের স্বীকার হয়ে যেতাম আমরাও। গৌহাটি থেকে ফিরে আসার সময় আমরা ট্রেন journey করিনি। ভাগ্যিস প্রাইভেট এজেন্সি হতে ২ খানা গৌহাটি থেকে কলকাতা বিমানের টিকেট পেয়ে গিয়েছিলাম তাও চড়া দামে। পরের দিন দুপুর তিনটার বিমানে। আমরা চলে এসেছিলাম নেতাজী সুভাষ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। সেখান থেকে টেক্সি করে সন্ধ্যে ৫টায় বেলঘরিয়ায় পৌঁছেছিলাম আমাদের ভাড়া বাড়ীতে। আজও আমাদের দু'জনেরই শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠে আতঙ্কে বিশেষ করে অধিক রাতে একা অন্ধকারে যখন মনে পড়ে যায় আমাদের সাথে ঘটে যাওয়া ঐ ভৌতিক কাহিনীগুলো। মনে হয় আমাদের পেছন পেছন কেউ তাড়া করছে। অপমৃত্যুর সেই অশুভ অতৃপ্ত আত্মারা, যারা জীবনে সম্পূর্ন অসুখী, অথবা জীবন অসম্পূর্ণ রেখেই দেহ ছেঁড়ে বিদায় নিয়েছে। তারাই অতৃপ্ত মনে ছটফট করে তান্ডব চালাতে থাকে। লোকালয় হতে দূরে, নির্জন মাঠ, বড় বড় পুকুরপার, পরিত্যক্ত অন্ধকার ঘর, তালগাছ, বটগাছ সংলগ্ন এলাকা ভাঙ্গা কুঁটি বিল্ডিং ঐ সমস্ত এলাকাই ঐ অশুভ অতৃপ্ত আত্মাদের বাস যা বিশাল ভয়ানক রূপ ধারন করে, কখনও কখনও দুর্বল জন মানসের হৃদয়ে। এই বিজ্ঞানের যুগে ঐ সমস্ত ঘটনার সত্যতা বহুমন বিতর্কিত। তবুও একটু হেলেও নারা দিয়ে যায় মানব মনের কোণে ভয়ানক রহস্য হিসাবে আজীবন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার থেকে শুরু হল বাড়ি বাড়ি জনগণনার কাজ। ছবি নিজস্ব

ভগওয়া, সাধুসন্ত ও ভগবান রামের অবমাননা জঘন্য অপরাধ: বাবা রামদেব

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (আইএএনএস): ভগওয়া (গেরুয়া), সাধুসন্ত, ভগবান রাম বা সনাতন ধর্মের ঐতিহ্যের কোনও অংশের অবমাননা অত্যন্ত আপত্তিকর এবং তা জঘন্য অপরাধের শামিল বলে মন্তব্য করেছেন যোগগুরু বাবা রামদেব। শুক্রবার সংসদ প্রাঙ্গণে নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদবের নেতৃত্বে অযোধ্যার রামমন্দিরের অনুদান আত্মসাতের অভিযোগ তুলে করা প্রতীকী বিক্ষোভের প্রতিক্রিয়ায় শনিবার এই মন্তব্য করেন তিনি। ওই বিক্ষোভে বিরোধী দলের একাধিক সাংসদ অংশ নেন এবং সংসদে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার দাবি তোলেন।

প্রতীকী প্রতিবাদে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী-সহ কয়েকজন সাংসদকে অনুদানের বাক্সে অর্থ রাখতে দেখা যায়। সেই সময় পাপ্পু যাদব প্রতীকীভাবে পুরোহিতের ভূমিকায় অভিনয় করে ওই অর্থ নিজের পকেটে রাখার অভিনয় করেন, যা রামমন্দিরের অনুদান আত্মসাতের অভিযোগকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল।

এই বিক্ষোভ প্রসঙ্গে আইএএনএস-কে বাবা রামদেব বলেন, 'ভগওয়া, সাধুসন্ত, ভগবান রাম কিংবা আমাদের সনাতন ঐতিহ্যের কোনও অংশকে অপমান করা অত্যন্ত আপত্তিকর এবং এটি জঘন্য অপরাধ।'

নীট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে হওয়া প্রতিবাদ এবং সেখানে অশালীন ভাষা ব্যবহারের প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, গালিগালাজ ভারতের সংস্কৃতি বা মূল্যবোধের অংশ নয়।

তিনি বলেন, 'আমাদের সন্তানদের গালিগালাজ শেখানো নয়, দক্ষ করে তোলা উচিত। তারা যেন মাদকাসক্ত, বিপথগামী বা ধ্বংসাত্মক মানসিকতার মানুষ না হয়ে গঠনমূলক চিন্তাভাবনার অধিকারী হয়। সমস্যাকেন্দ্রিক নয়, সমাধানকেন্দ্রিক মানসিকতা গড়ে তোলা প্রয়োজন। ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের যেমন জবাবদিহি করতে হবে, তেমনই নাগরিকদেরও নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে।'

বাবা রামদেব আরও বলেন, কোনও আন্দোলন যদি নৈরাজ্যের রূপ নেয়, তাহলে তার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

তাঁর কথায়, 'যে কোনও আন্দোলন নৈরাজ্যপূর্ণ হয়ে উঠলে তা কোনও ইতিবাচক ফল বয়ে আনে না। বরং আন্দোলন শেষ হওয়ার পর অংশগ্রহণকারীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই প্রতিবাদের নামে নৈরাজ্য বন্ধ হওয়া উচিত। কোনও কিছুর বিরোধিতা করতে হলে তা গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক পদ্ধতিতে এবং মানবিক মূল্যবোধ বজায় রেখেই করা উচিত। প্রতিটি আন্দোলনের লক্ষ্য হওয়া উচিত গঠনমূলক ফল অর্জন।'

লস্করের পুরনো কৌশলে ফের কাশ্মীরে হামলার আশঙ্কা, নিশানায় সাধারণ মানুষ: গোয়েন্দাদের দাবি

নয়াদিল্লি, ১ অগস্ট (আইএএনএস): জম্মু ও কাশ্মীরে গত ১০ দিনের মধ্যে অনন্তনাগ ও কুলগামে পরপর দুটি জঙ্গি হামলার পর নিরাপত্তা সংস্থাগুলির দাবি, লস্কর-ই-তইবা (জ্রষ্ট) ফের তাদের পুরনো কৌশলেই সাধারণ নাগরিকদের নিশানা করতে শুরু করেছে। তদন্তকারীদের মতে, এই হামলাগুলি লস্করের ছদ্ম সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ)-এর মাধ্যমে চালানো হয়েছে। একই সঙ্গে মূল সংগঠনের পরিচয় আড়াল করতে নতুন নতুন নামও সামনে আনা হচ্ছে।তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, অনন্তনাগ হামলার পর সামাজিক মাধ্যমে ইউনাইটেড লিবারেশন কাউন্সিল নামে একটি সংগঠন হামলার দায় স্বীকারের দাবি করলেও, তা আসলে নজর ঘোরানোর কৌশল। গোয়েন্দাদের মতে, এর নেপথ্যেও লস্কর-ই-তইবার হাত রয়েছে।

তদন্তে উঠে এসেছে, লতিফ নামে এক লস্কর জঙ্গির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সাম্প্রতিক হামলাগুলিতে। সে আগে লস্কর কমান্ডার জাকির গনাই-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে অনন্তনাগ, শোপিয়ান ও কুলগামে একাধিক হামলায় জড়িত ছিল। পরে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে জাকির গনাই নিহত হলেও লতিফ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।এক গোয়েন্দা আধিকারিকের দাবি, লতিফ এই হামলাগুলির মাধ্যমে উপত্যকায় লস্করের সক্রিয় উপস্থিতির বার্তা দিতে চাইছে। বর্তমানে সে আত্মগোপনে থেকে দক্ষিণ কাশ্মীর জুড়ে কম তীব্রতার 'হিট অ্যান্ড রান' হামলার পরিকল্পনা করছে। এর মাধ্যমে সংগঠনটি নতুন করে নিজেদের শক্তি বাড়ানোর পাশাপাশি জঙ্গি নিয়োগও বাড়াতে চাইছে।নিরাপত্তা সূত্রের দাবি, কুলগামের সাম্প্রতিক হামলায় পরিযায়ী শ্রমিকদের নিশানা করা হয়েছে। অতীতেও লস্কর অ-স্থানীয় বাসিন্দাদের লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে উপত্যকায় আতঙ্ক সৃষ্টি এবং তাঁদের এলাকা ছাড়তে বাধ্য করার চেষ্টা করেছিল। বর্তমান ঘটনাগুলিতেও সেই একই কৌশলের পুনরাবৃত্তি দেখা যাচ্ছে।গোয়েন্দাদের দাবি, কুলগাম হামলার দু''দিন আগেই জঙ্গি-সমর্থিত বিভিন্ন চ্যানেলে হুমকি বার্তা ও সম্ভাব্য টার্গেট তালিকা ছড়ানো হয়েছিল। ওই তালিকায় কাশ্মীরি পণ্ডিত, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম ছিল। নিরাপত্তা বাহিনীর মতে, কড়া নিরাপত্তায় সুরক্ষিত সেনা শিবির বা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় হামলা চালানো কঠিন হওয়ায় জঙ্গিরা এখন অপেক্ষাকৃত কম সুরক্ষিত এলাকায় সাধারণ মানুষকে লক্ষ্যবস্তু করছে।

তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, এই ধরনের হামলার জন্য লস্কর তাদের জঙ্গিদের একে-৪৭-এর বদলে পিস্তল ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছে। কারণ পিস্তল সহজে লুকিয়ে বহন করা যায় এবং নজর এড়ানোও সহজ। পাশাপাশি, কোনও অপরাধমূলক রেকর্ড নেইএমন ব্যক্তিদের নিয়োগের দিকেও জোর দেওয়া হচ্ছে। গোয়েন্দাদের মতে, এদের একবার হামলা চালিয়েই আড়ালে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, যাতে তদন্তকারীদের পক্ষে তাদের চিহ্নিত করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে।নিরাপত্তা সূত্রের মতে, সাধারণ নাগরিকদের পাশাপাশি নিরাপত্তা বাহিনীকেও লক্ষ্যবস্তু করছে লস্কর। অনন্তনাগ হামলায় অমরনাথ যাত্রার নিরাপত্তায় মোতায়েন ৩৫ বছর বয়সি হেড কনস্টেবল হুসেন নিহত হন। তিনি বুদগাম জেলার বাসিন্দা ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরেই কাশ্মীর পুলিশের সদস্য ও নিরাপত্তা বাহিনীতে কর্মরত স্থানীয় যুবকদের চাকরি ছেড়ে জঙ্গি সংগঠনে যোগ দেওয়ার হুমকি দিয়ে আসছে লস্কর। সেই হুমকি অগ্রাহ্য করে কর্মরত থাকা ব্যক্তিদের উপর হামলার ঘটনাও অতীতে ঘটেছে বলে নিরাপত্তা সংস্থার দাবি।

ত্রিপুরা সরকার

সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর

জেরিয়াট্রিক কেয়ারগিভার (Geriatric Caregiver) প্রশিক্ষণের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান

ত্রিপুরা সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে এবং অটল বায়ো অভ্যুদয় যোজনা (AVYAY) - এর আওতায় ৩ (তিন) মাসব্যাপী জেরিয়াট্রিক কেয়ারগিভার (Geriatric Caregiver) প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য যোগ্য প্রার্থীদের থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

এই প্রশিক্ষণ ভারত সরকারের National Institute of Social Defence (NSID)-এর অনুমোদিত প্রশিক্ষণ সংস্থার মাধ্যমে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার নরসিংগড়ে অনুষ্ঠিত হবে।

এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রবীণ নাগরিকদের পরিচর্যা, স্বাস্থ্যসেবা ও সহায়তামূলক সেবায় দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা এবং প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মসংস্থানের উপযোগী পেশাগত দক্ষতা অর্জনের সুযোগ প্রদান।

প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য

- প্রশিক্ষণের মেয়াদ ঃ ৩ (তিন) মাস (মোট ৫৪০ ঘণ্টা)
- মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ঃ ৫০ (পঞ্চাশ) জন।
- তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বাধ্যতামূলক হাসপাতালভিত্তিক On-the-Job Training (OJT) প্রদান করা হবে।
- প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্নকারী প্রশিক্ষণার্থীদের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী শংসাপত্র (Certificate) প্রদান করা হবে।
- প্রশির্ণার্থীদের কোনো প্রকার যাতায়াত ভাতা, থাকা-খাওয়ার ব্যয় বা স্টাইপেন্ড প্রদান করা হবে না।
- প্রশিক্ষণ চলাকালীন আবাসনের ব্যবস্থা প্রশিক্ষণার্থীদের নিজ দায়িত্বে করতে হবে।

যোগ্যতা

- আবেদনকারীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক এবং ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
- ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
- প্রবীণ নাগরিকদের সেবায় আগ্রহী এবং শারীরিকভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণে সক্ষম হতে হবে।
- বয়স ঃ ১৮ (আঠারো) বছর থেকে ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বছর।
- প্রয়োজনে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের জন্য সাক্ষাৎকার (Interview) গ্রহণ করা হতে পারে।

আবেদনপত্রের নমুনা

১। নাম
২। পিতা/স্বামীর নাম
৩। বর্তমান পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (পিন নম্বরসহ)
৪। স্থায়ী পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (পিন নম্বরসহ)
৫। নাগরিকত্ব
৬। ধর্ম
৭। শ্রেণি (তফশিলি জাতি/তফশিলি উপজাতি/ওবিসি/সাধারণ)
৮। শিক্ষাগত যোগ্যতা
৯। আধার নম্বর
১০। মোবাইল নম্বর

আবেদনকারীর পূর্ণ স্বাক্ষর

আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে

১। পূরণকৃত আবেদনপত্র।
২। শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্রের স্ব-প্রত্যয়িত প্রতিলিপি।
৩। বয়সের প্রমাণপত্রের স্ব-প্রত্যয়িত প্রতিলিপি।
৪। ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণপত্রের স্ব-প্রত্যয়িত প্রতিলিপি।
৫। ২ (দুই) কপি সাম্প্রতিক পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি।
৬। মোবাইল নম্বর।

-ঃ আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ঠিকানা ঃ-
জেলা সমাজ শিক্ষা পরিদর্শকের কার্যালয়
মেলারমাঠ (স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, আগরতলা শাখার বিপরীতে)
আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন - ৭৯৯০০১

আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ ১৮ আগস্ট, ২০২৬, অফিস চলাকালীন সময়ে।
অসম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ অথবা নির্ধারিত সময়ের পরে প্রাপ্ত আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

ICA/D/691/26

বিহারে ৯৭৬ কোটি টাকার মাল্টি ট্র্যাকিং প্রকল্পে অনুমোদন ভারতীয় রেলের

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (আইএএনএস): বিহারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে আরও গতি দিতে পূর্ব মধ্য রেলের (ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে) দানাপুর-ফতুহা ২৯ কিলোমিটার রেলপথে মাল্টিট্র্যাকিং প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে ভারতীয় রেল। ৯৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে বলে শনিবার রেল মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

রেল মন্ত্রকের মতে, এই অনুমোদনের মাধ্যমে ব্যস্ততম রেলপথগুলিতে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জ্বালানি ও শিল্প খাতের জন্য লজিস্টিক পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রকল্পটি পাটনা রেল করিডরের অন্যতম ব্যস্ত অংশে যানজট কমাবে এবং যাত্রী ও পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াবে। প্রকল্প চালু হওয়ার প্রথম বছরেই প্রতিদিন অতিরিক্ত ২২টি যাত্রীবাহী এবং ১৮টি পণ্যবাহী ট্রেন চালানোর সুযোগ তৈরি হবে। পাশাপাশি বছরে অতিরিক্ত ৫২ লক্ষ টন পণ্য পরিবহন সম্ভব হবে।

এই প্রকল্পটি দিল্লি---দীন দয়াল উপাধ্যায় জংশন---পাটনা---কিউল—ভাগলপুর—খানা—হাওড়া রুটে চার লাইন নির্মাণ উদ্যোগের অংশ। ভারতীয় রেল এই রুটকে এনার্জি, মিনারেল অ্যান্ড সিমেন্ট করিডর হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

রেল মন্ত্রকের দাবি, বক্সার জেলার চৌসায় নির্মীয়মাণ ২,১২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্যও এই রেলপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে, কারণ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির কাঁচামাল পরিবহণ মূলত রেলের উপর নির্ভর করবে।

অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় দানাপুর থেকে পাটনা পর্যন্ত তৃতীয় ও চতুর্থ রেললাইন, রাজেন্দ্র নগর থেকে পাটনা সাহিব পর্যন্ত তৃতীয় রেললাইন এবং পাটনা সাহিব থেকে ফতুহা পর্যন্ত তৃতীয় ও চতুর্থ রেললাইন নির্মাণ করা হবে। এর ফলে যানজট কমবে, ট্রেন চলাচলে বিলম্ব হ্রাস পাবে এবং পাটনা অঞ্চলে সময়ানুবর্তিতা আরও উন্নত হবে।

রেল মন্ত্রক জানিয়েছে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৬,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি রেলপথজুড়ে ১০০টি নতুন প্রকল্পের জন্য মোট ১.৫৩ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ অনুমোদন করেছে কেন্দ্র সরকার। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে যেখানে ৭২,৮৬৯ কোটি টাকার ৬৪টি প্রকল্পে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, সেখানে চলতি অর্থবর্ষে প্রকল্প অনুমোদনের সংখ্যা ৫৬ শতাংশ, রুট কভারেজ ১১৪ শতাংশেরও বেশি এবং আর্থিক বরাদ্দ ১১০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে বলে রেল মন্ত্রকের তথ্যপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

জৌনপুরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ আন্তঃজেলা দাগি অপরাধী, ধৃত সহযোগীও

জৌনপুর, ১ আগস্ট (আইএএনএস): উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর জেলার খুঠান থানা এলাকায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে এক আন্তঃজেলা দাগি অপরাধী গুলিবিদ্ধ হয়ে ধরা পড়েছে। একই অভিযানে তার এক সহযোগীকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশের দাবি, চলমান অপরাধবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে শুক্রবার খুঠান থানা পুলিশ যানবাহন তল্লাশি চালাচ্ছিল। সেই সময় সুইঠাখুর্দ খালের সেতুর কাছে মোটরসাইকেলে আসা দুই সন্দেহভাজন যুবককে থামানোর চেষ্টা করা হলে তারা পালানোর চেষ্টা করে এবং পুলিশের লক্ষ্য করে গুলি চালায়।

আত্মরক্ষার্থে পুলিশ পাল্টা গুলি চালালে এক অভিযুক্তের বাঁ পায়ে গুলি লাগে। ঘটনাস্থলেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। আহত অভিযুক্তের পরিচয় রিঙ্কু যাদব ওরফে ওমপ্রকাশ যাদব, জৌনপুর জেলার সরপাঠান এলাকার বাসিন্দা। তার সহযোগী সত্যম লোনা ওরফে লাল্লু, আম্বেদকর নগরের জলালপুর থানা এলাকার শাহপুর ফিরোজপুর গ্রামের বাসিন্দা, তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ অভিযুক্তদের কাছ থেকে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র, একটি তাজা কার্তুজ, একটি খালি কার্তুজ এবং একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে। আহত রিঙ্কু যাদবকে প্রথমে খুঠান কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।শাহগঞ্জের সার্কেল অফিসার গিরেন্দ্র সিং জানান, রিঙ্কু যাদব সরপাঠান থানার তালিকাভুক্ত দাগি অপরাধী। জৌনপুর, আজমগড়, আম্বেদকর নগর, সুলতানপুর, আমেঠি, প্রয়াগরাজ এবং অযোধ্যা-সহ একাধিক জেলায় তার বিরুদ্ধে তিন ডজনেরও বেশি ফৌজদারি মামলা রয়েছে। তার বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা, ছিনতাই, ডাকাতি, চুরি, গ্যাংস্টার আইন এবং অস্ত্র আইনে একাধিক মামলা রুজু রয়েছে।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, ধৃত সহযোগী সত্যম লোনার বিরুদ্ধেও একাধিক গুরুতর অপরাধমূলক মামলা রয়েছে। দু''জনের বিরুদ্ধেই প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৭ জুলাই উত্তরপ্রদেশ স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) আম্বেদকর নগরে এক সংঘর্ষে গ্যাংস্টার আসিফ আলিকে গুলি করে হত্যা করেছিল। পুলিশের দাবি, ঘেরাও করা হলে আসিফ গুলি চালালে পাল্টা অভিযানে তিনি নিহত হন।

ওড়িশায় বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধনের সময়সীমা বাড়াল নির্বাচন কমিশন, ১৯ আগস্ট পর্যন্ত দাবি-আপত্তি জমা দেওয়া যাবে

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (আইএএনএস): ওড়িশায় চলমান বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর) কর্মসূচির সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নতুন সূচি অনুযায়ী, ভোটাররা আগামী ১৯ আগস্ট পর্যন্ত দাবি ও আপত্তি জমা দিতে পারবেন।

৩১ জুলাই জারি করা নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ওড়িশার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) অনুরোধের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সংশোধিত সূচি অনুযায়ী, আগে ৫ আগস্ট পর্যন্ত দাবি ও আপত্তি জানানোর সুযোগ থাকলেও তা বাড়িয়ে ১৯ আগস্ট করা হয়েছে। একইসঙ্গে নোটিশ জারি, দাবি ও আপত্তির নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে।

সংশোধিত ভোটার তালিকার চূড়ান্ত প্রকাশ হবে আগামী ২১ সেপ্টেম্বর। নির্বাচন কমিশন ওড়িশা সরকারকে এই সংশোধিত সূচি রাজ্য গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করার পাশাপাশি কমিশনের নথিভুক্তির জন্য তিনটি কপি পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া সংশোধিত সূচি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কমিশন জানিয়েছে, ২০২৬ সালের ১৪ মে দেশের ১৯টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল। ওড়িশায় খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয় ৫ জুলাই এবং মূল সূচি অনুযায়ী ৫ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত দাবি ও আপত্তি জমা দেওয়ার সময় নির্ধারিত ছিল।তবে ওড়িশার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের আবেদনের ভিত্তিতে এবং নিবন্ধিত ভোটার বিধি, ১৯৬০-এর ১২ নম্বর বিধির ক্ষমতা প্রয়োগ করে নির্বাচন কমিশন এই সময়সীমা ১৯ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সংশোধন প্রক্রিয়ায় ১ জুলাইকে যোগ্যতার নির্ধারিত তারিখ হিসেবে ধরা হয়েছে।বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন কর্মসূচির আওতায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে যাচাই, পূর্ব-ভর্তি ফর্ম এবং বিদ্যমান ভোটার নথির পর্যালোচনার মাধ্যমে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হল মৃত, স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত, দ্বৈত এবং অ-নাগরিকদের নাম বাদ দিয়ে যোগ্য সব নাগরিকের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ২৭ অক্টোবর নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার দেশব্যাপী এই বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন কর্মসূচির ঘোষণা করেছিলেন। চলতি বছরের মে মাসে সুপ্রিম কোর্টও এই প্রক্রিয়ার বৈধতা বহাল রেখে জানায়, এটি জনপ্রতিনিধিত্ব আইন এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় তানজানিয়াকে ৮.৪ লক্ষ ডলারের অনুদান দিচ্ছে ভারত

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ১ আগস্ট (আইএএনএস): জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির বিরুদ্ধে আর্থিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তানজানিয়াকে ৮ লক্ষ ৪০ হাজার মার্কিন ডলারের (প্রায় ৮.৪ লক্ষ ডলার) অনুদান দিচ্ছে ভারত। রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী মিশন শুক্রবার এই তথ্য জানিয়েছে।

ভারতের স্থায়ী মিশন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, জলবায়ু-সম্পর্কিত দুর্যোগে জীবন ও জীবিকা রক্ষায় তানজানিয়া সরকারের এই প্রকল্পকে ভারত পূর্ণ সমর্থন করছে। তাদের মতে, এই উদ্যোগ জলবায়ুজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

তানজানিয়া সরকারের অনুরোধে দেওয়া এই অনুদান ইন্ডিয়া-ইউএন ডেভেলপমেন্ট ফান্ড-এর মাধ্যমে প্রদান করা হবে। ২০১৭ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের সহযোগিতায় ভারত ১৫ কোটি মার্কিন ডলারের এই তহবিল গঠন করেছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল গ্লোবাল সাউথভুক্ত উন্নয়নশীল দেশগুলিকে উন্নয়নমূলক সহায়তা প্রদান।

এই অনুদান তহবিলের কমনওয়েলথ উইন্ডো থেকে দেওয়া হবে, যা বিশেষভাবে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির জন্য বরাদ্দ।

ভারত-রাষ্ট্রপুঞ্জ উন্নয়ন তহবিলের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, অনুদানপ্রাপ্ত দেশ নিজেরাই ঠিক করে কোন প্রকল্পে অর্থ ব্যয় করবে এবং কীভাবে তা ব্যবহার করবে। অধিকাংশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচির ক্ষেত্রে যেখানে অনুদানদাতারাই ব্যয়ের ক্ষেত্র নির্ধারণ করেন, সেখানে এই তহবিলের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থাকে সংশ্লিষ্ট দেশের হাতে।

ভারতের স্থায়ী মিশন জানিয়েছে, এই প্রকল্পে তানজানিয়ার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ নেতৃত্ব দেবে। ফলে প্রকল্পটি দেশের অগ্রাধিকার ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবায়িত হবে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস দফতর (ইউএনডিআরআর)-এর সঙ্গে যৌথভাবে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে ভারত। এর লক্ষ্য তানজানিয়ার ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিস্ক ফাইন্যান্সিং ফ্রেমওয়ার্ক অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান ২০৩১ (এনডিআরএফএফআইপি)-কে শক্তিশালী করা।

পাঁচ বছরের এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং নিম্ন-আয়ের মানুষের মতো ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়গুলির আর্থিক প্রস্তুতি ও জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি করা।

'এনহ্যান্সিং ফিনান্সিয়াল রেজিলিয়েন্স থ্রু দ্য ক্লাইমেট ইনস্যুরেন্স অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (সিআইআরপি)' নামে পরিচিত এই প্রকল্পে দুর্যোগ-ঝুঁকি মোকাবিলার আর্থিক কাঠামোর ঘাটতি পূরণের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে।

তানজানিয়ার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মতে, ২০২৫-২৬ থেকে ২০৩০-৩১ পর্যন্ত জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি অর্থায়ন কাঠামোর লক্ষ্য হল দুর্যোগ মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধি, আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। একই সঙ্গে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রতিক্রিয়ামূলক পদ্ধতির পরিবর্তে আগাম আর্থিক প্রস্তুতির ওপর গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে দুর্যোগ ঝুঁকি অর্থায়নকে সংযুক্ত করাই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।

উমাকান্ত ময়দানে আয়োজিত 'অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটি'র দাবা প্রতিযোগিতা ও স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সভাধিপতি।

কুলগাম জঙ্গি হামলায় নিহতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা ওমর আবদুল্লার

শ্রীনগর, ১ আগস্ট (আইএএনএস): জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে জঙ্গি হামলায় নিহত দুই শ্রমিকের পরিবারকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। একইসঙ্গে তিনি এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে নিরীহ মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর দফতর সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে জানায়, কুলগামে দুই শ্রমিককে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী গভীরভাবে মর্মাহত। নিহতদের নিকটাত্মীয়দের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ১০ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিহতদের পরিবারকে অবিলম্বে ৬ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। অর্থাৎ, প্রতিটি পরিবার মোট ১৬ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাবে।

মুখ্যমন্ত্রী শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে আশ্বাস দিয়েছেন যে, এই কঠিন সময়ে রাজ্য সরকার তাঁদের পাশে রয়েছে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার সন্ধ্যায় কুলগাম জেলার কেল্লাম গ্রামে ইটভাটায় কর্মরত ছত্তীসগড়ের দুই শ্রমিককে লক্ষ্য করে জঙ্গিরা গুলি চালায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের অনন্তনাগ সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

আহতদের মধ্যে দীপক নামে এক শ্রমিক শুক্রবার রাতেই মারা যান। অপর শ্রমিক বোপিন্দরকে পরে শ্রীনগরের শের-ই-কাশ্মীর ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (স্কিমস)-এ স্থানান্তর করা হলেও শনিবার সকালে তিনিও মারা যান।

Page 3_5_7- JAGARAN1.pmd 2 02-08-2026, 01:17

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

টয়োটা কির্লোস্কার মোটর ভারতে অল-নিউ Hilux লঞ্চ করল

জুলাই, ২০২৬: টয়োটা কির্লোস্কার মোটর (TKM) আজ আইকনিক অল-নিউ Hilux লঞ্চের ঘোষণা করল, যা ভারতে তাদের SUV পোর্টফোলিওকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। টয়োটার ঐতিহ্যগত নির্ভরযোগ্যতা, সহনশীলতা এবং গুণমানের মূর্ত প্রতীক হিসেবে, নবম প্রজন্মের Hilux রুক্ষ স্থায়িত্ব এবং সর্বদা প্রস্তুত সক্ষমতাকে একত্রিত করে বহুমুখী পারফরম্যান্স দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। IMV প্ল্যাটফর্মের উপর ভিত্তি করে তৈরি অল-নিউ Hilux-কে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে এটি অসাধারণ সর্বাত্মক ব্যবহারযোগ্যতা প্রদান করে - যা ভারী কাজের জন্য অত্যন্ত টেকসই, আবার শহুরে ড্রাইভিংয়ের জন্য আরামদায়ক এবং হালকা অ্যাডভেঞ্চারের জন্য সক্ষম। এই নমনীয়তা 'সকলের জন্য গতিশীলতা' প্রদানের প্রতি টয়োটার প্রতিশ্রুতিকে আরও জোরদার করে, পাশাপাশি এর নির্ভরযোগ্যতার মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে আজীবন সম্পর্ককে আরও গভীর করে।

নতুন লঞ্চ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে টয়োটা কির্লোস্কার মোটরের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মিঃ মাসাকাজু ইয়োশিমুরা বলেন, 'টয়োটা কির্লোস্কার মোটরে, গ্রাহক-কেন্দ্রিকতা মানে আজ গ্রাহকদের কী প্রয়োজন তা বোঝা এবং আগামীকাল তারা কী আকাঙ্ক্ষা করবে তার জন্য প্রস্তুত থাকা। ভারতে প্রায় তিন দশক ধরে আমরা আমাদের গ্রাহকদের কথা শুনে, ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ করে এবং বিশ্বাস, গুণমান ও নির্ভরযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে গতিশীলতা সমাধান প্রদান করে ক্রমাগত বৃদ্ধি করছি।'

বন্যের জন্য তৈরি

'Tough & Agile' ধারণার অধীনে ডিজাইন করা অল-নিউ Hilux রুক্ষ শক্তি এবং গতিশীল চটপটেতাকে একটি আকর্ষণীয় নতুন রূপে একত্রিত করেছে। এর সাহসী সামনের অংশ 'Cyber Sumo' ধারণা থেকে অনুপ্রাণিত - সুমো কুস্তিতে আইকনিক যুদ্ধ-পূর্ব ভঙ্গি, যে ডিজাইন Hilux-এর মূল বৈশিষ্ট্য স্থিতিশীল, শক্তিশালী এবং দৃঢ় হওয়াকে তুলে ধরে।

নতুন ডিজাইনের সামনের বাম্পারে পিয়ানো ব্ল্যাক অ্যাকসেন্ট, ওয়েলকাম ফাংশন সহ LED হেডল্যাম্প, LED ফগ ল্যাম্প এবং স্বতন্ত্র দিনের আলোর লাইট এর সমসাময়িক, প্রিমিয়াম আবেদনকে বাড়িয়ে তোলে। অ্যালয় হুইল, অ্যারোডায়নামিক স্টেবিলাইজিং ফিন, বৈদ্যুতিকভাবে সামঞ্জস্যযোগ্য এবং ভাঁজযোগ্য ORVM– LED রিয়ার কম্বিনেশন ল্যাম্প এবং শার্ক-ফিন অ্যান্টেনা এর ভিজ্যুয়াল আবেদনকে আরও বাড়িয়ে তোলে, পাশাপাশি স্থিতিশীলতা এবং আধুনিক কার্যকারিতাও যোগ করে।

শক্তিশালী কিন্তু অনায়াস প্রমাণিত ২.৮-লিটার BS6 Phase ২ ডিজেল ইঞ্জিন, ১৫০ kW এবং ৫০০ Nm সহ, ৬-স্পিড অটোমেটিক ট্রান্সমিশনের সাথে যুক্ত হয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স এবং অসাধারণ নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করে। ৮০-লিটার ফুয়েল ট্যাঙ্কের সাথে এটি দীর্ঘ দূরত্বের সহনশীলতার জন্য তৈরি, যা হাইওয়ে, শহুরে রাস্তা এবং চ্যালেঞ্জিং ভূখণ্ডে উন্নত ড্রাইভেবিলিটি এবং পরিমার্জিত ত্বরণ প্রদান করে। বিভিন্ন চাহিদার জন্য ডিজাইন করা, অল-নিউ Hilux শক্তি এবং সহনশীলতার প্রতীক হয়ে চলেছে যা এটিকে একটি বিশ্বব্যাপী বেঞ্চমার্ক করে তুলেছে।

জিন্সে এই ছোট্ট পকেট কেন থাকে

আজকের দিনে জিন্স পরেন না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন, আর খেয়াল করলে দেখবেন সব জিন্সের ডান পকেটের ঠিক উপরেই থাকে ছোট্ট একটি "মিনি পকেট"। অনেকেই হয়তো মনে করেন এটি কেবলই ডিজাইনের সৌন্দর্য্য বাড়ানোর জন্য দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে এর পেছনে লুকিয়ে রয়েছে প্রায় ১৫০ বছরেরও পুরনো এক ইতিহাস। ১৮৭৩ সালে বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড "লেভি স্ট্রস" যখন প্রথম এই জিন্স প্যান্ট বাজারে আনে, তখন থেকেই এই ছোট্ট পকেটের সূত্রপাত ঘটেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে আজকের মতো কবজি ঘড়ি বা রিস্টওয়াচের রমরমা ছিল না, তখন পুরুষদের ফ্যাশন ও প্রয়োজনের মূল অঙ্গ ছিল পকেট ঘড়ি বা ''পকেট ওয়াচ''। কাউবয়, সোনার খনির শ্রমিক কিংবা ট্রেনের চালকরা সেই সময়ে চেইন দেওয়া এই পকেট ঘড়ি ব্যবহার করতেন এবং কাজের সময় ঘড়িটিকে সুরক্ষিত রাখাটাই ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। প্যান্টের সাধারণ পকেটে রাখলে অন্যান্য জিনিসপত্রের ঘষা লেগে ঘড়ির কাঁচ ভেঙে যাওয়ার বা স্ক্র্যাচ পড়ার ভয় থেকেই যেত।

সেই সমস্যার সমাধান করতেই লেভি স্ট্রস এবং দর্জি জ্যাকব ডেভিস জিন্সের ডানদিকের মূল পকেটের ওপর বিশেষ এই অতিরিক্ত পকেটটি সেলাই করে যুক্ত করেছিলেন। এই ছোট পকেটে ঘড়িটি ঠিকঠাক আটকে থাকত এবং নড়চড় হলেও তা কোনওভাবে পড়ে যাওয়া বা ভেঙে যাওয়ার সুযোগ থাকত না। সেই কারণেই তৎকালীন সেলাই সংক্রান্ত নথিপত্রে ও ফ্যাশনের ইতিহাসে এটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ''ওয়াচ পকেট নামেই অভিহিত করা হত।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের অভ্যাসেও বড় বদল এসেছে এবং উনবিংশ শতাব্দীর পকেট ঘড়ির জায়গা দখল করে নিয়েছে আধুনিক হাতের ঘড়ি ও ডিজিটাল ওয়াচ। সময়ের নিয়মে পকেট ঘড়ির ব্যবহার প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেলেও জিন্সের নকশা থেকে কিন্তু এই ''ওয়াচ পকেট'' বাদ পড়েনি। ফ্যাশন ডিজাইনারদের মতে, এটি এখন জিন্সের ক্লাসিক ও আইকনিক ভিজ্যুয়াল ডিজাইনের এক অন্যতম অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। পকেট ঘড়ির চল উঠলেও আজকের দিনে এই ক্ষুদ্র পকেটটি কিন্তু একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো নয়, বরং এটি নানাবিধ ছোটখাটো দরকারী কাজে ব্যবহৃত হয়। দৈনন্দিন জীবনে হঠাৎ প্রয়োজন হওয়া খুচরো কয়েন কিংবা বাস-ট্রেনের টিকিট রাখার জন্য এই পকেটটির তুলনা হয় না। আকারে ছোট ও বেশ আঁটসাঁট হওয়ার কারণে এখান থেকে কয়েন বা কাগজ গলে পড়ে গিয়ে হারিয়ে যাওয়ার কোনও ভয় থাকে না।

ডিজিটাল যুগে মানুষের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে নানা ধরণের টেকনোলজি আর তার সাথে বদলেছে এই ছোট পকেটের ব্যবহারের ধরণও। বর্তমানে অনেকেই পেনড্রাইভ, মেমোরি কার্ড কিংবা ওয়্যারলেস ইয়ারবাডসের মতো দামি প্রযুক্তিগত ছোট ছোট জিনিস নিরাপদ রাখতে এটি ব্যবহার করেন। এটি এতটাই টাইট যে হাঁটাচলা কিংবা দৌড়াদৌড়ি করলেও এই দরকারি জিনিসগুলো পকেটের ভেতরে একদম সুরক্ষিত থাকে। শুধু কয়েন বা গ্যাজেটই নয়, জরুরি মুহূর্তে কাজে লাগার মতো ছোট লাইটার, প্রয়োজনীয় ওষুধের স্ট্রিপ কিংবা চাবি রাখার জন্যও এটি একটি দারুণ জায়গা। বিশেষ করে রিং ছাড়া একটিমাত্র একক চাবি প্যান্টের বড় পকেটে রাখলে তা খুঁজে পেতে সমস্যা হয়, কিন্তু এই মিনি পকেটে রাখলে চোখের নিমেষেই তা হাতড়ে বের করে নেওয়া যায়। আবার অনেক ফ্যাশনপ্রেমী মানুষ এতে আঙুলের আংটিও সাময়িকভাবে খুলে নিরাপদে রেখে দেন। ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী এটি জিন্সের কেবল একটি সাধারণ পকেট নয়, বরং জিন্সের পাঁচটি মূল পকেটের মধ্যে একটি ১৮৭৩ সালের অফিশিয়াল ডিজাইনে সামনে দুটি বড় পকেট, পেছনে একটি পকেট এবং এই ছোট ওয়াচ পকেটসহ মোট চারটি পকেট ছিল, যা পরবর্তীতে পাঁচটি হয়। তাই পরের বার যখন জিন্স পরবেন, মনে রাখবেন পকেটের এই ছোট্ট অংশটি কেবল স্টাইল নয়, বয়ে চলেছে দেড়শো বছরের ঐতিহ্যের এক দারুণ নিদর্শন।

কাঁচা লঙ্কা ও শুকনো লঙ্কা কোনটি শরীরে কীভাবে কাজ করে

বাঙালি খাবারের সঙ্গে লঙ্কার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। ঝালপ্রেমী হোন বা না হোন, রান্নায় সামান্য লঙ্কার ছোঁয়া না থাকলে বাঙালির খাওয়া ঠিক জমে ওঠে না। তবে রান্নায় সাধারণত দু'ধরনের লঙ্কাই ব্যবহার করা হয় কাঁচা লঙ্কা এবং শুকনো লঙ্কা। কিন্তু শরীর সুস্থ রাখতে এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি বেশি উপকারী এবং কোনটি শরীরে কীভাবে প্রভাব ফেলে, তা কি আপনি জানেন? খাদ্য ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের মতে, এই দুই লঙ্কার গুণাগুণ ও শরীরের ওপর এদের প্রভাব সম্পূর্ণ আলাদা।

কাঁচা লঙ্কা কেবল খাবারের স্বাদ ও ঝাল বাড়ায় না, এটি পুষ্টিগুণেও ভরপুর। কাঁচা লঙ্কায় কাঁচা অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি৬ এবং আয়রন থাকে।

কাঁচা লঙ্কায় থাকা প্রচুর পরিমাণের ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরের অনাক্রম্যতা বা অ্যান্টি-বডি তৈরিতে সাহায্য করে, যা ঋতু পরিবর্তনের সর্দি-কাশি থেকে শরীরকে রক্ষা করে।

কাঁচা লঙ্কা খেলে মুখে লালা নিঃসরণ বাড়ে, যা খাবার সহজে হজম হতে সাহায্য করে। এর ডায়েটারি ফাইবার পরিপাকতন্ত্রকে সুস্থ রাখে। কাঁচা লঙ্কায় থাকা 'ক্যাপসাইসিন' নামক উপাদান শরীরের মেটাবলিজম বা বিপাক হার বৃদ্ধি করে। ফলে ক্যালরি দ্রুত বার্ন হয় এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য কাঁচা লঙ্কা বেশ উপকারী। এটি রক্তের শর্করার ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

কাঁচা লঙ্কা খেলে মস্তিষ্কে 'এন্ডোরফিন' নামক হরমোন নিঃসৃত হয়, যা স্ট্রেস কমায় এবং মন মেজাজ ভালো রাখতে সাহায্য করে। কাঁচা লঙ্কা শুকিয়েই তৈরি হয় শুকনো লঙ্কা। তবে শুকোনোর প্রক্রিয়ায় এর জলের পরিমাণ পুরোপুরি শুকিয়ে যায় এবং এর ভেতরের রাসায়নিক গঠনে কিছু পরিবর্তন আসে। শুকনো লঙ্কায় থাকা ক্যাপসাইসিনের মাত্রা অনেক বেশি ঘন হয়। এটি রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে এবং পেশির বা বাতের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। কমাতে এবং রক্ত জমাট বাঁধার ঝুঁকি হ্রাস করতে সাহায্য করতে পারে।

রান্নায় চমৎকার রঙ ও তীব্র সুবাস আনার ক্ষেত্রে শুকনো লঙ্কার জুড়ি মেলা ভার, যা খাওয়ার প্রতি আগ্রহ তৈরি করে। কী কী স্বাস্থ্য ঝুঁকি হতে পারে? পুষ্টিবিদদের মতে, কাঁচা লঙ্কার তুলনায় শুকনো লঙ্কা ব্যবহারে অতিরিক্ত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। অতিরিক্ত শুকনো লঙ্কা খেলে পাকস্থলীর ভেতরের দেয়ালে জ্বালাপোড়া হতে পারে। এর ফলে বুকজ্বালা, অম্বল, পেটে আলসার এবং গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা দেখা দিতে পারে। রোদে শুকোনোর ফলে কাঁচা লঙ্কায় থাকা সংবেদনশীল 'ভিটামিন সি' শুকনো লঙ্কায় প্রায় পুরোটাই নষ্ট হয়ে যায়।

বাজার থেকে কেনা গুঁড়ো শুকনো লঙ্কায় অনেক সময় কৃত্রিম রঙ বা ক্ষতিকারক কেমিক্যাল মেশানো থাকে, যা যকৃৎ ও কিডনির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, কাঁচা লঙ্কা নিঃসন্দেহে শুকনো লঙ্কার চেয়ে অনেক বেশি পুষ্টিকর ও নিরাপদ। নিয়মিত রান্নায় বা কাঁচা অবস্থায় কাঁচা লঙ্কা খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। অপরদিকে, স্বাদের জন্য শুকনো লঙ্কা বা তার গুঁড়ো মাঝেমধ্যে খাওয়া চললেও, প্রতিদিনের ডায়েটে তা এড়িয়ে চলাই শ্রেয় বিশেষ করে যাঁরা পেটের সমস্যা বা আলসারে ভুগছেন।

লাল পেঁয়াজ না সাদা পেঁয়াজ, কোনটার পুষ্টিগুণ বেশি

লাল পেঁয়াজ নাকি সাদা, বাজারের থলি হাতে নিয়ে এই দ্বিধায় পড়েননি, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। দুটোই তরকারির স্বাদ বাড়াতে সিদ্ধহস্ত, অথচ দেখতে আর স্বাদে একেবারে আলাদা। কিন্তু পুষ্টির লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কোনটা এগিয়ে? উত্তরটা কিন্তু কেবল স্বাদে লুকিয়ে নেই, লুকিয়ে আছে এদের ভেতরের বেশ কিছু চমকপ্রদ গুণে। প্রথমে আসা যাক আমাদের অতি পরিচিত লাল পেঁয়াজ-এর কথায়। এর গাঢ় রঙের পেছনে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা শরীরের ক্ষতিকর ফ্রি র‍্যাডিকেলের বিরুদ্ধে একাই লড়াই করতে পারে। লাল পেঁয়াজে মিলবে প্রচুর 'কোয়ারসেটিন' নামের এক বিশেষ ফ্ল্যাভোনয়েড। গবেষকদের মতে, এই উপাদানটি হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখার পাশাপাশি রক্তচাপ ও খারাপ কোলেস্টেরল কমায়। নিয়মিত লাল পেঁয়াজ খেলে মুখ, পাকস্থলী ও কোলন ক্যানসারের মতো বেশ কিছু ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়। এ ছাড়া এতে থাকা আয়রন শরীরের রক্তশূন্যতা দূর করতে দারুণ কাজ করে। অন্যদিকে, যাদের ঝাঁজালো গন্ধ একদম পছন্দ নয়, তাদের প্রথম পছন্দ সাদা পেঁয়াজ। স্বাদে কিছুটা মিষ্টি আর হালকা হওয়ায় স্যালাডে কাঁচা খাওয়ার জন্য এটি একদম সেরা। মজার বিষয় হল, কাঁচা খাওয়া যায় বলেই রান্নার তাপে এর পুষ্টি নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে না। ফলে শরীর সরাসরি পুরো অ্যান্টিঅক্সিডেন্টটাই শুষে নিতে পারে। তবে এর মূল ক্যারিশমা লুকিয়ে রয়েছে ওপরের পাতলা খোসার ঠিক নিচের স্তরগুলোতে, তাই খোসা ছাড়ানোর সময় বেশি স্তর ফেলে না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও সাদা পেঁয়াজের জুড়ি নেই, কারণ এতে ঠাসা রয়েছে ভিটামিন সি। মরসুম বদলের সময় সর্দি-কাশি বা শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ এড়াতে এটি বেশ কার্যকর। গর্ভবতী নারীদের জন্য সাদা পেঁয়াজকে একরকম আশীর্বাদ বলা চলে। এতে থাকা ফোলেট (বি ভিটামিন) গর্ভস্থ শিশুর মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের অস্বাভাবিকতা বা নিউরাল টিউব ডিফেক্ট রোধে বিশেষ ভূমিকা রাখে। মৃদু গন্ধের কারণে হবু মায়েদের অ্যাসিডিটি বা বমি ভাবের ভয়ও থাকে না।

তাহলে জয়ী কে? আসলে লাল ও সাদা, দুই পেঁয়াজেরই রয়েছে নিজস্ব গুনাগুণ। ক্যানসার প্রতিরোধ কিংবা হৃদযন্ত্র ভালো রাখতে লাল পেঁয়াজ সেরা হলে, হজমে সুবিধে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জোরদার করতে সাদা পেঁয়াজ বেশ এক ধাপ এগিয়ে। তাই থলিতে কোনটি রাখবেন, তা নির্ভর করছে আপনার শরীরের প্রয়োজনের ওপর!

কথা বলতে বলতে হঠাৎ খেই হারিয়ে ফেলেন বড় কোনও রোগের লক্ষণ নয় তো

ব্রেইন ফগ শব্দটা হয়তো আপনার কাছে নতুন লাগতে পারে, কিন্তু ঘটনাটা কিন্তু আমাদের অনেকের সাথেই রোজ ঘটে। ভাবুন তো, কাজের প্রয়োজনে অন্য ঘরে ঢুকলেন, কিন্তু সেখানে গিয়েই থমকে গেলেন, কেন এসেছিলেন যেন? কিংবা বন্ধুদের সাথে কথা বলতে বলতে হঠাৎ কথার খেই হারিয়ে ফেললেন? কাজের জায়গায় খুব সহজ একটা হিসেব মেলাতেও মাথা কাজ করছে না? সপ্তাহের শুরুতেই যদি এমন মাথা ফাঁকা ফাঁকা লাগে, তবে বুঝে নিন আপনি একা নন। এই সমস্যা হয় অনেকেরই। বিজ্ঞানীরা এই অবস্থাকেই সহজ ভাষায় বলেন 'ব্রেইন ফগ' বা মস্তিষ্কের ধোঁয়াশা। এটা কিন্তু নিজে কোনও রোগ নয়। সোজা কথায়, আপনার শরীর আর মন যখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন আপনার মস্তিষ্ক আপনাকে সিগন্যাল দেয় যে, "ভাই, আমি আর পারছি না, এবার একটু জিরিয়ে নাও!" কেন এমন হয়? দিনের পর দিন অতিরিক্ত মানসিক চাপ, ঘুম কম হওয়া, মেয়েদের বয়সের সাথে সাথে শরীরে নানা হরমোনের পরিবর্তন, কিংবা লং কোভিডের মতো শরীর দুর্বল করা অসুখের কারণে এমনটা হতে পারে। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত চিকিৎসক ডক্টর থারাকা বলছেন, সামান্য কিছু নিয়ম মানলেই এই সমস্যা কেটে যাবে।

কী কী নিয়ম মেনে চলবেন? ১. নিজেকে দোষ দেবেন না: হুট করে কিছু ভুলে গেলে নিজেকে অপদার্থ ভাববেন না। মনকে বলুন, আপনি অসুস্থ বা ব্যর্থ নন, আপনার ব্রেন শুধু একটু ক্লান্ত। দরকার হলে কাজের গতি কমান, অন্যদের সাহায্য নিন। ২. কাজের একটা নির্দিষ্ট রুটিন বানান: প্রতিদিন সকালে উঠে ''আজ কী করব?'', এই চিন্তা করতেই মাথার অনেকটা শক্তি খরচ হয়ে যায়। তাই আগের দিনই ঠিক করে রাখুন পরদিনের কাজ। ৩. কাজের ফাঁকে ৫ মিনিটের ব্রেক দিন: একটানা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করবেন না। একটা কাজ শেষ করে অন্য কাজ শুরু করার মাঝে ৫ থেকে ১০ মিনিটের বিরতি নিন। একটু হেঁটে আসুন, হাত-পা টানটান করুন বা চোখ বন্ধ করে বসে থাকুন। ৪. সব কথা মাথায় রাখবেন না: কাল কী কেনাকাটা করবেন বা কাকে ফোন করবেন, সব মাথায় জমা করে রাখলে মাথা তো জ্যাম হবেই! খাতা বা মোবাইলের নোটে লিখে রাখুন।

স্রোত

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

জীবন সত্যিই বড় বিচিত্র। এক বাক্যে নদীর স্রোতের মতো। নদী যেরূপ কখন কোন দিকে বাঁক নেয়, ঠিক তেমনি মানুষের জীবনও কখন কোন দিকে পরিবর্তিত হয় কেউ বুঝতেই পারে না। স্রোত বইছে, মানুষের জীবন এগোচ্ছে। মাঝ নদীতে কখনো যেমন মাঝিও তার নৌকা সামলাতে বেগ পায়, তেমনই জীবনের ভেলাতেও কখনো পথিক পথভ্রষ্ট হয় নাবিক দিকভ্রষ্ট হয়। কিন্তু আবার সব ঝড়-ঝাপটা সামলিয়ে নিয়ে জীবন পথের পথিকের মত সামনের পথ পাড়ি দিতে হয়। এগিয়ে চলার অপর নামই তো জীবন।

নদীর নীরবতা মাঝির নৌকাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া একপ্রকার জীবন যুদ্ধের শামিল। কারণ জীবন তো আর থেমে থাকে না। এই যুদ্ধ যে সে যুদ্ধ নয় বেশিরভাগটাই নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই। শিকারির চোখ যেমন শিকারের দিকে থাকে, শকুনের চোখ যেরূপ ভাগাড়ের দিকে থাকে, মাঝির নজরও ঠিক থাকে নদীর দিকে। নদীর খেয়ালী স্রোতে যেন নৌকা ভেসে না যায় মাঝি সেই যুদ্ধটাই চালিয়ে যায়। ঘাট থেকে নৌকা ছেড়ে কখন যে মাঝ নদীতে পৌঁছে গেছে, মাঝির সেই হুশই থাকে না। কখনো ঢেউ আসে ঝড়-ঝাপটা আসে নৌকা বেসামাল হয়ে যায়, মাঝি দাঁড় টেনে আবার নৌকা স্থির করায়। মাঝ নদীতে নৌকা নিয়ে মাঝি কখনো কখনো আনমনে ভাবতে থাকে অন্যান্যদের মতো তাদের জীবন সহজ নয় কেন ? রুটি রুজি পেটের টানে কেনই বা তাদের শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সব ঝড়-ঝাপটা উপেক্ষা করে জোয়ার ভাটার লীলা খেলার মধ্যেই শুধুমাত্র পেটের টানে নৌকা নিয়ে বেরোতে হয়। ঝাপটা অতঃপর ঝাপটা। তারপরে নিজের মনেই বলতে থাকে, জীবনে যদি ঝড়-ঝাপটা না থাকে কিছু অ্যাডভেঞ্চার না থাকে তাহলে আর সে কিসের জীবন ! পড়ে যাওয়ার মধ্য দিয়েও স্রোতের টানে এগিয়ে গিয়ে এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে গিয়ে জীবনের ভিত তৈরি করাই তো আসল চালনাশক্তি। স্রোত আসবে স্রোত যাবে, চকমকি পাথরের মত জ্বলে উঠতে হবে।

বিমানের জানলা কেন বাসের মত চৌকো হয় না

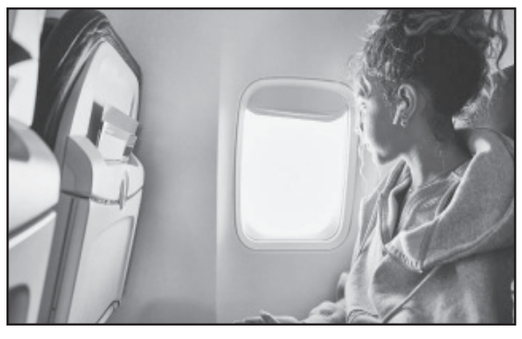

আকাশে ওড়ার সময় জানলা দিয়ে মেঘ দেখতে কার না ভালো লাগে! কিন্তু কখনও কি খেয়াল করেছেন, সমস্ত প্লেনের জানলাই গোল বা ডিম্বাকৃতি কেন হয়? ঘরের মতো কিংবা বাসের মতো চারকোনা জানলা বিমানে ব্যবহার করা হয় না কেন?

শুনতে অবাক লাগলেও, ১৯৫০-এর দশকে কিন্তু বিমানের জানলা চারকোনা বা চারটে কোণযুক্তই হত। তখন প্লেনগুলো অনেক কম উচ্চতায় এবং কম গতিতে উড়ত, ফলে ভেতরের বাতাস এবং বাইরের বাতাসের চাপের খুব একটা পার্থক্য হত না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জ্বালানি বাঁচাতে এবং গতি বাড়াতে বিমানগুলো অনেক বেশি উচ্চতায় উড়তে শুরু করল। এত উঁচুতে বাতাসের চাপ অত্যন্তকমে যায়, যার ফলে বিমানের ভেতরের যাত্রীদের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য কেবিন প্রেশারাইজ করা বা কৃত্রিম চাপ তৈরি করা বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে।

কেবিনের ভেতরের এই বাড়তি চাপ বিমানের কাঠামোর ওপর ক্রমাগত ধাক্কা দিতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে চারকোনা জানলা থাকলে, সবচেয়ে বেশি চাপ গিয়ে পড়ে জানলার ওই ৪টি তীক্ষ্ণ কোণের ওপর। বৈজ্ঞানিক ভাষায় একে বলা হয় ''স্ট্রেস কনসেন্ট্রে শন''। ১৯৫৩ এবং ১৯৫৪ সালে ঘটে যায় পৃথিবীর প্রথম কমার্শিয়াল জেনারেট বিমান ''ডি হ্যাভিল্যান্ড কমেট''-এর পরপর মারাত্মক কিছু দুর্ঘটনা। মাঝ আকাশে আচমকাই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় বিমানগুলো! তদন্তে যে সত্য সামনে আসে, তা শিউরে ওঠার মতো। তদন্তকারীরা দেখেন, চারকোনা জানলার তীক্ষ্ণ কোণগুলোতে কেবিনের চাপের কারণে ধাতুর গায়ে সূক্ষ্ম ফাটল ধরেছিল। প্রতিটা উড্ডয়নে বাতাসে কেবিন ফুলে ওঠা এবং নেমে আসার ফলে সেই ফাটলগুলো বড় হয়ে জানলা ভেঙে পুরো বিমান ধ্বংস করে দিয়েছিল। এই বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার পর ইঞ্জিনিয়াররা বিমানের জানলার ডিজাইনে বিশাল পরিবর্তন আনেন। জানলাগুলোকে চারকোনোর বদলে গোল বা ডিম্বাকৃতি করা হয়, যাতে চাপের তীব্রতা এক জায়গায় আটকে না থেকে পুরো জানলার ফ্রেমে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বৃত্তাকার বা কার্ভ ডিজাইনের কারণে জানলার ওপর কোনও দুর্বল বিন্দু বা ''স্ট্রেস পয়েন্ট'' তৈরি হতে পারে না। তাই স্রেফ নান্দনিক সৌন্দর্যের জন্য নয়, বরং মাঝ আকাশে যাত্রা নিরাপদ যাত্রা সুনিশ্চিত করতেই জানলার এই গোল নকশা অনন্য ভূমিকা পালন করে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্রকল্পের ফলে এখন ছোট শহর এবং সাধারণ পরিবারের মানুষও বিমানযাত্রার সুযোগ পাচ্ছেন। সম্প্রতি উড়ান প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় চালু হয়েছে, যেখানে আঞ্চলিক বিমান যোগাযোগ সম্প্রসারণে ২৯ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে।তিনি আরও জানান, সম্প্রতি কাশীতে 'হাব-অ্যান্ড-স্পোক' বিমানবন্দর মডেল চালু হয়েছে এবং এখন সেই মডেল অমৃতসরেও কার্যকর করা হয়েছে, যার মাধ্যমে অমৃতসরকে ২৫টিরও বেশি আন্তর্জাতিক গন্তব্যের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, আগে নতুন বিমানবন্দরগুলির নামকরণ একটি নির্দিষ্ট পরিবারের সদস্যদের নামে করা হতো, কিন্তু এনডিএ সরকার সেই প্রথা বদলেছে।'বিনিয়োগই কর্মসংস্থানের ভিত্তি' এই মন্ত্রে কেন্দ্র সরকার কাজ করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলিকেও বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হচ্ছে।তিনি বলেন, বিশ্ব অর্থনীতিতে কোনও অঞ্চলকে প্রবৃদ্ধির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে শক্তিশালী পরিকাঠামো ও একটি পূর্ণাঙ্গ ইকোসিস্টেম প্রয়োজন। অন্ধ্রপ্রদেশে সেই পরিবেশই তৈরি করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, চন্দ্রবাবু নাইডুর নিরলস প্রচেষ্টার ফলে বিশ্বের বহু বড় সংস্থা এখন অন্ধ্রপ্রদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী।উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশের উন্নয়নের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানান, বিশাখাপত্তনম থেকে কৃষ্ণপত্তনম পর্যন্ত বিদ্যমান বন্দরগুলিকে আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি মুলাপেটা ও রামায়াপত্তনমে নতুন বন্দর নির্মাণের কাজ চলছে, যাতে উপকূলীয় অর্থনৈতিক করিডর গড়ে তোলা যায়।তিনি আরও বলেন, রাজ্যে দ্রুত হাইওয়ে ও এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের কাজ এগোচ্ছে। বিশাখাপত্তনম-রায়পুর এক্সপ্রেসওয়ের মতো প্রকল্প এই অঞ্চলের উন্নয়নে নতুন গতি আনবে। এছাড়া দেশের শিল্পাঞ্চলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ আরও মজবুত করতে অন্ধ্রপ্রদেশে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার রেল প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী জানান, সেমিকন্ডাক্টরের পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) পরিকাঠামো ও ডেটা সেন্টার গড়ে তোলার কাজও চলছে। তিনি বলেন, গুগল অন্ধ্রপ্রদেশে ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগে একটি এআই ও ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ক্যাম্পাস গড়ার ঘোষণা করেছে। এর ফলে রাজ্যের পাশাপাশি দেশের যুবসমাজও ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে। তিনি বলেন, পিএম গতিশক্তি ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যান-এর মাধ্যমে রেল, বন্দর এবং বিমানবন্দরগুলিকে একত্রিত করে আধুনিক লজিস্টিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। এতে শিল্প, কৃষি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য আরও গতিশীল হবে।অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে ১৩ হাজারেরও বেশি আদিবাসী মহিলা ঐতিহ্যবাহী 'ধিমসা' নৃত্য পরিবেশন করেন। তাঁদের উৎসাহ, শৃঙ্খলা এবং আদিবাসী সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী।এদিনের অনুষ্ঠানে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল এস. আবদুল নাজির, গোয়ার রাজ্যপাল অশোক গজপতি রাজু, মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু, উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ, কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী কে. রাম মোহন নাইডু-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

ইডি

● প্রথম পাতার পর

পাল এবং আরও কয়েকজন সহযোগীর সঙ্গে মিলে আইপিএল ও অন্যান্য ক্রিকেট ম্যাচকে কেন্দ্র করে একটি সংগঠিত অবৈধ বেটিং চক্র পরিচালনা করতেন। এফআইআরে সহ-অভিযুক্ত লক্ষ্মণ পালের বিরুদ্ধে প্রসেনজিৎ পালকে এই কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করা এবং তাঁকে গ্রেফতার এড়াতে সাহায্য করার অভিযোগ রয়েছে।তদন্তে আরও জানা গেছে, লক্ষ্মণ পাল তাঁর স্ত্রী ঝুমা দে পালের নামে পরিচালিত একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বিপুল অঙ্কের নগদ অর্থ জমা করেন এবং পশ্চিম ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় একাধিক স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করেন। ইডির দাবি, এসব সম্পদের বৈধ আয়ের কোনও নথিভুক্ত উৎস তদন্তে পাওয়া যায়নি।বর্তমান বাজেয়াপ্তির মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা ও কলকাতায় অবস্থিত কৃষিজমি ও আবাসিক জমিসহ মোট নয়টি স্থাবর সম্পত্তি এবং বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের অর্থ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।উল্লেখ্য, এই মামলায় এটি ইডির দ্বিতীয় অস্থায়ী বাজেয়াপ্তির নির্দেশ। এর আগে চলতি বছরের ১৬ মার্চ প্রসেনজিৎ পাল এবং তাঁর মায়ের নামে থাকা সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।ইডি জানিয়েছে, বর্তমান ও পূর্ববর্তী বাজেয়াপ্তির ফলে এই মামলায় নগদ অর্থ, স্থাবর সম্পত্তি এবং ব্যাংক জমাসহ মোট প্রায় ২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার অপরাধলব্ধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মামলার তদন্ত এখনও অব্যাহত রয়েছে।

আমানত বাজেয়াপ্ত ইডির

● প্রথম পাতার পর

সরবরাহের চুক্তি এবং রাবার ব্যবসায় লাভের প্রলোভন দেখিয়ে বহু ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়। তদন্তে উঠে এসেছে, ওই অর্থ বিভিন্ন শেল সংস্থার মাধ্যমে ঘুরিয়ে পরে নগদে তুলে বণ্টন করা হতো।ইডি আরও জানিয়েছে, অপরাধলব্ধ অর্থের একটি বড় অংশ বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে স্থাবর সম্পত্তি, যানবাহন এবং অন্যান্য সম্পদ কেনার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, যা অভিযুক্ত ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে রয়েছে।তদন্তে আরও দাবি করা হয়েছে, বর্তমানে বরখাস্ত থাকা আইএএস আধিকারিক অভিষেক চন্দ্র উৎপল কুমার চৌধুরী ও তাঁর সহযোগীদের কাছ থেকে অপরাধলব্ধ অর্থ সরাসরি নিজের ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে এবং পরোক্ষভাবে একটি বেসরকারি আবাসন সংস্থার মাধ্যমে নিজের নামে ফ্ল্যাট বুকিংয়ের অর্থ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।
ইডি জানিয়েছে, এই নতুন বাজেয়াপ্তির ফলে মামলায় দুটি পৃথক প্রোভিশনাল অ্যাটাচমেন্ট অর্ডারের মাধ্যমে মোট বাজেয়াপ্ত সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১.৬৩ কোটি টাকা। ঘটনায় তদন্ত এখনও চলছে।

সিলিন্ডারের দাম কমল

● প্রথম পাতার পর

আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম বাড়ায় বাণিজ্যিক এলপিজির দাম একাধিকবার বৃদ্ধি পেয়েছিল।জ্বালানির সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় সম্প্রতি কেন্দ্র সরকার বাণিজ্যিক ও শিল্পক্ষেত্রে এলপিজি সরবরাহের ওপর আরোপিত কিছু বিধিনিষেধও শিথিল করেছে। আগে যেসব গ্রাহকের বরাদ্দ স্থগিত রাখা হয়েছিল, তাঁদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ সরবরাহ পুনরায় চালু করা হয়েছে।এছাড়া যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে গৃহস্থালি এলপিজির সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকার অত্যাবশ্যক পণ্য আইন অনুযায়ী সি৩-সি৪ গ্যাস প্রবাহকে শুধুমাত্র এলপিজি উৎপাদনে ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিল। একইসঙ্গে বাণিজ্যিক ও শিল্পক্ষেত্রের এলপিজি গ্রাহকদের তথ্য সংরক্ষণ করে সরবরাহ ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর করার নির্দেশও তেল বিপণন সংস্থাগুলিকে দেওয়া হয়েছিল।

জনতার

● প্রথম পাতার পর

এলাকাবাসীদের অভিযোগ, ফটিকরায় হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার বেহাল দশা। ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসক রয়েছে ডা. মৃন্ময় চাকমার। তাঁকেও বদলির বিজ্ঞাপ্তি জারি করা হয়। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিষেবা প্রদান করে আসছেন। এর ফলে এলাকাবাসীরা স্বাস্থ্য পরিষেবা পাচ্ছে না। স্থানীয়দের দাবি, হাসপাতালটি এমনিতেই বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। তার মধ্যে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একজন চিকিৎসককে বদলি করে দেওয়া হচ্ছে অন্যত্র। এর ফলে গ্রামের মানুষ বিপাকে পড়বেন বলে জানিয়েছেন তারা। গ্রামের যেকোনো বাসিন্দা অসুস্থ হলে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। এখানে যদি ডাক্তার না থাকে তাহলে চরম অসুবিধায় পড়তে হবে প্রত্যেকেই। তাই কোনোভাবেই ওই চিকিৎসককে বদলি করা যাবে না বলে এদিন বিক্ষোভ দেখিয়েছেন এলাকাবাসীরা। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গেছেন পুলিশ বাহীনি। পুলিশ অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন এবং পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধ প্রত্যাহার করেন তাঁরা।

বিদ্যুৎমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

পরিশোধের আশ্বাস দিয়েছেন।
তিনি আরও জানান, বৈঠক শেষে বিদ্যুৎমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের (এমডি) সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।
মন্ত্রীর এই আশ্বাসকে স্বাগত জানিয়ে টিইসিএল কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশন আশা প্রকাশ করেছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ হলে বিদ্যুৎ পরিষেবা সংক্রান্ত উন্নয়নমূলক ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ পুনরায় স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যাবে এবং ঠিকাদারদের দীর্ঘদিনের আর্থিক সংকটও অনেকাংশে দূর হবে।

ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী ছাত্রদের ক্ষমা করেছেন: বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (আইএএনএস): যন্তর মন্তরে সাম্প্রতিক বিক্ষোভে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে অশালীন ভাষা ব্যবহার করা ছাত্রদের ক্ষমা করার সিদ্ধান্তকে মানবিক নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রনায়কোচিত দৃষ্টান্ত বলে প্রশংসা করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। একইসঙ্গে দলের নেতারা দাবি করেছেন, রাজনৈতিক প্রতিবাদের ক্ষেত্রে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যেখানে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন, সেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রতিশোধের বদলে ছাত্রদের সঠিক পথ দেখানোর আহ্বান জানিয়েছেন।
শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর সরকারি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে প্রকাশিত একটি ভিডিও বার্তায় যন্তর মন্তরের বিক্ষোভের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, কিছু 'বিপথগামী' তরুণ তাঁর এবং তাঁর প্রয়াত মায়ের বিরুদ্ধে এমন ভাষা ব্যবহার করেছে, যা কোনও সভ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে তিনি তাঁদের ক্ষমা করতে চান এবং সমাজকেও তাঁদের সংশোধনের সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান।
প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বিজেপির মুখপাত্র প্রতুল শাহদেও বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হৃদয় অসাধারণ বড়। যন্তর মন্তরে কিছু যুবক শুধু তাঁকেই নয়, তাঁর প্রয়াত মাকেও অশালীন ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। তবুও তিনি তাঁদের 'আমাদের সন্তান' বলে উল্লেখ করে ক্ষমা করেছেন এবং গালিগালাজের পথ ছেড়ে দেশগঠনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এমন আহ্বান একজন প্রকৃত রাষ্ট্রনায়কই জানাতে পারেন।"
ইন্দিরা গান্ধীর আমলের সঙ্গে তুলনা টেনে শাহদেও বলেন, "তাঁর সময়েও আন্দোলন হয়েছিল, কিন্তু তার জবাবে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। অন্যদিকে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদের ক্ষমা করে তাঁদের সঠিক পথ দেখিয়েছেন। এজন্য আমরা গর্বিত।"
বিজেপির আরেক মুখপাত্র শাহনওয়াজ হুসেন বলেন, "প্রধানমন্ত্রী গতকাল শুধু দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, অভিভাবকের ভূমিকায় কথা বলেছেন। তাঁর প্রয়াত মাকে অপমান করা হলেও তিনি বড় মনের পরিচয় দিয়ে ছাত্রদের ক্ষমা করেছেন। এই বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি হওয়া উচিত নয়।"
বিহার বিজেপির সভাপতি সঞ্জয় সারাওগি বলেন, ছাত্র আন্দোলনের সময় গোটা দেশ অশালীন ভাষার ব্যবহার প্রত্যক্ষ করেছে। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর প্রয়াত মায়ের বিরুদ্ধে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, তা কোনও সভ্য সমাজে পুনরাবৃত্তিও করা যায় না। তবুও প্রধানমন্ত্রী তাঁদের সঠিক পথ দেখানোর চেষ্টা করেছেন এবং ক্ষমা করেছেন।
বিজেপির প্রবীণ নেতা মুখতার আব্বাস নকভিও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়ার প্রশংসা করে বলেন, "এটি সকলের জন্য একটি শিক্ষা। একদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সংবেদনশীলতা, অন্যদিকে কিছু মানুষের সামন্ততান্ত্রিক ঔদ্ধত্য স্পষ্ট হয়েছে।"
নকভি আরও অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী দীর্ঘদিন ধরেই একটি 'গালিগালাজ চক্র'-এর নিশানায় রয়েছেন। তাঁর দাবি, এই চক্র কখনও যুবসমাজ, কখনও কৃষক, কখনও নারী বা ছাত্রদের ব্যবহার করে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ করার চেষ্টা করেছে।

লোকমান্য তিলকের ভাবনা থেকে শিক্ষা নিয়ে জাতি গঠনে এগিয়ে আসার আহ্বান যুবসমাজকে, বললেন অজিত ডোভাল

পুনে, ১ অগস্ট (আইএএনএস): স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ শুধুমাত্র নিজের ইচ্ছামতো চলা নয়, বরং দেশ গঠন ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব পালনএই বার্তাই শনিবার দেশের যুবসমাজের উদ্দেশে তুলে ধরলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) অজিত ডোভাল। পুনেতে লোকমান্য তিলক স্মারক ট্রাস্টের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাত থেকে মর্যাদাপূর্ণ লোকমান্য তিলক পুরস্কার গ্রহণের পর তিনি এই বক্তব্য রাখেন।
ডোভাল বলেন, বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই স্বাধীনতাকে নিজের ইচ্ছামতো সবকিছু করার অধিকার হিসেবে দেখছে। কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা কখনও শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পছন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি বলেন, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যখন কেউ মুখ খুলতে সাহস পেতেন না, তখন লোকমান্য তিলক সংগ্রামের কঠিন পথ বেছে নিয়ে জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেই আদর্শ থেকেই আজকের যুবসমাজের শিক্ষা নেওয়া উচিত।
লোকমান্য তিলকের বিখ্যাত স্লোগান 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার'-এর প্রসঙ্গ টেনে ডোভাল বলেন, যদি তিলক আজ বেঁচে থাকতেন, তবে তিনি বলতেন"আমরা স্বরাজ অর্জন করেছি, এখন শক্তিশালী ও উন্নত ভারত গড়ে তোলাই আমাদের জন্মগত অধিকার।"
তিনি বলেন, দেশের উন্নতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সকলের ঐক্য, আত্মত্যাগ ও শৃঙ্খলাবোধ জরুরি। জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোনও কাজ শেষ পর্যন্ত দেশের পাশাপাশি প্রত্যেক নাগরিকেরও ক্ষতি করে। নিজের বক্তব্যে ডোভাল জানান, ছাত্রজীবনের একটি অংশ পুনেতেই কেটেছে। সেই সময়ের নানা স্মৃতি, স্কুলের প্রার্থনা সভায় অংশ নেওয়া এবং চতুরশৃঙ্গী মন্দিরে যাওয়ার অভিজ্ঞতার কথাও তিনি তুলে ধরেন। লোকমান্য তিলকের নামে প্রতিষ্ঠিত এই সম্মান পাওয়াকে তিনি নিজের জীবনের বড় প্রাপ্তি বলে উল্লেখ করেন।
পুনের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের প্রশংসা করে তিনি ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ, পেশোয়া বাজিরাও, তানাজি মালুসারে, মুরারবাজি দেশপান্ডে, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, গোপাল গণেশ আগারকর, মহর্ষি কারভে ও সেনাপতি বাপটের অবদানের কথাও স্মরণ করেন।
মহারাষ্ট্রে প্লেগ মহামারির সময় লোকমান্য তিলকের ব্যক্তিগত জীবনের এক কঠিন অধ্যায়ের উল্লেখ করে ডোভাল বলেন, সেই সময় তিলকের ২১ বছর বয়সি ছেলে বিশ্বনাথের মৃত্যু হলেও তিনি পুনে ছেড়ে যাননি এবং সমাজসেবার কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন। এই আত্মত্যাগই তাঁকে অনন্য করে তুলেছে।
জাতীয় নিরাপত্তার প্রসঙ্গে ডোভাল বলেন, ভারত এখনও অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এই পরিস্থিতিতে দেশের স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সকল নাগরিককে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, "যা জাতীয় স্বার্থে নয়, তা আমাদের স্বার্থেও হতে পারে না।"
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে দেশ দ্রুত এগিয়ে চলেছে বলেও মন্তব্য করেন ডোভাল। তিনি বলেন, ভারতের যুবসমাজকেই আগামী দিনের শক্তিশালী ও উন্নত ভারত গড়ার দায়িত্ব নিতে হবে।
অনুষ্ঠানের শেষে সম্মান প্রদানের জন্য অমিত শাহ, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ডোভাল বলেন, এই সম্মান তাঁকে গভীরভাবে বিনম্র ও কৃতজ্ঞ করেছে।

জনস্বার্থে ভারতীয় রেলের পাঁচ গ্রুপ 'এ' আধিকারিককে আগাম অবসর, দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স'-এর বার্তা

নয়াদিল্লি, ১ অগস্ট (আইএএনএস): সততা নিয়ে সন্দেহ, ভিজিল্যান্স রিপোর্ট, শৃঙ্খলাভঙ্গের ইতিহাস এবং অন্যান্য পরিষেবা সংক্রান্ত নথির ভিত্তিতে জনস্বার্থে ভারতীয় রেলের পাঁচজন গ্রুপ 'এ' আধিকারিককে আগাম অবসর দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। শনিবার এক সরকারি বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় রেল।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রিভিউ কমিটি দু'জন সিনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ গ্রেড (এসএজি) স্তরের ইন্ডিয়ান রেলওয়ে হেলথ সার্ভিস (জ্জট্টছছ) আধিকারিক, উত্তর রেলের একজন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিস অব ইঞ্জিনিয়ার্স (জ্জট্টছক্ক)-এর জয়েন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ গ্রেড (জেএজি) আধিকারিক, উত্তর রেলের একজন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিস অব ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স (জ্জট্টছক্কক্ক) আধিকারিক এবং পশ্চিম রেলের একজন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ট্রাফিক সার্ভিস (জ্জট্টছ)-এর জেএজি আধিকারিককে আগাম অবসর দেওয়ার সুপারিশ করেছে।
রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দুর্নীতি, অসততা এবং অদক্ষতার বিরুদ্ধে তাদের 'জিরো টলারেন্স' নীতি রয়েছে। সরকারি পরিষেবায় সততা, শৃঙ্খলা এবং জবাবদিহিতা কোনওভাবেই আপসযোগ্য নয়। ভারতীয় রেলওয়ে এস্টাবলিশমেন্ট কোডের প্রাসঙ্গিক বিধান অনুযায়ী এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ভারতীয় রেলওয়ে এস্টাবলিশমেন্ট কোডের ভলিউম-২-এর রুল ১৮০২(এ) অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যা মৌলিক বিধির (চন্দ্রত্মথদ্বত্রদ্রষ্ঠন ট্রন্ডনত্রন্ম) রুল ৫৬(জে)-এর সমতুল্য।
রিভিউ কমিটি নির্ধারিত নিয়ম মেনে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বার্ষিক কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন রিপোর্ট (এপিএআর), সততা সংক্রান্ত রেকর্ড, ভিজিল্যান্স ইনপুট, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থার ইতিহাস এবং অন্যান্য পরিষেবা নথি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে। এরপর সর্বসম্মতিক্রমে জনস্বার্থে তাঁদের আগাম অবসরের সুপারিশ করা হয়।এদিকে, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব শনিবার রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড (আরআরবি)-এর নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন। তিনি নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, নির্ভুল এবং প্রযুক্তিনির্ভর করার ওপর জোর দেন।
ভারতীয় রেলের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে সম্পন্ন হওয়া নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মোট ৪৩,৭৮১ জন প্রার্থীকে নিয়োগ করা হয়েছে। মোট ৪৭,০৮৪টি শূন্যপদের মধ্যে সহকারী লোকো পাইলট, টেকনিশিয়ান, সাব-ইন্সপেক্টর, কনস্টেবল, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এবং প্যারামেডিক্যাল-সহ ছয়টি প্রধান বিভাগে এই নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে।

গ্রেফতার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সব্যসাচী দত্তের ঘনিষ্ঠদের ১২টি ঠিকানায় ইডির হানা

কলকাতা, ১ আগস্ট।। (আইএএনএস): গ্রেফতার প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক এবং বিধাননগর পুরসভার প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্তের সঙ্গে যুক্ত কলকাতার ১২টি জায়গায় শুক্রবার একযোগে তল্লাশি অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।
সূত্রের খবর, সব্যসাচী দত্তের বাড়ি এবং তাঁর নামে থাকা একটি ব্যাঙ্ক লকার থেকে সম্প্রতি সাড়ে ৩ কেজি সোনা উদ্ধারের ঘটনার সূত্র ধরেই এই অভিযান চলছে। একই সঙ্গে তদন্তকারীরা প্রায় ৭৬ কোটি টাকার সোনা কেনার রসিদও উদ্ধার করেছিলেন।
তদন্তে তৃণমূল নেত্রী টিনা ভৌমিকের বাড়ি থেকেও সোনার চালান উদ্ধার হয়েছিল। তদন্তকারীদের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকারের আগের মেয়াদে টিনা ভৌমিক সব্যসাচী দত্তের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।
ইডি সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া সোনা তোলাবাজি ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থে কেনা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতেই এই তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। সব্যসাচী দত্তের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ তোলাবাজি ও দুর্নীতির মাধ্যমে বিপুল সম্পত্তি গড়ে তোলার। এছাড়াও তাঁর আয়ের তুলনায় অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পত্তি থাকার অভিযোগও রয়েছে।
এর আগে রাজ্য পুলিশ সব্যসাচী দত্ত এবং তাঁর স্ত্রী ইন্দ্রাণী দত্তের নামে থাকা পাঁচটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে। পুলিশ জানায়, ওই অ্যাকাউন্ট, স্থায়ী আমানত (এফডি) এবং নগদ মিলিয়ে মোট ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
গত ৯ জুন গভীর রাতভর জিজ্ঞাসাবাদের পর সব্যসাচী দত্তকে গ্রেফতার করে রাজ্য পুলিশ। সল্টলেকের এক ব্যবসায়ীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজির মামলা দায়ের হয়। পরে তদন্তে দুর্নীতি, তোলাবাজি ও দাদাগিরির একাধিক অভিযোগের সমর্থনে বিভিন্ন প্রমাণও তদন্তকারীদের হাতে আসে।উত্তর ২৪ পরগনার রাজারহাট-নিউটাউন কেন্দ্র থেকে ২০১১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত টানা দু''বার তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক ছিলেন সব্যসাচী দত্ত। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়ে বিধাননগর কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হলেও তৎকালীন তৃণমূল নেতা ও প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর কাছে পরাজিত হন।
উল্লেখ্য, বহু কোটি টাকার পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত সুজিত বসুকেও গত মাসে গ্রেফতার করেছে ইডি এবং তিনি বর্তমানে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন।
পরবর্তীতে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল কংগ্রেস তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফেরার পর সব্যসাচী দত্ত বিজেপি ছেড়ে আবার তৃণমূলে যোগ দেন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে তিনি বারাসত কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও পরাজিত হন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যের চিকিৎসা শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারের অঙ্গীকারের কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এক সময় রাজ্যে এমবিবিএস আসনের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত। বর্তমানে সরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে এমবিবিএসের মোট আসন সংখ্যা অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজে ধাপে ধাপে আসন বৃদ্ধি, ডেন্টাল কলেজের আসন বৃদ্ধি, স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং নতুন বিশেষায়িত কোর্স চালুর ফলে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের জন্য চিকিৎসা শিক্ষার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। তিনি জানান, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যে সরকারি ডেন্টাল কলেজ চালু করা হয়েছে এবং এর পরিকাঠামো আরও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি রাজ্যে একটি স্বতন্ত্র স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াও দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় কার্যকর হলে চিকিৎসা শিক্ষা, গবেষণা ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাজ্য আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে। কিছুদিন আগে আগরতলা জ্যাকসন গেট এলাকায় ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আগরতলা সিভিল হাসপাতাল চালু করা হয়েছে। এই হাসপাতালে ইন্টিগ্রেটেড হসপিটাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ডিজিটাল রোগী নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এই হাসপাতালে সান্ধ্যকালীন ওপিডিও চালু করা হয়েছে।
রাজ্যের চিকিৎসকদের প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এক সময় ছোটখাটো জটিল রোগের ক্ষেত্রেও রোগীদের বহিঃরাজ্যে রেফার করতে হতো। কিন্তু আজ আমাদের চিকিৎসকদের দক্ষতা, নিষ্ঠা এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে অত্যন্ত জটিল অস্ত্রোপচারও সফলভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। এই সাফল্যের ফলেই বহিঃরাজ্যে রোগী রেফার করার হার বিরাট শতাংশ কমেছে।
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে ইতিমধ্যেই ৯টি সফল কিডনি প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং আগামী দিনে লিভার ও হার্ট প্রতিস্থাপন পরিষেবা চালুর লক্ষ্যে সরকার পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে চলেছে। এরফলে রাজ্যের মানুষকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আর বাইরে যেতে হবে না; নিজ রাজ্যেই আন্তর্জাতিক মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করতে পারবেন।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্যই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়ন, চিকিৎসা শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে একযোগে কাজ করছে। শুধু আগরতলা নয়, বিভিন্ন জেলা হাসপাতালে ট্রমা কেয়ার সেন্টার, কার্ডিয়াক কেয়ার সেন্টার এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট গড়ে তোলা হচ্ছে। জেলা সহ মহকুমা হাসপাতালগুলিকেও শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, টেলিমেডিসিন এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর ওপরও সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।
আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসা পেশা কেবল একটি পেশা নয়, এটি মানবসেবার এক মহান অঙ্গীকার। রোগীর প্রতি সহমর্মিতা, সততা, নিষ্ঠা এবং পেশাগত দক্ষতাই একজন চিকিৎসকের প্রকৃত পরিচয়। এতে চিকিৎসকের প্রতিও রোগীর গ্রহণ যোগ্যতা বাড়ে। চিকিৎসকদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার কথা বিবেচনা করে এজিএমসি ক্যাম্পাসে খেলার মাঠ, ইনডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্স, ক্যাম্পাসের সৌন্দর্যায়ন এবং জিমনেসিয়াম নির্মাণ করা হচ্ছে।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত এবং মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ২০২৬ ২৭ অর্থবছরের এপ্রিল-মে মাসে সম্পূর্ণ টিকাকরণ কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৮১.৭ু শতাংশ শিশুকে টিকা প্রদান করা হয়েছে, যা আমাদের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব ও সুস্থ কৈশোর অভিযানের মাধ্যমে ১ থেকে ১৯ বছর বয়সী ১০ লক্ষেরও বেশি শিশু ও কিশোর-কিশোরীর কাছে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরিসেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। জিবিপি হাসপাতালে রোগীর পরিজনদের জন্য মাত্র ১০ টাকায় দুপুরের আহারের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি বৃহত্তর পরিসরে "ভারত মাতা ক্যান্টিন" এবং আধুনিক নাইট শেল্টার নির্মাণের কাজও এগিয়ে চলছে।
এদিন অনুষ্ঠানে আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ (এজিএমসি) এবং বিবেকনগরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এই সমঝোতার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশনের "নিরাময়" মেডিক্যাল সার্ভিস ইউনিটকে এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালের অধীনে অতিরিক্ত আরবান হেলথ ট্রেনিং সেন্টার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এর ফলে কমিউনিটি-ভিত্তিক চিকিৎসা শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং জনস্বাস্থ্য পরিষেবা আরও শক্তিশালী হবে। এ উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী রামকৃষ্ণ মিশনের দীর্ঘদিনের মানবকল্যাণমূলক স্বাস্থ্যসেবা, সমাজসেবা ও মানবিক কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, মানবসেবায় রামকৃষ্ণ মিশনের অবদান সমগ্র দেশের কাছেই অনুকরণীয়। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্ব রাজ্যের চিকিৎসা শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।
অনুষ্ঠানে কৃতী চিকিৎসক শিক্ষার্থীদের তাদের শিক্ষাগত সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ স্মারক ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীসহ উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ তাঁদের হাতে এই সম্মাননা তুলে দেন। এদিন অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে এক অসচ্ছল স্বাস্থ্যকর্মীকে আর্থিক সহায়তা হিসেবে ৫০ হাজার টাকার চেক মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে প্রদান করা হয়। পাশাপাশি আসামের বন্যাদুর্গত মানুষের সহায়তায় আসাম মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলের জন্য এক লক্ষ টাকার চেক সংগঠনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিবি রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক মিনারানী সরকার, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, ত্রিপুরা জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন ডিরেক্টর সাজু বাহিদ এ, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা, মেডিক্যাল এডুকেশনের ইনচার্জ অধ্যাপক ডা. অভিজিৎ দত্ত, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা পরিষেবার অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, বিবেকনগর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী শুভকারানন্দ মহারাজ, এজিএমসি-র অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. তপন মজুমদার, জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. বিধান গোস্বামী, ডেপুটি মেডিক্যাল সুপার ডা. কনক চৌধুরী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ।

শিশুর মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

ওসি খানিন্দ্র নাথের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে একটি কুয়ো থেকে শিশুটির দেহ উদ্ধার করে।পরিবারের দাবি, ভোররাতে শিশুটিকে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। নবজাতিকার বাবা অরুণ দাস পুলিশকে জানান, তাঁর স্ত্রী ঘুম থেকে উঠে দেখতে পান এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলা শিশুটিকে নিজের সন্তান বলে দাবি করছেন। পরে ওই মহিলা শিশুটিকে বাড়ির পাশের একটি কুয়োতে ফেলে দেন বলে পরিবারের অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে পাথারকান্দি মহকুমা প্রশাসন ও জেলা পুলিশের ঊর্ধতন আধিকারিকরাও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ময়নাতদন্তের জন্য শিশুটির দেহ জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
এদিকে, শিশুটির মা ঘটনাটিকে অতিপ্রাকৃত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে কিছু দাবি করলেও, পুলিশ এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ঘটনার সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং কোনও সম্ভাবনাকেই উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না।পুলিশের মতে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তের অগ্রগতি সামনে এলে নবজাতিকার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ও ঘটনার প্রকৃত রহস্য স্পষ্ট হবে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে।

কারাদণ্ড

ওজন ছিল প্রায় ৯৫০ গ্রাম।
ঘটনার পর এনডিপিএস আইনে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। পরে ধর্মনগর থানার সাব-ইন্সপেক্টর রঞ্জিত দেববর্মা (বর্তমানে গান্ধাছড়া থানায় কর্মরত) ২০২০ সালের ৩১ মার্চ আদালতে চার্জশিট জমা দেন। মামলার বিচার শেষে আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে এই সাজা ঘোষণা করেছে।

Page 3_5_7- JAGARAN1.pmd 3 02-08-2026, 01:17

ভারতের আর্থিক সহায়তায় নেপালে আরও একটি স্কুল ভবন নির্মাণ শুরু

কাঠমান্ডু, ১ অগস্ট (আইএএনএস): ভারতের আর্থিক সহায়তায় নেপালের লুম্বিনী প্রদেশের বাঁকে জেলার খাজুরা গ্রামীণ পৌরসভায় একটি নতুন স্কুল ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। শুক্রবার কাঠমান্ডুস্থিত ভারতীয় দূতাবাস এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

ভারতীয় দূতাবাসের কাউন্সেলর গীতাঞ্জলি ব্র্যান্ডন এবং খাজুরা গ্রামীণ পৌরসভার চেয়ারম্যান ডাম্বর বাহাদুর বি.কে. যৌথভাবে শ্রী জন কল্যাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

ভারত সরকার তাদের হাই ইমপ্যাক্ট কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এইচআইসিডিপি) কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৩ কোটি ২০ লক্ষ নেপালি রুপি (এনপিআর ৩২ মিলিয়ন) আর্থিক সহায়তা দেবে। খাজুরা গ্রামীণ পৌরসভার মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। এটি বাঁকে জেলায় ভারতের সহায়তায় গৃহীত অষ্টম এইচআইসিডিপি প্রকল্প।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্টরা ভারতের এই সহযোগিতাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, নতুন স্কুল ভবন নির্মিত হলে শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত শিক্ষার পরিবেশ তৈরি হবে এবং শিক্ষকরাও আরও ভালো পরিকাঠামো পাবেন।

ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, নেপালের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং সে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারতের চলমান উন্নয়ন সহযোগিতার অংশ হিসেবেই এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এদিকে, লুম্বিনী প্রদেশের দাং জেলায় ভারতের আর্থিক সহায়তায় নির্মিত রাপ্তি চক্ষু হাসপাতালের নতুন দুইতলা অপারেশন থিয়েটার ভবনের উদ্বোধনও সম্প্রতি করা হয়েছে। গীতাঞ্জলি ব্র্যান্ডন এবং তুলসীপুর উপ-মহানগরীর মেয়র টিকারাম খাড়কা যৌথভাবে ভবনটির উদ্বোধন করেন।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য পশ্চিম নেপালে চক্ষু চিকিৎসা পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করা। এটিও এইচআইসিডিপি কর্মসূচির আওতায় ভারতের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং দাং জেলায় ভারতের সহায়তায় সম্পন্ন হওয়া সপ্তম প্রকল্প।

ভারত দীর্ঘদিন ধরে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং কমিউনিটি অবকাঠামো উন্নয়নের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেপালে এইচআইসিডিপি প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করে আসছে। ২০০৩ সালে শুরু হওয়া এই কর্মসূচির আওতায়, যা আগে স্মল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট নামে পরিচিত ছিল, নেপালের সাতটি প্রদেশ ও ৭৪টি জেলায় প্রায় ৬০০টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে ভারত।

বাংলাদেশ সীমান্ত উত্তেজনা ও তরুণদের বিক্ষোভ নিয়ে মন্তব্য তনুশ্রী দত্তের, বললেন 'নিশানা ভারত'

মুম্বই, ১ অগস্ট (আইএএনএস): চলমান জেন-জেড বিক্ষোভ, জাতীয় নিরাপত্তা এবং সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে নিজের মত প্রকাশ করলেন অভিনেত্রী তনুশ্রী দত্ত। সামাজিক মাধ্যমে একাধিক পোস্ট ও ভিডিও বার্তায় তিনি দাবি করেন, তরুণদের ক্ষোভ প্রকাশের অধিকার থাকলেও তা দায়িত্বশীলভাবে হওয়া উচিত এবং বর্তমানে দেশের সীমান্ত নিরাপত্তার বিষয়টিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

সামাজিক মাধ্যমে তনুশ্রী লেখেন, "জেন-জি কে কান্ধে পর বান্দুক হ্যা... নিশানা হ্যা ভারত"। তাঁর দাবি, শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। তাই এখন এই ইস্যু থেকে বেরিয়ে এসে দেশের সীমান্ত সুরক্ষা এবং অন্যান্য গঠনমূলক বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

তিনি আরও লেখেন, আবেগ বা জনতার চাপে একটি কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে অস্থির করা ঠিক নয়। তাঁর মতে, দেশের তরুণ প্রজন্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক, সেটাই সকলের কাম্য। তবে অন্যের প্ররোচনায় প্রভাবিত না হয়ে পরিস্থিতি বুঝে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বাইক র‍্যালিতে প্রদেশ সভাপতি অভিষেক দেবরায়কে সংবর্ধনা, ধর্মনগরে বিজেপির কর্মী সম্মেলনে সাংগঠনিক বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ আগস্ট: বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি অভিষেক দেবরায়ের ধর্মনগর সফরকে কেন্দ্র করে শনিবার উত্তর জেলায় দলীয় কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। উত্তর জেলা যুব মোর্চার উদ্যোগে একটি বর্ণাঢ্য বাইক র‍্যালির মাধ্যমে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়।

ধর্মনগরে পৌঁছে প্রদেশ সভাপতি প্রথমে কালীবাড়ি মন্দিরে পূজা ও প্রার্থনা করেন। পরে তিনি বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত বিজেপির কর্মী সম্মেলনে যোগ দেন।

সম্মেলনে বুথভিত্তিক সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার, জনসংযোগ বৃদ্ধি, সংগঠনের সম্প্রসারণ এবং আগামী রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক দেবরায় দলীয় আদর্শ অনুসরণ করে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান এবং সাংগঠনিক ঐক্য বজায় রেখে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

দলীয় সূত্রের দাবি, প্রদেশ সভাপতির এই সফর উত্তর ত্রিপুরায় বিজেপির সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে নতুন গতি সঞ্চার করবে এবং কর্মীদের মধ্যে আরও উৎসাহ সৃষ্টি করবে।

অসমে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১১.৪৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ, ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ আরও জোরদার: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ১ অগস্ট (আইএএনএস): অসমে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে বলে শনিবার জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি জানান, দুর্গত মানুষের কাছে দ্রুত সহায়তা পৌঁছে দিতে রাজ্যজুড়ে ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়িয়ে ১,৮১১টি করা হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যমে বন্যার সর্বশেষ পরিস্থিতি তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির কাছে ত্রাণ, পুনর্বাসন এবং স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে রাজ্য সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সরকারি বন্যা বুলেটিন অনুযায়ী, চলতি বছরের ২৯ এপ্রিল থেকে ৩১ জুলাই রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অসমের ২৫টি জেলা, ৭৭টি রাজস্ব চক্র এবং ২,২৫১টি গ্রাম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে ১১ লক্ষ ৪৫ হাজারেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। বর্তমানে ২১৮টি ত্রাণ শিবিরে ৭১,৮৮৯ জন আশ্রয় নিয়েছেন।

বুলেটিনে জানানো হয়েছে, চলতি বন্যা মৌসুমে বন্যা-সংক্রান্ত ঘটনায় মোট ৮২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে সর্বাধিক ৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে শিবসাগর জেলায়। এছাড়া চরাইদেওতে ২১ জন, যোরহাটে ৯ জন, ধেমাজিতে ৩ জন, গোলাঘাটে ৩ জন, কার্বি আংলংয়ে ২ জন এবং শোণিতপুর ও কামরূপে একজন করে প্রাণ হারিয়েছেন।

এছাড়া শিবসাগর ও ধেমাজি জেলা থেকে দু"জন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।

বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছে আবাসনও। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ২,৫৩০টি বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে এবং ৯,৬৬৮টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে ২৯,৯৮৫ জনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী পুনর্ব্যক্ত করেন, দুর্গতদের দ্রুত ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া, পুনর্বাসন নিশ্চিত করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনা সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। প্রশাসন পরিস্থিতির উপর নিয়মিত নজর রাখছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছে।

উল্লেখ্য, এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে শুরু হওয়া এবারের বন্যায় উজান অসম, মধ্য অসম এবং পশ্চিম অসমের একাধিক জেলা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যার জেরে অবকাঠামো, কৃষিজমি এবং বসতবাড়ির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

ভারতের সভ্যতা, বেদ ও ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত মধ্যস্থতা: প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত

জয়পুর, ১ অগস্ট (আইএএনএস): পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মেটানোর সংস্কৃতি ভারতের সভ্যতা, বেদ, প্রাচীন ইতিহাস এবং কৌটিল্য থেকে মহাত্মা গান্ধীর দর্শনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত বলে মন্তব্য করলেন ভারতের প্রধান বিচারপতি (সিজেআই) বিচারপতি সূর্য কান্ত। শনিবার জয়পুরে কমনওয়েলথ মধ্যস্থতা সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, মধ্যস্থতা আইন, ২০২৩ কার্যকর হওয়ার বহু আগে থেকেই এই পদ্ধতি ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

তিনি বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মধ্যস্থতা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে আইনসভা এবং বিচারব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

মধ্যস্থতার গুরুত্ব বোঝাতে প্রধান বিচারপতি দুই বোনের একটি গল্প তুলে ধরেন। একটি কমলালেবুর মালিকানা নিয়ে দুই বোনের মধ্যে বিরোধ হয়। বড় বোন জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এবং ছোট বোন বয়সে ছোট হওয়ার কারণে ফলটির দাবিদার বলে দাবি করে। শেষ পর্যন্ত তারা ফলটি সমান ভাগে ভাগ করে নেয়। কিন্তু পরে দেখা যায়, একজন শুধু ফলের শাঁস খেয়ে খোসা ফেলে দেয়, আর অন্যজন শাঁস ফেলে দিয়ে খোসা দিয়ে কেক তৈরি করে।

এই উদাহরণ টেনে সিজেআই বলেন, যদি দুই বোন নিজেদের প্রকৃত প্রয়োজন নিয়ে আগে আলোচনা করত, তাহলে একজন পুরো শাঁস এবং অন্যজন পুরো খোসাই পেতে পারত। বাস্তব জীবনেও মধ্যস্থতার অভাবে অনেক সময় আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

তিনি বলেন, রামায়ণ, মহাভারতসহ ভারতের প্রাচীন গ্রন্থগুলিতেও মধ্যস্থতার নানা দিকের উল্লেখ রয়েছে। পাশাপাশি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র-এর প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, সেখানে শাসনব্যবস্থার চারটি নীতি'সাম' (সমঝোতা), 'দাম' (প্রলোভন), 'দণ্ড' (শাস্তি) এবং 'ভেদ' (বিভাজন)উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে 'সাম' বা সমঝোতাকে প্রথম স্থানে রাখা হয়েছে, যা আধুনিক মধ্যস্থতা ব্যবস্থার মূল ভিত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, প্রাচীন ভারতে বিরোধ নিষ্পত্তির একটি সুসংগঠিত ধারা ছিল। প্রথমে পরিবারের (কুল), পরে গোষ্ঠী বা শ্রেণী, এরপর পুগ বা বৃহত্তর সমাবেশে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হতো। সবশেষে বিষয়টি রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হতো। অর্থাৎ, আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়ায় যাওয়ার আগে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানই ছিল প্রথম পছন্দ।

মহাত্মা গান্ধীর আইনজীবী জীবনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, গান্ধীজি নিজেই লিখেছিলেন যে, দুই পক্ষের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সমঝোতা করিয়ে দেওয়াই তাঁর আইনজীবী জীবনের সবচেয়ে তৃপ্তিদায়ক অভিজ্ঞতা ছিল।

তিনি বলেন, "এতেই প্রমাণিত হয় যে, ২০২৩ সালে আইন প্রণয়নের বহু আগেই মধ্যস্থতা ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। বর্তমানে আইনসভা ও বিচারব্যবস্থা যৌথভাবে এই ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে কাজ করছে।"

এজিএমসি অ্যালুমনি এসোসিয়েশন-এর ২২তম প্রতিষ্ঠা দিবসে বিলোনিয়ায় রক্তদান শিবির, সংগ্রহ ২৬ ইউনিট রক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১ আগস্ট: আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যালুমনি এসোসিয়েশন-এর ২২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে ছিল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা।

সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে মোট ২৬ জন রক্তদাতা অংশগ্রহণ করেন এবং ২৬ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, দক্ষিণ ত্রিপুরার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জ্যোতির্ময় দাস, বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালের এসডিএমও ডা. রাজেশ দাস, বিলোনিয়া মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান অনুপম চক্রবর্তী, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. তাপস মজুমদার, ডা. অরূপ রায়সহ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা।

শিবিরে জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বিশেষভাবে নজর কাড়ে। চিকিৎসকদের পাশাপাশি অন্যান্যরাও স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসেন।

উপস্থিত চিকিৎসকরা জানান, রক্তদান একটি মহৎ সামাজিক দায়িত্ব। একজন মানুষের দান করা রক্ত দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তি, অস্ত্রোপচারাধীন রোগী, প্রসূতি মা এবং জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন থাকা রোগীদের জীবন রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই নিয়মিত স্বেচ্ছায় রক্তদানে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তাঁরা।

এই শিবিরের বিশেষ দিক ছিল স্বাস্থ্য বিভাগের চিকিৎসকরাই নিজেরা রক্তদান করে সাধারণ মানুষের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁদের এই উদ্যোগের মাধ্যমে "রক্তদান করুন, জীবন বাঁচান"এই বার্তা আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

এজিএমসি অ্যালুমনি এসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মানবিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার চেতনাকে সামনে রেখে ভবিষ্যতেও এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হবে।

এজিএমসি অ্যালুমনি এসোসিয়েশন-এর ২২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই কর্মসূচি চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি মানবিকতা, সহমর্মিতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে উঠেছে।

বিলোনিয়ায় পিআর বাড়ি পুলিশের অভিযানে বাংলাদেশি নাগরিকসহ ভারতীয় টাউট আটক

বিলোনিয়া, ১ আগস্ট: সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে বিলোনিয়ার পিআর বাড়ি থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশি নাগরিকদের পাশাপাশি এক ভারতীয় সহযোগীকে আটক করেছে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান চালানো হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের সন্দেহ, অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের পর বাংলাদেশি নাগরিকরা এক ভারতীয় ব্যক্তির সহায়তায় চলাফেরা করছিলেন।

খবর পেয়ে পিআর বাড়ি থানার পুলিশ তৎপর হয়ে অভিযান চালায় এবং সংশ্লিষ্টদের আটক করে থানায় নিয়ে আসে। বর্তমানে আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সীমান্ত পারাপারের সঙ্গে কোনও চক্র জড়িত রয়েছে কিনা এবং ভারতীয় সহযোগীর ভূমিকা কী ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিদেশি নাগরিক আইন ও অবৈধ অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত ধারায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, তা জানতে তদন্ত অব্যাহত রেখেছে পিআর বাড়ি থানার পুলিশ। সীমান্ত এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশ ও দালালচক্রের বিরুদ্ধে পুলিশের এই অভিযানকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন স্থানীয়রা।

আনন্দনগরে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কা, তদন্তের দাবি এলাকাবাসীর

আগরতলা, ১ আগস্ট: শ্রীনগর থানাধীন আনন্দনগর ১০ নম্বর পাড়া এলাকায় শনিবার একটি বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় বিদ্যুতের খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, টিআর০১বিএন০৬৩১ নম্বরের একটি গাড়ি মলয়নগর দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার পর গাড়িতে থাকা চার যুবক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

ঘটনার খবর পেয়ে শ্রীনগর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়িটি নিজেদের হেফাজতে নেয়। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং পলাতক যুবকদের পরিচয় শনাক্ত করতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

এদিকে, দুর্ঘটনায় বিদ্যুতের খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আনন্দনগর ১০ নম্বর পাড়া এলাকায় প্রায় দুই থেকে তিন ঘণ্টা বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়। পরে বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মেরামতির কাজ শুরু করেন।

তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তা ব্যবহার করে নেশাজাতীয় সামগ্রী পাচারের কার্যকলাপ চলছে। তাঁদের দাবি, শনিবারের দুর্ঘটনার পেছনেও কোনও অন্য কারণ রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

এলাকাবাসী ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত, পলাতক যুবকদের দ্রুত শনাক্তকরণ এবং এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদারের দাবি জানিয়েছেন।

ফের দুঃসাহসিক চুরি, টিএসআর জওয়ানের বাড়ি থেকে লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণালঙ্কার ও মূল্যবান সামগ্রী লুট

উদয়পুর, ১ আগস্ট: গোমতী জেলায় ফের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। উদয়পুর মহকুমার চন্দ্রপুর ভিলেজ বাজার সংলগ্ন এলাকায় ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর)-এর এক জওয়ানের বাড়িতে চুরির ঘটনায় স্বর্ণালঙ্কারসহ প্রায় ২ থেকে আড়াই লক্ষ টাকার মূল্যবান সামগ্রী লুট হয়েছে বলে অভিযোগ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, টিএসআর-এ কর্মরত দুলাল মিয়ার পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে না থাকার সুযোগে দুর্বৃত্তরা বাড়িতে হানা দেয়। অভিযোগ, বাড়ির মূল দরজার গিলসহ মোট চারটি তালা ভেঙে তারা ঘরে প্রবেশ করে। এরপর গডরেজ আলমারিসহ ঘরের একাধিক তালা ভেঙে তল্লাশি চালায় এবং ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করে।

বাড়ির মালিক দুলাল মিয়ার দাবি, চোরের দল স্বর্ণালঙ্কারসহ আনুমানিক ২ থেকে আড়াই লক্ষ টাকার মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যায়। চুরির সময় ঘরের প্রায় সব আসবাবপত্র ও মালপত্র এলোমেলো করে রেখে যায় দুষ্কৃতীরা।

ঘটনার খবর পেয়ে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বিভিন্ন তথ্য ও আলামত সংগ্রহ করেছে। চুরির সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের লক্ষ্যে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে, সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ধারাবাহিকভাবে চুরির ঘটনা ঘটায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, চুরি ও সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ রোধে পুলিশের টহল এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা প্রয়োজন। এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

যোগমায়া কালীবাড়িতে মেগা রক্তদান শিবির, স্বেচ্ছায় রক্ত দিলেন ৬১ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১ আগস্ট: বিলোনিয়ার যোগমায়া কালীবাড়িতে শুক্রবার এক মেগা স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। যোগমায়া কালীবাড়ির উদ্যোগে এবং লায়ন্স ক্লাব অফ বিলোনিয়া গ্রীনের সহযোগিতায় আয়োজিত এই শিবিরে মোট ৬১ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

প্রতি বছরের মতো এবারও শারদীয়া দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে তিন মাসব্যাপী বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচির অংশ হিসেবেই এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যোগমায়া কালীবাড়ির ভক্তরা মন্দিরে এসে প্রথমে পূজা অর্চনা করেন এবং পরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও জেলা সমাহর্তা মোহাম্মদ সাজ্জাদ পি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যোগমায়া কালীবাড়ি ও লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি তথা প্রাক্তন সিএমও ডা. জগদীশ চন্দ্র নমঃ, লায়ন্স ক্লাবের সম্পাদক জয়জিৎ সোম, যোগমায়া কালীবাড়ির সম্পাদক পরিতোষ ভট্টাচার্যীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

শিবির চলাকালীন রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে উপস্থিত হন এসডিএমও ডা. রাজেশ দাস, পশ্চিম ত্রিপুরার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী এবং বিলোনিয়ার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. তাপস মজুমদার।

এবারের শিবিরের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সাতজন মহিলা রক্তদাতার অংশগ্রহণ। এছাড়া শ্রীমতি অর্পিতা সোম দত্ত তাঁর যমজ কন্যা রিমি ও ঝিমিকে সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে রক্তদান করে উপস্থিত সকলের প্রশংসা কুড়ান।

শিবিরের সূচনা করেন ৬৬ বছর বয়সী প্রবীণ রক্তদাতা পল্লব বিশ্বাস, যিনি দীর্ঘদিন ধরে যোগমায়া কালীবাড়ির রক্তদান কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত। পাশাপাশি মানিক গুহ তাঁর ৪০তম এবং তন্ময় চক্রবর্তী তাঁর ৫০তম স্বেচ্ছায় রক্তদান সম্পন্ন করে নতুনদের অনুপ্রাণিত করেন।

রক্তদান শিবির সফলভাবে আয়োজনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন স্থানীয় পুস্তক ব্যবসায়ী ও যোগমায়া কালীবাড়ির ভক্ত পিনাকী দত্তগুপ্ত।

অনুষ্ঠান শেষে যোগমায়া কালীবাড়ি কমিটির পক্ষ থেকে সকল রক্তদাতা, স্বেচ্ছাসেবক, সহযোগী সংস্থা এবং মেডিকেল টিমের সদস্যদের ধন্যবাদ জানানো হয়। ভবিষ্যতেও এ ধরনের সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলেও কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ধর্মনগর-কৈলাসহর সড়ক সংস্কারে অনিয়মের অভিযোগ, তদন্তের দাবিতে সরব এলাকাবাসী

ধর্মনগর, ১ আগস্ট: ধর্মনগর-কৈলাসহর সড়কের চলমান রক্ষণাবেক্ষণ কাজে অনিয়মের অভিযোগ তুলে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে রাস্তা সংস্কারের কাজ চললেও ওয়ার্ক অর্ডারে উল্লেখিত অধিকাংশ কাজ বাস্তবে যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে না।স্থানীয়দের দাবি, সরকারি ওয়ার্ক অর্ডারে গর্ত ভরাট, ব্রিক সোলিং, ড্রেন নির্মাণ, স্ট্রিপিং এবং প্রোটেকশন ওয়ার্কসহ একাধিক কাজের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে অনেক জায়গায় শুধুমাত্র ইটের খোয়া ফেলে কাজ শেষ করা হয়েছে। নির্ধারিত মান ও প্রকল্পের শর্ত অনুযায়ী কাজ না হওয়ায় রাস্তার গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ওয়ার্ক অর্ডার অনুযায়ী, প্রায় ২২ লক্ষ ৮০ হাজার ৭৭০ টাকা ৫৮ পয়সা ব্যয়ে রাস্তা সংস্কারের কাজের বরাত পেয়েছেন ঠিকাদার নারায়ণ নাথ চৌধুরী। প্রকল্পের কাজ শেষ করার জন্য ১৮০ দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, সংস্কারকাজ চললেও রাস্তার বেহাল অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে। বর্ষার সামান্য বৃষ্টিতেই বিভিন্ন স্থানে নতুন করে গর্ত তৈরি হচ্ছে, ফলে প্রতিদিন দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষ ও যানবাহন চালকদের। তাঁদের দাবি, ওয়ার্ক অর্ডারে উল্লেখিত কাজ এবং বাস্তবে সম্পন্ন হওয়া কাজের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে, যা সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, কাজ চলাকালীন জনপথ নির্মাণ দপ্তরের (পিডাব্লিউডি) দায়িত্বপ্রাপ্ত এসডিও বা প্রকৌশলীদের নিয়মিত পরিদর্শন করতে দেখা যায়নি। তাঁদের মতে, নিয়মিত তদারকি থাকলে নিম্নমানের কাজের অভিযোগের সুযোগ থাকত না।

এলাকাবাসী অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট স্থানে সরেজমিন পরিদর্শন, কারিগরি তদন্ত এবং নির্মাণকাজের গুণগত মান যাচাইয়ের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি, কাজের প্রকৃত মান নিশ্চিত না করে কোনো বিল অনুমোদন না করার জন্যও পিডাব্লিউডি-র ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার শ্রী নারায়ণ নাথ চৌধুরী কিংবা জনপথ নির্মাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

আনন্দনগরে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেপরোয়া

● আটের পাতার পর

শনাক্ত করতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

এদিকে, দুর্ঘটনায় বিদ্যুতের খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আনন্দনগর ১০ নম্বর পাড়া এলাকায় প্রায় দুই থেকে তিন ঘণ্টা বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়। পরে বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মেরামতির কাজ শুরু করেন।

তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তা ব্যবহার করে নেশাজাতীয় সামগ্রী পাচারের কার্যকলাপ চলছে। তাঁদের দাবি, শনিবারের দুর্ঘটনার পেছনেও কোনও অন্য কারণ রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

এলাকাবাসী ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত, পলাতক যুবকদের দ্রুত শনাক্তকরণ এবং এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদারের দাবি জানিয়েছেন।

চোরের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ দক্ষিণ

● আটের পাতার পর

বাড়ানো হলে চুরির ঘটনা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে।

এদিকে, পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার বা কাউকে গ্রেফতারের খবর পাওয়া যায়নি।

এজিএমসির ২২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে

● আটের পাতার পর

তিনি বলেন, এই তিনটি সূচক স্বাভাবিক থাকলে স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাকসহ বিভিন্ন জটিল অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়।

তিনি আরও জানান, সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রাথমিক পর্যায়েই স্বাস্থ্যঝুঁকি শনাক্ত করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের জনস্বার্থমূলক স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানান।

অসহায় কৃষক পরিবারের পাশে বিধায়ক

● আটের পাতার পর

পরোক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে যুক্ত। তিনি জানান, তাঁর বাবাও একজন কৃষক ছিলেন এবং ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে মাঠে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেই স্মৃতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, অসহায় কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোকে তিনি নিজের দায়িত্ব বলে মনে করেন।

তিনি আরও বলেন, সবাই যদি অসহায় কৃষক পরিবারের পাশে দাঁড়ায়, তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব। একইসঙ্গে তিনি কৃষকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প, যেমন কিষান সম্মান নিধি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সার-বীজ সহায়তা এবং অন্যান্য কৃষকবান্ধব উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করেন।

বিধায়কের এই মানবিক উদ্যোগকে ঘিরে আনন্দনগর এলাকায় ইতিবাচক সাড়া পড়েছে। স্থানীয়দের একাংশের মতে, কৃষক পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সরাসরি কৃষিকাজে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে তিনি মানবিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

ক্রীড়াঙ্গন

বি-ডিভিশন : পুলিশকে হারিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয় সরোজ সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টে জয়ের ধারা বজায় রাখল সরোজ সংঘ। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে নৈশালোকে অনুষ্ঠিত লিগের ২৫তম উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে সরোজ সংঘ ২-১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করেছে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবকে। ম্যাচের ৪৩ মিনিটে শান্তা জয় রিয়াং গোল করে সরোজ সংঘকে প্রথমে এগিয়ে দেন। তবে প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমে (৪৫+১ মিনিট) কেলভিন ডারলং গোল করে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবকে সমতায় ফেরান। দ্বিতীয়ার্ধে উভয় দলের মধ্যেই তীব্র লড়াই চলে। অবশেষে ৮৬ মিনিটে লালচুয়া মায়া ডারলং সরোজ সংঘের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন। ম্যাচে কড়া ফুটবলের জেরে রেফারির হলুদ কার্ড দেখতে হয়েছে সরোজ সংঘের শান্তা জয় রিয়াং (৩১ মিনিট) ও রাজর্ষি চাকমা (৫১ মিনিট) এবং পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের গৌতম নোয়াতিয়া (৮ মিনিট) ও বাদল দেববর্মাকে (৬৮ মিনিট)। ম্যাচটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন রেফারি বিপ্লব সিংহ, খোকন সাহা, বিশ্বজিৎ নাথ ও পল্লব চক্রবর্তী। টুর্নামেন্টে উভয় দলের পক্ষেই এটি ছিল ষষ্ঠ ম্যাচ। এই জয়ের ফলে লিগে বেশ ভালো জায়গায় অবস্থান করছে সরোজ সংঘ। তারা প্রথম ম্যাচে নবোদয় সংঘকে ৫-০ গোলে পরাজিত করলেও দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিবেণী সংঘের কাছে ১-২ গোলে হেরেছিল। এরপর তৃতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে ১-০ গোলে হারায় এবং চতুর্থ ও পঞ্চম ম্যাচে যথাক্রমে বীরেন্দ্র ক্লাব (০-০) ও বিবেকানন্দ ক্লাবের (২-২) সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে। অন্যদিকে, পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের জন্য লিগের পথচলা ছিল ড্র-কেন্দ্রিক। তারা প্রথম চার ম্যাচে যথাক্রমে বিবেকানন্দ ক্লাব (৩-৩), মৌচাক ক্লাব (০-০), ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন (১-১) এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের (১-১) বিরুদ্ধে ড্র করে। পঞ্চম ম্যাচে নবোদয় সংঘকে ২-০ গোলে হারিয়ে প্রথম জয়ের মুখ দেখলেও, ষষ্ঠ ম্যাচে এসে সরোজ সংঘের কাছে পরাজয়ের স্বাদ পেতে হলো তাদের।

ইন্দ্ররানী, ঝুমকি ও বিজয়ার সাফল্যে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে তরুন সংঘ শেষ চারে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে ১৫৭ রানের বিশাল ব্যবধানে নিউ প্লে সেন্টারকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে তরুণ সংঘ। সকাল সাড়ে আটটায় টি আই টি গ্রাউন্ডে ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে তরুণ সংঘের ব্যাটাররা ঝড়ো তাণ্ডব চালিয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ১৯৫ রানের পাহাড়সম স্কোর দাঁড় করায়। দলের পক্ষে ইন্দ্র রানী জমাতিয়া ৬৬ বলে ১২টি বাউন্ডারি ও ১টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৯৪ রানে এবং ঝুমকি দেবনাথ ৬৬ বলে ৬টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৮০ রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়েন।জবাবে জয়ের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে তরুণ সংঘের বিধ্বংসী বোলিং আক্রমণের সামনে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে নিউ প্লে সেন্টার। ১৪.৩ ওভারে মাত্র ৩৮ রানেই তাদের সমস্ত উইকেট গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয় তরুণ সংঘের বোলাররা। দলের বোলিং বিভাগে বিজয়া ঘোষ মাত্র ১২ রানের বিনিময়ে ৪টি এবং সুস্মিতা তেলি মাত্র ৬ রানের বিনিময়ে ২টি উইকেট শিকার করে প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে রাখেন। ম্যাচে অসামান্য ও বিস্ফোরক ব্যাটিং প্রদর্শনের স্বীকৃতি স্বরূপ তরুণ সংঘের ইন্দ্র রানী জমাতিয়া "প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ"-এর খেতাবে ভূষিত হন।

এগিয়ে চল সংঘকে নকআউট করে কসমোপলিটন ক্লাব সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে এগিয়ে চলো সংঘকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে কসমোপলিটন ক্লাব। টিআইটি গ্রাউন্ডে বেলা একটায় অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ৯০ রান সংগ্রহ করে এগিয়ে চলো সংঘ। দলের পক্ষে মৌটুসী দে ৪৮ বল খেলে ৬টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬ রান করে দলের ইনিংসের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হন। জবাবে কসমোপলিটন ক্লাবের পক্ষে প্রিয়াঙ্কা নোয়াতিয়া মাত্র ৬ রানের বিনিময়ে ৩টি উইকেট শিকার করে এগিয়ে চলো সংঘের ব্যাটিং লাইনআপকে চাপে ফেলেন।জয়ের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে কসমোপলিটন ক্লাব ১৭.১ ওভারে মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে প্রয়োজনীয় ৯১ রান তুলে নিয়ে সহজ জয় নিশ্চিত করে। দলের জয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে মৌচৈতি দেবনাথ ৪৯ বল খেলে ৫টি বাউন্ডারির সহযোগে অপরাজিত ৫৭ রানের এক দায়িত্বশীল ও চমৎকার ইনিংস খেলেন, যেখানে এগিয়ে চলো সংঘের পক্ষে অন্নপূর্ণা দাস ১৯ রানে ২টি উইকেট লাভ করেন। ব্যাট হাতে দুর্দান্ত এই ম্যাচজয়ী ইনিংস উপহার দেওয়ার সুবাদে কসমোপলিটন ক্লাবের মৌচৈতি দেবনাথকে "প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ"-এর খেতাবে ভূষিত করা হয়।

বাধারঘাটে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের ২৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। বাধারঘাটস্থিত ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল প্রাঙ্গণে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ও ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো বিদ্যালয়ের ২৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মসূচির সূচনা করেন বিধায়িকা শ্রীমতি মীনা রানী সরকার। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র শ্রীমতি মানিকা দাস দত্ত এবং ৪৫ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর শ্রীমতি অপু আঢ্য (দত্ত)। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে মঞ্চ অলঙ্কৃত করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব তাপস রায় (আইএএস), অধিকর্তা এল. ডারলং, যুগ্ম অধিকর্তা তথা সাধারণ সম্পাদক পাইমং মগ, স্কুল পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান মানিক পাল এবং সহকারী প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি বীণা মগ। বিদ্যালয়ের সহকারী অধিকর্তা তথা প্রধান ড় ভারতী নিগমের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়।প্রতিষ্ঠা দিবসের এই বিশেষ মঞ্চ থেকে ক্রীড়াক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য রাজ্যের দুই বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকে বিশেষ সংবর্ধনা জানানো হয়। খ্যাতনামা জুডোকা অস্মিতা দে-র কোচ মাণিক লাল দেব এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পদকজয়ী প্রখ্যাত মাস্টার্স অ্যাথলিট প্রিয়লাল সাহাকে তাদের অসামান্য সাফল্যের জন্য সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের অতীত সাফল্য স্মরণ করার পাশাপাশি রাজ্যের উদীয়মান ক্রীড়াবিদদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন। ছাত্রছাত্রীদের মনোজ্ঞ পরিবেশনার মধ্য দিয়ে এই গৌরবময় দিবসের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে।

মর্ডান কোচিং সেন্টারকে নকআউট করে ব্লাড মাউথ ক্লাব সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে ৮২ রানের বড় ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে সেমিফাইনালে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করেছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায় অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ১৪৯ রানের শক্তিশালি সংগ্রহ দাঁড় করায় ব্লাড মাউথ ক্লাব। দলের পক্ষে অম্বিকা দেবনাথ অসাধারণ ব্যাটিং প্রদর্শনী করে ৬৬ বলে ৯টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৬ রানের এক দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন।জবাবে জয়ের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাবের নিখুঁত বোলিং আক্রমণের সামনে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে মডার্ন ক্রিকেট কোচিং সেন্টার। ১৯ ওভারে মাত্র ৫৭ রানেই তাদের পুরো ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয় ব্লাড মাউথ ক্লাবের বোলাররা। দলের হয়ে বোলিং বিভাগে প্রিয়া সূত্রধর মাত্র ৭ রানের বিনিময়ে ৩টি এবং অন্বেষা দাস ১১ রানের বিনিময়ে ৩টি উইকেট শিকার করে প্রতিপক্ষকে চেপে ধরেন। ম্যাচে অসাধারণ অলরাউন্ডিং পারফরম্যান্সের সুবাদে ব্লাড মাউথ ক্লাবের অম্বিকা দেবনাথকে "প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ"-এর খেতাবে ভূষিত করা হয়।

খেলাধুলার পাশাপাশি রক্তদানেও নজির গড়লো ঐতিহ্যবাহী এগিয়ে চলো সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। খেলার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে ফের নজির গড়ল রাজধানী আগরতলার ঐতিহ্যবাহী ক্লাব "এগিয়ে চল সংঘ"। 'তুচ্ছ নয় রক্তদান বাঁচাতে পারে একটি প্রাণ'এই মহৎ বার্তাকে সামনে রেখে দেশের স্বাধীনতার মাসকে কেন্দ্র করে শনিবার সংঘের প্রাঙ্গণে এক মেগা স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিনের এই শিবিরকে কেন্দ্র করে রক্তদাতাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।শনিবার সকালে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই মেগা রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডা. অধ্যাপক মানিক সাহা। উদ্বোধক ছাড়াও অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রীমতি জাহ্নবী দাস চৌধুরী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন সংঘের সভাপতি চঞ্চল নন্দী। এগিয়ে চল সংঘের এই সামাজিক উদ্যোগে এবছর রেকর্ড সংখ্যক মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে মোট ১০০ জন রক্তদান করেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলাও শামিল হয়েছেন। শিবিরকে সফল করে তুলতে রক্তদাতা থেকে শুরু করে মিডিয়া বন্ধু এবং সংঘের সকল সদস্য-সদস্যা যেভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তার জন্য সংঘের সাধারণ সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

জিরানিয়া স্কুল ক্রিকেটে জয়ী সংহতি বিদ্যামন্দির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। জিরানিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত স্কুল ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের খেলায় জয় পেল সংহতি বিদ্যামন্দির ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। রানির বাজার স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত রোমাঞ্চকর ম্যাচে সংহতি বিদ্যামন্দির ৩১ রানের ব্যবধানে দুর্গা চৌধুরী পাড়া হেমন্ত স্মৃতি বিদ্যালয়কে পরাজিত করে প্রতিযোগিতার পরবর্তী রাউন্ডে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে।ম্যাচে টসে জয়ী হয়ে দুর্গা চৌধুরী পাড়া হেমন্ত স্মৃতি বিদ্যালয় প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ১৭ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৩৩ রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর গড়ে তোলে সংহতি বিদ্যামন্দির ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। জয়ের জন্য ১৩৪ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে প্রতিপক্ষের আঁটসাঁট বোলিংয়ের মুখে পড়ে দুর্গা চৌধুরী পাড়া হেমন্ত স্মৃতি বিদ্যালয়। নির্ধারিত ১৭ ওভার শেষে ৮ উইকেট হারিয়ে ১০২ রান তুলতেই সক্ষম হয় তারা, ফলে ৩১ রানে ম্যাচটি জিতে নেয় সংহতি বিদ্যামন্দির।

মৌচাক ক্লাবের দাপুটে জয় সেমিফাইনালের টিকিট অর্জন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে কর্নেল কোচিং সেন্টারকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে মৌচাক ক্লাব। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে বেলা একটায় অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে মাত্র ৬৪ রান তুলতে সক্ষম হয় কর্নেল কোচিং সেন্টার। দলের পক্ষে নাড়িয়া দেববর্মা ৩৯ বল খেলে ২টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ রান করেন। জবাবে মৌচাক ক্লাবের বোলিং আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়া প্রতিপক্ষ শিবিরের পক্ষে পূজা দাস মাত্র ৯ রানের বিনিময়ে ৩টি এবং নিবেদিতা দাস ১২ রানের বিনিময়ে ২টি উইকেট লাভ করেন।জয়ের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে মৌচাক ক্লাব মাত্র ৮.৫ ওভার খেলে ১ উইকেট হারিয়ে প্রয়োজনীয় ৬৬ রান সংগ্রহ করে সহজ ও দাপুটে জয় নিশ্চিত করে। দলের জয়ে ব্যাট হাতে উজ্জ্বল ছিলেন সুপ্রিয়া দাস, যিনি ২৪ বল খেলে ৪টি বাউন্ডারি সহযোগে অপরাজিত ২৭ রানের একটি কার্যকরী ইনিংস খেলেন। এদিকে, প্রতিপক্ষকে অল্প রানে বেঁধে রাখতে দুর্দান্ত ও নিয়ন্ত্রিত বোলিং প্রদর্শনের স্বীকৃতি স্বরূপ মৌচাক ক্লাবের পূজা দাসকে "প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ"-এর খেতাবে ভূষিত করা হয়।

'ফকল্যান্ড আর্জেন্টিনার' ব্যানার নিয়ে আবারও মেসিদের সমালোচনায় দেশটির প্রেসিডেন্ট

২০২৬ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে হারানোর পর 'ফকল্যান্ড (মালভিনাস) আর্জেন্টিনার'—সংবলিত একটি ব্যানার হাতে উদ্যাপন করেন আর্জেন্টিনার ফুটবলাররা। এ ঘটনায় দলটির আবারও সমালোচনা করেছেন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেই।

সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারানোর পর বাঁধভাঙা উদ্যাপনে ভেসেছিলেন আর্জেন্টিনার ফুটবলাররা। টানা দুটি বিশ্বকাপের ফাইনাল নিশ্চিতের পর গ্যালারির সমর্থকদের সঙ্গে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন তাঁরা।

উদ্যাপনের সময় আর্জেন্টাইন খেলোয়াড়েরা একটি ব্যানার প্রদর্শন করেন। সেখানে ছিল ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের ওপর আর্জেন্টিনার দাবি নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা। এর পর থেকেই রাজনৈতিক মঞ্চেও আলোচনায় চলে আসে আর্জেন্টিনা ফুটবল দল।

বিষয়টির তীব্র সমালোচনা করে আর্জেন্টিনার একটি সংবাদমাধ্যমে প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেই বলেছেন, ফুটবলের সঙ্গে রাজনীতি মেশানো মোটেও ঠিক নয়। তাঁর মতে, দ্বীপপুঞ্জের সার্বভৌমত্ব নিয়ে আর্জেন্টিনার দাবি কেবল কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমেই এগিয়ে নেওয়া উচিত। মিলেই বলেন, 'তেল আর জল যেমন একসঙ্গে মেশানো যায় না, তেমনি ফুটবলের সঙ্গে রাজনীতিও মেশানো ঠিক নয়। ফুটবল তো স্রেফ একটি খেলা।'

১৯৮২ সালে এই দ্বীপপুঞ্জকে কেন্দ্র করে আর্জেন্টিনা ও ইংল্যান্ডের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। পরে ১৯৮৬ বিশ্বকাপে মেক্সিকোর আজতেকা স্টেডিয়ামে 'হ্যান্ড অব গড' ও শতাব্দীর সেরা গোলে ইংল্যান্ডকে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় করার পর ফকল্যান্ডের 'প্রতিশোধ' নেওয়ার কথা বলেছিলেন কিংবদন্তি ডিয়েগো ম্যারাডোনা। সেই বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যারাডোনার ঐতিহাসিক দুই গোলের প্রসঙ্গও তোলেন মিলেই। তিনি বলেন, 'আমাদের মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। ম্যারাডোনার কোনো গোলই ফকল্যান্ডকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনেনি।'

দেশের সরকারের কূটনৈতিক সাফল্যের কথা তুলে ধরে মিলেই দাবি করেন, ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের সার্বভৌমত্ব নিয়ে আর্জেন্টিনা কূটনৈতিক পথে অনেকটা এগিয়েছে। তাঁর ভাষ্য, আর্জেন্টিনা জাতিসংঘের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যকে আলোচনার টেবিলে বসাতে সক্ষম হয়েছে এবং এ বিষয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে। মিলেই আরও দাবি করেন, সরকারের কার্যকর কূটনীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং যুক্তরাজ্যের কিছু মহলও এখন আর্জেন্টিনার অবস্থানের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে।সেই বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যারাডোনার ঐতিহাসিক দুই গোলের প্রসঙ্গও তোলেন মিলেই। তিনি বলেন, 'আমাদের মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। ম্যারাডোনার কোনো গোলই ফকল্যান্ডকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনেনি।'

কয়েক দিন আগেও আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের সমালোচনা করেন মিলেই। তখন তিনি বলেছিলেন, 'খেলোয়াড়েরা কোনো কূটনৈতিক উদ্যোগের অংশ নয়। তারা বোকার মতো কাজ করেছে।'

মিলেই আরও বলেন, 'সৌভাগ্যবশত এসব অসংলগ্ন কথা এসেছে এমন কিছু গুরুত্বহীন মানুষের কাছ থেকে, যাদের নিয়ে কেউ তোয়াক্কা করে না। আমাদের বিষয়গুলো গুলিয়ে ফেলা যাবে না। একটি ফুটবল ম্যাচ স্রেফ একটি ফুটবল ম্যাচই। কিছু ভুল মেনে নেওয়া যায় না। ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ আর্জেন্টিনারই এবং আমরা কূটনৈতিক পথেই তা ফিরিয়ে আনব।'

ব্যর্থ বিশ্বকাপ অভিযানের পর নতুন প্রধান কোচ নিয়োগ দিয়েছে চেকিয়া। দেশটির ফুটবল ইতিহাসে প্রথম বিদেশি প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সান্তি দেনিয়া।

দেশটির ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন শুক্রবার স্পেন যুব দলের সাবেক এই কোচকে নিয়োগ দেওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তি হয়েছে দুই বছরের, সেটা আরও এক বছর বাড়ানোর সুযোগ রাখা হয়েছে।

মিরোস্লাভ কুবেকের কোচিংয়ে সম্প্রতি শেষ হওয়া বিশ্বকাপে সময়টা খুব বাজে কেটেছে চেকিয়ার। তিন ম্যাচের দুটিতে হেরে ও একটি ড্র করে গ্রুপের তলানিতে থেকে বিদায় নেয় তারা।

এরপরই দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান ৭৪ বছর বয়সী কুবেক। তার স্থলাভিষিক্ত হলেন ৫২ বছর বয়সী দেনিয়া।

দেনিয়ার কোচিংয়েই ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিকসে ফুটবলে সোনার পদক জয় করে স্পেন।

চেকিয়ার দায়িত্বে তার প্রথম চ্যালেঞ্জ হবে সেপ্টেম্বরে উয়েফা নেশন্স লিগের দুটি ম্যাচ; আগামী ২৬ সেপ্টেম্বরে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে এবং তিন দিন পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে।

এই প্রতিযোগিতায় এবার বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন স্পেনের বিপক্ষেও খেলবে চেকিয়া। সেই ম্যাচে সাবেক সহকর্মী লুইস দে লা ফুয়েন্তের মুখোমুখি হবেন দেনিয়া।

স্বদেশের ও সাবেক সহকর্মীর বিপক্ষে লড়াই নিয়ে এখন থেকেই যেন রোমাঞ্চ অনুভব করছেন দেনিয়া।"আমি স্পেনে জন্মেছি এবং দেশটির ফেডারেশনের জন্য ১৫ বছর কাজ করেছি, তবে এখন সবকিছু ভিন্ন- আমি স্পেনের বিপক্ষে জিততে চাই।"

দক্ষিণ আফ্রিকার কোচের দায়িত্ব ছাড়ছেন ব্রুস

হুগো ব্রুস ও দক্ষিণ আফ্রিকার দীর্ঘ পাঁচ বছরের পথচলার ইতি ঘটতে যাচ্ছে। চলতি মাসে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর দলটির প্রধান কোচের দায়িত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বেলজিয়ান কোচ।দক্ষিণ আফ্রিকা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন শুক্রবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। চুক্তির মেয়াদ আর না বাড়ানোর কথা দেশটির ফুটবল সংস্থাকে জানিয়ে দিয়েছেন ৭৪ বছর বয়সী ব্রুস।২০২১ সালের মে মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার দায়িত্ব নেন ব্রুস। তার কোচিংয়ে ২০২৩ সালের আফ্রিকা কাপ অব নেশন্সে তৃতীয় হয় তারা। আর এবার নিজেদের বিশ্বকাপ ইতিহাসে প্রথমবার নকআউট পর্বে ওঠে দলটি, শেষ বত্রিশে কানাডার বিপক্ষে হেরে বিদায় নেয়।

গণমাধ্যমের খবর, ব্রুসকে ২০২৭ সালের জুলাইয়ে অনুষ্ঠেয় কাপ অব নেশন্স পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু তিনি সেটা গ্রহণ করেননি। পেশাদার কোচিং থেকেই অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই কোচ। সেটার ইঙ্গিত অবশ্য বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগেই দিয়েছিলেন তিনি।বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে নতুন একটি রেকর্ডও গড়েন ব্রুস। ৭৪ বছর ৭৫ দিন বয়সে বিশ্বকাপের মূল পর্বে ম্যাচ জেতা সবচেয়ে বয়স্ক কোচ তিনি।আগামী সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে গিনির বিপক্ষে ঘরের মাঠের ম্যাচ দিয়ে ২০২৭ আফ্রিকা কাপ অব নেশন্সের বাছাই পর্ব শুরু করবে দক্ষিণ আফ্রিকা। একই পুলে রয়েছে টুর্নামেন্টের সহ-আয়োজক কেনিয়া ও ইরিত্রিয়াও।

হকি দলের জার্সির রং গেরুয়া করা নিয়ে বিতর্ক বদলের কথা জানতেনই না খেলোয়াড়, কর্তারা!

ভারতীয় হকি দলের জার্সির রং বদল নিয়ে বিতর্ক ক্রমশ বাড়ছে। নীল থেকে হঠাৎ গেরুয়া করে দেওয়া হয়েছে হকির দলের জার্সি। আসন্ন বিশ্বকাপে নতুন জার্সি পরে খেলবে পুরুষ এবং মহিলাদের দল। জার্সির রং বদল নিয়ে কিছু জানতেন না বলে আগেই জানিয়েছেন হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি তথা প্রাক্তন অধিনায়ক দিলীপ তিরকে। তাঁর মতোই অন্ধকারে ছিলেন খেলোয়াড়দের একাংশও।সব খেলাই ভারতীয় দল নীল জার্সি পরে খেলে। ভারতীয়দের 'মেন ইন ব্লু' বলা হয় খেলার মাঠে। সেই রীতি ভেঙে হঠাৎই হকি দলের জার্সির রং গেরুয়া করা হয়েছে। যদিও ভারতীয় দলের জার্সিতে গেরুয়া রং নতুন নয়। ফুটবল-সহ বিভিন্ন খেলায় ভারতের অ্যাওয়ে জার্সির রং গেরুয়া। হকি দলের অ্যাওয়ে জার্সিতেও গেরুয়া রং ছিল। তবে প্রথম জার্সির রং সব ক্ষেত্রেই নীলই। এই রং বদল নিয়ে খেলোয়াড়দের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আলোচনা করেননি বলে অভিযোগ। সর্বভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যম পুরুষ এবং মহিলা দলের পাঁচ জন খেলোয়াড়ের সঙ্গে কথা বলেছে। তাঁদের প্রত্যেকেই জানিয়েছেন, জার্সির রং বদলের ব্যাপারটি তাঁরা জানতেন না। তাঁদের পরামর্শও চাওয়া হয়নি। প্রত্যেকেই জানিয়েছেন, তাঁরা ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন। দলের হয়ে কথা বলছেন না। কেউই নাম প্রকাশ করতে রাজি হননি। পুরুষদের দলের এক জন খেলোয়াড় বলেছেন, "আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি, পরামর্শও চাওয়া হয়নি।" হকি ইন্ডিয়ার এগিকিউটিভ কমিটির সদস্যেরাও অনেকে জানতেন না এই পরিবর্তনের ব্যাপারে। এক কর্তা বলেছেন, "জার্সির রং বদলের বিষয়টি জানতাম না। যে বৈঠকগুলোয় ছিলাম, তার কোনওটাতেই এ নিয়ে আলোচনা হয়নি।"

কর্তারা জানতেন না! খেলোয়াড়েরাও জানতেন না! এমনকি হকি ইন্ডিয়ার সভাপতিও জানতেন না! তা হলে জার্সির রং বদলের সিদ্ধান্ত কবে, কোথায়, কারা নিলেন? হকি ইন্ডিয়া কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি। তবে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, "সিনিয়র খেলোয়াড় এবং কোচদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে জার্সির রং পরিবর্তন করা হয়েছে। টেকনিক্যাল কারণেই এই সিদ্ধান্ত। এখন হকি নীল অ্যাস্ট্রোটার্ফে খেলা হয়। টার্ফের সঙ্গে ভারতীয় দলের জার্সির রং মিলে যায় অনেক সময়। তাতে ম্যাচের সময় সতীর্থদের দ্রুত খুঁজে পেতে অনেকের সমস্যা হয়। সে কারণেই জার্সির রং পরিবর্তন করার কথা ভাবা হয়েছে।"হকি ইন্ডিয়ার এক কর্তার দাবি, কোচ এবং খেলোয়াড়দের সঙ্গে আলোচনার পর দু'টি রং প্রাথমিক ভাবে চূড়ান্ত করা হয়েছিল। হলুদ এবং গেরুয়া। শেষে গেরুয়া বেছে নেওয়া হয়েছে। জাতীয় পতাকায় থাকার জন্যই গেরুয়াকে বেছে নেওয়া হয়েছে। হকি ইন্ডিয়ার দাবি, জার্সির রং পরিবর্তন এ বারই প্রথম হল এমন নয়। নতুন কিছুও নয়। ২০১৪ সালের বিশ্বকাপে জার্সির রং ছিল হলুদ। ২০১৮ সালের বিশ্বকাপে আকাশির সঙ্গে আরও কয়েকটি রং ব্যবহার করা হয়েছিল জার্সিতে।

রক্তদান কর্মসূচিতে বর্তমানে রাজ্যে এক নবজাগরণের সৃষ্টি হয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১ আগস্ট: রক্তদান কর্মসূচিতে বর্তমানে রাজ্যে এক নবজাগরণের সৃষ্টি হয়েছে। রক্তদানের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিকতার ভাব তৈরি হওয়ার পাশাপাশি রক্তদাতা ও গ্রহীতাদের মধ্যে গড়ে উঠে এক সুমধুর সম্পর্ক। তাই রক্তদানে সবাইকে এগিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। আজ মেলারমাঠস্থিত এগিয়ে চলো সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানব ধর্মের অন্যতম দৃষ্টান্ত হলো রক্তদান। রক্তদানের মাধ্যমেই একজন মুমূর্ষ রোগীকে বাঁচিয়ে তোলা যায়। তাই রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাব ও সামাজিক সংগঠনকে বেশি করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে হবে। রক্তদানের পাশাপাশি রক্ত সংরক্ষিত করার উপরও গুরুত্বারোপ করতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে রক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে একটা সময় ক্লাব সংস্কৃতিকে উশৃঙ্খলতার পরিবেশ বজায় থাকত। বর্তমানে ক্লাবগুলির মধ্যে সুশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এছাড়াও ক্লাবগুলির বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রবণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা সমাজের জন্য মঙ্গলজনক। ডাঃ সাহা বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এর সুফল শহর থেকে গ্রামাঞ্চলের মানুষ পাচ্ছেন। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নের ফলেই বর্হিঃরাজ্যে রেফারেল রোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের ৩৪নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর জাহ্নবী দাস, এগিয়ে চলো সংঘের সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত, সভাপতি চঞ্চল নন্দী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

রক্তদান শিবিরে আগরতলা পুর নিগমের ৩২নং ওয়ার্ড এবং ৩৪নং ওয়ার্ডের ৩ জন সাফাই কর্মীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সংবর্ধনা স্বরূপ তাদের প্রত্যেকের হাতে ৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন এবং রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন।

কৈলাসহরে নির্মীয়মাণ ২০০ আসন বিশিষ্ট যুব আবাস পরিদর্শনে মন্ত্রী টিংকু রায়

কৈলাসহর, ১ আগস্ট: রাজ্য সরকারের ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় শনিবার ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর পৌর পরিষদের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে নির্মীয়মাণ ২০০ আসন বিশিষ্ট যুব আবাসের নির্মাণকাজ পরিদর্শন করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শন শেষে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলে মন্ত্রী জানান, নির্মাণকাজ দ্রুত শেষ করে আসন্ন দুর্গাপূজার সময়ই যুব আবাসটির উদ্বোধনের লক্ষ্যে কাজ এগিয়ে চলছে। তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন।

মন্ত্রী বলেন, যুব আবাসটি চালু হলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও যুব উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে অংশ নিতে আসা যুবক-যুবতীদের আবাসনের সুবিধা নিশ্চিত হবে। এর ফলে কৈলাসহরে বিভিন্ন রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজনও আরও সহজ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে নির্মিত এই যুব আবাস যুবসমাজের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো হিসেবে গড়ে উঠবে বলেও মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

স্বর্ণজয়ী অস্মিতা দে-কে নিয়ে আবেগঘন প্রতিক্রিয়া মা-র, 'কঠোর পরিশ্রমের ফল এই সাফল্য'

বিলোনিয়া, ১ আগস্ট: গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে মহিলাদের ৪৮ কেজি জুডো বিভাগের ফাইনালে স্বর্ণপদক জিতে দেশের পাশাপাশি ত্রিপুরার মুখ উজ্জ্বল করেছেন বিলোনিয়ার কৃতি জুডোকা অস্মিতা দে। তাঁর এই ঐতিহাসিক সাফল্যে আনন্দের জোয়ার বইছে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং গোটা রাজ্যজুড়ে।

মেয়ের এই অসামান্য কৃতিত্বে আবেগাপ্লুত হয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অস্মিতা দে-র মা মুন্না পাটারী দে। তিনি বলেন, ছোটবেলা থেকেই অস্মিতা নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তুলেছে। দীর্ঘদিনের নিরলস অনুশীলন, আত্মত্যাগ এবং একাগ্রতার ফলেই আজ সে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের জন্য স্বর্ণপদক জিততে সক্ষম হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই সাফল্যের পেছনে প্রশিক্ষক, পরিবারের সদস্য এবং শুভানুধ্যায়ীদের আশীর্বাদ ও সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও অস্মিতা দেশের হয়ে আরও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে নতুন নতুন সাফল্য অর্জন করবে।

অস্মিতা দে-র এই স্বর্ণজয়কে ত্রিপুরার ক্রীড়া ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায় হিসেবে দেখা হচ্ছে। তাঁর এই কৃতিত্বে বিলোনিয়াসহ গোটা রাজ্যে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে।

কুলগামে জঙ্গি হামলার নিন্দা রাহুল গান্ধীর, দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবি

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (আইএএনএস): জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় জঙ্গি হামলায় ছত্তীসগঢ়ের দুই পরিযায়ী শ্রমিক নিহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তিনি এই ঘটনাকে 'অত্যন্ত মর্মান্তিক' বলে উল্লেখ করে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ করা এক পোস্টে রাহুল গান্ধী নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তিনি লেখেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে কাপুরুষোচিত জঙ্গি হামলায় আমাদের দেশের দুই শ্রমিকের হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত মর্মান্তিক। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা রইল। এই জঘন্য হামলার জন্য দায়ী জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং তাদের কঠোরতম শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে গোটা দেশ ঐক্যবদ্ধ।'

শুক্রবার সন্ধ্যায় কুলগামের কেল্লাম গ্রামে ইটভাটায় কর্মরত ছত্তীসগঢ়ের দুই শ্রমিককে লক্ষ্য করে জঙ্গিরা গুলি চালায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের অনন্তনাগ সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আহতদের মধ্যে দীপক নামে এক শ্রমিক শুক্রবার রাতেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। অপর শ্রমিক বোপিন্দরকে পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য শ্রীনগরের শের-ই-কাশ্মীর ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (স্কিমস)-এ স্থানান্তর করা হলেও শনিবার সকালে তিনিও মারা যান।

এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ধর্মীয় নেতারা। জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাও ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে নিহত দুই শ্রমিকের নিকটাত্মীয়দের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করেছেন।

উল্লেখ্য, গত ২২ জুলাই অমরনাথ যাত্রার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা হেড কনস্টেবল আশিক হুসেন কুরেশিকে অনন্তনাগে জঙ্গিরা গুলি করে হত্যা করেছিল। নিরাপত্তা সংস্থাগুলির মতে, সাম্প্রতিক সময়ে জঙ্গিরা নিরাপত্তাবাহিনীর পাশাপাশি পরিযায়ী শ্রমিক, পথের ধারের ব্যবসায়ী ও চালকদের মতো নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে লক্ষ্যবস্তু করছে, যাতে উপত্যকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ব্যাহত হয়।

সাম্প্রতিক হামলার পর পরিযায়ী শ্রমিকদের ট্রানজিট ক্যাম্প এবং তাঁদের আবাসস্থলগুলিতে নিরাপত্তা আরও জোরদার করেছে নিরাপত্তাবাহিনী ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ।

বুথ সভাপতির সমর্থনে পথে গকুলনগর ভৌমিক পাড়ার বাসিন্দারা, অপপ্রচারের অভিযোগে প্রতিবাদ

আগরতলা, ১ আগস্ট: কমলাসাগর বিধানসভার গকুলনগর ভৌমিক পাড়া এলাকায় স্থানীয় বুথ সভাপতি লিটন শর্মার সমর্থনে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল হলেন এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ। লিটন শর্মার বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে তাঁরা এর প্রতিবাদ জানান এবং বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করেন।

প্রতিবাদকারীদের অভিযোগ, একটি গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে লিটন শর্মার ভাবমূর্তি ক্ষুণ করার উদ্দেশ্যে তাঁর বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর ও ভিত্তিহীন তথ্য ছড়াচ্ছে। তাঁদের দাবি, এর লক্ষ্য তাঁকে বুথ সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, লিটন শর্মা দীর্ঘদিন ধরে এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এবং সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করে আসছেন। তাঁদের বক্তব্য, তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ বা প্রচার চালানো হচ্ছে, তা সত্য নয় এবং এর পেছনে রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে তাঁদের সন্দেহ।

প্রতিবাদকারীরা আরও দাবি করেন, কোনও ধরনের অপপ্রচারের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত না নিয়ে গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করা হোক। পাশাপাশি এলাকার শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে এ ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রচার বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণেরও আহ্বান জানান তাঁরা।

তবে লিটন শর্মার বিরুদ্ধে ঠিক কী অভিযোগ উঠেছে এবং সেই অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষ বা দলীয় নেতৃত্বের কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। অভিযোগের বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য পাওয়া গেলে তা যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করা হবে।

চোরের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ দক্ষিণ চরিলামের পোদ্দার পাড়া, নিরাপত্তা জোরদারের দাবি এলাকাবাসীর

বিশ্রামগঞ্জ, ১ আগস্ট: দক্ষিণ চরিলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের পোদ্দার পাড়া এলাকায় একের পর এক চুরির ঘটনায় আতঙ্ক ও ক্ষোভ ছড়িয়েছে। সর্বশেষ শুক্রবার গভীর রাতে এলাকার বাসিন্দা চন্দন পোদ্দারের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় বিশ্রামগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে বাড়িতে হানা দিয়ে দুষ্কৃতীরা একটি গ্যাস সিলিন্ডার, হাঁস-মুরগি, রাবার শিটসহ বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পক্ষ থেকে বিশ্রামগঞ্জ থানায় অভিযোগ জানানো হয়।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, সাম্প্রতিক সময়ে পোদ্দার পাড়া এলাকায় চুরির ঘটনা বেড়েই চলেছে। বারবার অভিযোগ জানানো হলেও চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার কিংবা চোরদের গ্রেফতারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে।

ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা এলাকায় রাত্রিকালীন পুলিশ টহল বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, নিয়মিত টহল ও নজরদারি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অসহায় কৃষক পরিবারের পাশে বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন, নিজেই ট্রাক্টর চালিয়ে জমি চাষ ও ধান রোপণ

বক্সনগর, ১ আগস্ট: জনসেবার এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন বক্সনগর বিধানসভার বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন। শনিবার সকালে আনন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এক অসহায় কৃষক পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি নিজেই ট্রাক্টর চালিয়ে জমি চাষ করেন এবং পরে ধান রোপণের কাজেও অংশ নেন।

জানা গেছে, কয়েকদিন আগে আনন্দনগর এলাকার কৃষক জামাল মিয়া হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর আর্থিক সংকটের কারণে পরিবারের পক্ষে চলতি মৌসুমে প্রায় দুই কানি জমিতে ধান রোপণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। বিষয়টি জানতে পেরে বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন বক্সনগর মণ্ডলের দলীয় কর্মী, আনন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের নিয়ে শনিবার সকালে ওই কৃষকের জমিতে পৌঁছান।

সেখানে উপস্থিত সকলে প্রথমে স্লোগান দেওয়ার পর বিধায়ক নিজেই ট্রাক্টর চালিয়ে জমি চাষ করেন এবং ধান রোপণের উপযোগী করে তোলেন। পরে তিনি কর্মীদের সঙ্গে কাদামাটিতে নেমে ধান রোপণের কাজেও অংশ নেন। প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যে দুই কানি জমিতে ধান রোপণের কাজ সম্পন্ন হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন স্বপ্না নমঃ, কিষাণ মোর্চার সভাপতি আবদুল হক, মণ্ডল নেতৃত্ব, মহিলা ও জনজাতি মোর্চার কর্মীসহ এলাকার বহু মানুষ।

প্রয়াত জামাল মিয়ার পরিবারের সদস্যরা বিধায়কের এই উদ্যোগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। জামাল মিয়ার ছোট ভাই বলেন, তাঁদের দুঃসময়ে একজন জনপ্রতিনিধি যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছেন, তা তাঁদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

এলাকার এক প্রবীণ কৃষকও বিধায়কের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি কোনও জনপ্রতিনিধিকে এভাবে মাঠে নেমে কৃষিকাজ করতে দেখেননি।

ধান রোপণের কাজ শেষে উপস্থিত সকলের জন্য খাবারেরও ব্যবস্থা করা হয়।

এ প্রসঙ্গে বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন বলেন, কৃষকরাই দেশের অন্নদাতা এবং বক্সনগরের অধিকাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাব্রুমে ব্যক্তির রহস্যজনক মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

সাব্রুম, ১ আগস্ট: দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম মহকুমায় এক ব্যক্তির রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শনিবার পূর্ব সাব্রুমের জমিন চন্দ্রপাড়া এলাকায় রাস্তার পাশে এক ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম মম মগ। তাঁর বাড়ি কালি ব্লকপাড়া এলাকায়।

খবর পেয়ে ফরেনসিক দলের সদস্যদের নিয়ে সাব্রুম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। ঘটনাস্থল থেকে প্রয়োজনীয় আলামত সংগ্রহের পর মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। ঘটনার সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

স্থানীয়ভাবে এটি হত্যাকাণ্ড হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হলেও, পুলিশ এখনও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু নিশ্চিত করেনি। তদন্ত শেষ হওয়ার আগে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কোনও চূড়ান্ত মন্তব্য করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আনন্দনগরে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কা, তদন্তের দাবি এলাকাবাসীর

আগরতলা, ১ আগস্ট: শ্রীনগর থানাধীন আনন্দনগর ১০ নম্বর পাড়া এলাকায় শনিবার একটি বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় বিদ্যুতের খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, টিআর০১বিএন০৬৩১ নম্বরের একটি গাড়ি মলয়নগর দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার পর গাড়িতে থাকা চার যুবক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

ঘটনার খবর পেয়ে শ্রীনগর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়িটি নিজেদের হেফাজতে নেয়। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং পলাতক যুবকদের পরিচয়

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রীর

কেন্দ্রীয় কর ও শুল্কের আয় বন্টনে রাজ্য পেল ৬৯৯ কোটি

আগরতলা, ১ আগস্ট: কেন্দ্রীয় কর ও শুল্ক থেকে প্রাপ্ত মোট আয়ের রাজ্যভিত্তিক বন্টনের অংশ হিসেবে ত্রিপুরার জন্য ৬৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী জানান, দেশের উন্নয়নের প্রতি প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর অবিচল প্রতিশ্রুতির জন্য তিনি কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন, এই উদ্যোগ ত্রিপুরার কল্যাণমূলক কার্যক্রম, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই আর্থিক সহায়তা রাজ্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণে আরও গতি আনবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

উদয়পুরে যানজট নিরসনে এনএইচ-৮ বাইপাস নির্মাণের উদ্যোগ, সম্ভাব্য রুট পরিদর্শনে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়

উদয়পুর, ১ আগস্ট: উদয়পুর শহরের ক্রমবর্ধমান যানজট সমস্যা নিরসন এবং মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে আগত তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের যাতায়াত আরও সহজ ও নির্বিঘ্ন করতে জাতীয় সড়ক-০৮-এর প্রস্তাবিত বাইপাস নির্মাণের উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। এরই অংশ হিসেবে শনিবার সম্ভাব্য বাইপাস সড়কের বিভিন্ন এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়।

জানা গেছে, প্রস্তাবিত বাইপাস সড়কের বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) প্রস্তুতের আগে সম্ভাব্য রুট নির্ধারণ, ভূমির পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন কারিগরি বিষয় মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে এই পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়। এদিন অর্থমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে সম্ভাব্য সড়কপথের বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখেন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

পরিদর্শনে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, জাতীয় সড়কের মুখ্য বাস্তুকার সুব্রত বণিক, পূর্ত দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার অনুপ দাস, আরবান ডেভেলপমেন্ট দপ্তরের অধিকর্তা ড. তমাল মজুমদার, ত্রিপুরা আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটির মুখ্য প্রকৌশলী নিত্য কুমার জমাতিয়া, এনএইচআইডিসিএল-এর আধিকারিকরা, অতিরিক্ত জেলা শাসক সুভাষ আচার্য, মহকুমা শাসক ত্রিদীপ সরকারসহ বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধতন আধিকারিকরা।

পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন তীর্থযাত্রী ও পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে। ফলে উদয়পুর শহরের উপর যানবাহনের চাপও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভবিষ্যতের এই চাপ মোকাবিলায় বাগমা থেকে মাতাবাড়ি পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি বাইপাস সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি জানান, প্রস্তাবিত বাইপাসটি বাগমা, টেপানিয়া, জামজুড়ি এবং উদয়পুর রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকা অতিক্রম করে মাতাবাড়ি মন্দিরের নিকটে জাতীয় সড়ক-০৮-এর সঙ্গে সংযুক্ত করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই সড়ক নির্মিত হলে শহরের অভ্যন্তরে যানজট উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে এবং তীর্থযাত্রী ও সাধারণ মানুষের যাতায়াত আরও সহজ ও নিরাপদ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অর্থমন্ত্রী আরও জানান, প্রকল্পের সব দিক বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে খুব শীঘ্রই ডিপিআর প্রস্তুতের কাজ শুরু হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে উদয়পুর শহরের যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি পর্যটন শিল্পের বিকাশেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, প্রস্তাবিত এই বাইপাস নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে উদয়পুর শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসবে এবং দীর্ঘদিনের যানজট সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথ প্রশস্ত হবে।

এজিএমসির ২২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে হেরিটেজ পার্কে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা

আগরতলা, ১ আগস্ট: আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের (এজিএমসি) ২২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে শনিবার আগরতলার হেরিটেজ পার্কে সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়।

এই কর্মসূচিতে পার্কে আসা পথচলতি মানুষের রক্তচাপ (বিপি), রক্তে শর্করার মাত্রা (ব্লাড সুগার) এবং ওজন পরীক্ষা করা হয়। পাশাপাশি তাঁদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শও প্রদান করেন চিকিৎসকরা।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জিবি হাসপাতালের ডেপুটি মেডিকেল সুপার ডা. প্রণব চৌধুরী (ব্যবহারকারীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী) সহ অন্যান্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা।

এ প্রসঙ্গে ডা. প্রণব চৌধুরী জানান, সুস্থ জীবনযাপনের জন্য তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণওজন, রক্তচাপ এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশামুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে দেশজুড়ে ব্রহ্মাকুমারীদের বিশেষ অভিযান, ১০ কোটি মানুষকে শপথে সামিল করার লক্ষ্য

আগরতলা, ১ আগস্ট: দেশজুড়ে ক্রমবর্ধমান মাদক ও নেশার প্রবণতা রোধে বৃহৎ জনসচেতনতামূলক কর্মসূচির ঘোষণা করেছে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়। আগামী ৬ আগস্ট থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত সারা দেশে বিশেষ অভিযান চালিয়ে অন্তত ১০ কোটি মানুষকে নেশা ছাড়ার অথবা কখনও নেশা না করার শপথ গ্রহণ করানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

শনিবার আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রহ্মাকুমারীদের ত্রিপুরা, মেঘালয়, মণিপুর, নিম্ন অসম, অরুণাচল প্রদেশ ও বাংলাদেশ অঞ্চলের ইনচার্জ বিকে জোনালি এই কর্মসূচির বিস্তারিত তুলে ধরেন।

তিনি জানান, গত এক মাস ধরে এই অভিযানকে সফল করতে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রস্তুতি চলছে। ইতোমধ্যে একাধিক দল গঠন করে বিভিন্ন এলাকায় প্রচার ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই কর্মসূচিতে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগিতাও পাওয়া যাচ্ছে বলে তিনি জানান।

বিকে জোনালি বলেন, এবারের অভিযানে শিশু ও যুবসমাজকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময়, কাউন্সেলিং এবং নেশামুক্ত জীবনের শপথ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হবে। পাশাপাশি অভিভাবকদেরও সচেতনতা কর্মসূচিতে যুক্ত করা হবে।

তিনি বলেন, নেশা শুধু একজন ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে না, বরং পারিবারিক সম্পর্ক, আর্থিক স্থিতি এবং সমাজের সামগ্রিক অগ্রগতিতেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই পরিবার, সমাজ, গ্রাম ও শহরের প্রতিটি স্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণে একটি নেশামুক্ত ভারত গড়ে তোলাই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য।

বিকে জোনালি আরও বলেন, অনেকেই নেশা ছাড়তে চান, কিন্তু মানসিক দৃঢ়তার অভাবে তা সম্ভব হয় না। এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে রাজযোগ মেডিটেশন ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়, যা আত্মবিশ্বাস ও মানসিক শক্তি বাড়াতে সহায়ক।

তিনি জানান, বর্তমানে ত্রিপুরায় ব্রহ্মাকুমারীদের ২০ থেকে ২৫টি কেন্দ্র রয়েছে। নেশামুক্ত জীবন গড়তে আগ্রহীদের নিকটবর্তী কেন্দ্রে যোগাযোগ করে রাজযোগের প্রশিক্ষণ গ্রহণের আহ্বান জানান তিনি।

সমাজের সকল স্তরের মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিকে জোনালি বলেন, ক্ষতিকর অভ্যাস ত্যাগ করে ইতিবাচক ও গঠনমূলক জীবনধারা গ্রহণের মধ্য দিয়েই একটি সুস্থ, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। তাঁর আশা, এই দেশব্যাপী অভিযান তরুণ প্রজন্মকে নেশার করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 02-08-2026, 01:22